???? ???? ?????

নিঝুম আর তানিয়া কলেজ শেষে বাসায়
ফিরছে।শমরিতা হাসপাতালের সামনে
আসতেই তানিয়া বলে উ
>কিরে তোর হিরো কই???(তানিয়া)

>একটু পরেই দেখবি ফুল নিয়া বের হইব কোন
থেকে জানি।(নিঝুম)
>তুই সিউর যে ও আসবই???
>অবশ্যই।গত দুইমাসের শুক্রবার আর কলেজ
বন্ধ ছাড়া এমন কোনদিন নাই যে ফুল আনে
নাই।
>ছেলেটাকে আর কত ঘুরাইবি????(অনুরোধের
সুরে)
>আহারে আমার বান্ধবীগো। উনার জন্য
আপনের বুক ফেটে যায় মনে হয়???এত ফাটলে
নিজেই মারনা লাইন।
>আমার পিছনে ঘুরলে এতদিনে একমাসের
রিলেশন হইয়াও যাইত।
>তোর কি মনে হয় ছেলেটা আসলেই ভাল???
>ভাল মানে সেইরাম ভাল।হ্যা বইলা দে।
প্লিজ
>আচ্ছা। আজ ওর পরীক্ষা নিমু দেখি কি হয়।
>কেমন পরীক্ষা? ??
>দেখতে থাক।
.
.
হটাৎ টেক্সটাইল মাঠের ভিতর থেকে শুভ্র

বের হয় হাতে ফুল নিয়ে।সোজা নিঝুমের
সামনে চলে আসে।

.

.

>এই নাও।(শুভ্র)

>নিবোনা।(নিঝুম)

>কেন??

>আমার ইচ্ছা।

>ওই মধুর মা।প্লিজ উনারে বলোনা ফুলটা
নিতে।(তানিয়াকে শুভ্র মধুর মা বলে
ডাকে)

>নিয়া নে নিঝুম।(তানিয়া)

.

.

নিঝুম ফুলটা শুভ্রর কাছ থেকে নিয়া ফেলে
দেয়।

.

.

>এই জায়গা থেকে সরলে খবর আছে।আমার
পিছু পিছু আসবানা।(নিঝুম)

>কি বলো এইসব???(শুভ্র)

>ঠিক বলছি।বাই বাই। টাটা গুড বাই

>.....

.

.

নিঝুম আর তানিয়া চলে যায়।শুভ্র ফুলটাকে
উঠিয়ে হাতে নেয়।তারপর সেখানেই বসে
থাকে।পরেরদিন সকালে নিঝুম কলেজে
যাবার সময় শুভ্রকে ঠিক ওই জায়গাতেই
বসে থাকতে দেখে।মাথা নিচু করে।
শুভ্রর কাছে যায় নিঝুম।

.

.

>ওই মাথা উঠাও ।আজ এত তাড়াতাড়ি???
(নিঝুম)

>.....

>ওই কি হইল কথা বলোনা কেন????

.
.
নিঝুম শুভ্রর শরীরে হাত দিতেই শুভ্র
নড়েচড়ে উঠে।
নিঝুম দেখল যে শুভ্রর চোখ লাল।বুজতে
বাকি রইলোনা যে রাতে ঘুমায়নাই।
.
.
>রাতে কই ছিলা????(নিঝুম)
>এইখানে।(নিচু স্বরে)
>মানে???গতকাল বিকালে কইছিলা????
>এইখানে।
>মানে কি????
>গতকাল তুমি বলছিলা না যে এখান থেকে
সড়তে মানা???তাই সড়িনাই।শুধু ঝালমুড়ি
খাইছিলাম দুইবার।
>পাগল নাকি?????তোমাকেত পাবনার
মেন্টাল হসপিটালে এডমিট করা লাগবে।
আমি বলছিলাম আমি না যাওয়া অব্দি
সড়তেনা।তাই বলে……অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে
পড় অথচ মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নাই।
>এই শুনোনা।আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ।
সেখান থেকে পাবনা মেন্টাল হসপিটাল
অনেক কাছেই তুমি চাইলে
আমি চাচাকে ফোন দিয়া আমার জন্য সিট
বুক করতে বলতে পারব।(উজ্জল একটা হাসি
দিয়ে)
.
নিঝুম শুভ্রর গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড়
দেয়।
.
>বাসায় যাও।(নিঝুম)
>বাবা বাসায় যেতে নিষেধ করছে।(মাথা
নিচু করে)
>সকালে কি খাইছো????
>কিচ্ছুনা।গতকাল একটা অসহায় ভিক্ষুককে
সব টাকা দিয়ে দিছি আর দোয়া করতে

বলছি যে আমার নিঝুমের যেন আমার উপর
থেকে রাগ উঠে যায়।
>তোমাকে যে কি করব বুঝতেই পারছিনা।
>ওই কি বলো এইসব আমাদের বিয়ে হইনিত
এখনো।
>বিয়ে ???তাও তোমার মত গাধার সাথে???
ইম্পসিবল
>(মাথা নিচু করে মন খারাপের আভাস)
.
.
নিঝুম ব্যাপারটা খেয়াল করল।সবশেষে
শুভ্রর হাতের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বলল....
.
.
>চলো।(নিঝুম)
>কোথায়???(শুভ্র)
>জাহান্নামের সাতরাস্তায়।যাইবা????
>তুমি চাইলে চোখ বুঝে চলে যাবো।
.
.
নিঝুম শুভ্রকে নিয়ে কাছের একটা হোটেলে
গেল।৬টা পরাটা ওর্ডার দিল।
.
.
>এই আমাদের ছেলেমেয়ে নাইতো।এত
পরাটা কে খাবে????(শুভ্র)
>চুপ।সব গুলা খাইবা নাহলে আমারে
ছাড়বা।(নিঝুম)
>লাগলে বিষ খাব তবুও তোমায় ছাড়ার নাম
মুখে আনতে পারবনা।
>হইছে হইছে এখন খাও।
>হুম।নিজেরিত খেতে হবে কেওত আর এই
বেচারাকে খাওয়াইয়া দিবেনা।
>আমি দিতাছি ওয়েট।
.
.
পুরো হোটেলের লোক ওদের দিকে

তাকাইয়া থাকে।নিঝুম শুভ্রকে খাওয়াইয়া
দেয়।হটাৎ শুভ্রর মনে পড়ে যায় নিঝুমের
কলেজের কথা।

.

.

>ওই তোমার কলেজ? ??

>আজ বাদ।

>কেন??

>আজ ওই সময়টা আমি তোমার সাথে থাকব।

>কি বলো এটা খারাপ দেখায়।

>ওই বেশি কথা বললে আই লাভ ইউ টু কমুনা
কিন্তু (শরম নিয়া)

>কইয়াইত দিলা।(ভাব নিয়া)

>তো?

>নাথিং

>সামথিং সামথিং???

>নাথিং নাথিং।

>কি কইলা???

>সামথিং সামথিং।

>এখন ঠিক আছে।বাসায় কখন যাইবা???

>এখনি

>আনকেল মারবেনা???

>তোমার আনকেল মারবে কিনা জানিনা
কিন্তু তোমার শ্বশুর আব্বা মারব তা সিউর।

>বেশি পেকেঁ গেছো???চলো বাসায় যাই।
আমি আম্মুকে বলব ভাল লাগেনা তাই ছুটি
নিয়া আসছি

>আচ্ছা।

.

.

শুভ্র আর নিঝুম একে অপরকে ভালবাসে
অনেক।তবুও নিঝুম চাইছিল আরোও পরে
রিলেশনে জড়াবে।মাত্র ইন্টার ফার্স্ট
ইয়ারে।কিন্তু পাগল ছেলের পাগলামি
দেখে আর না করতে পারলোনা।দুজনেই
প্রতিবেশি।
প্রায় দুমাসের বেশি সময় ধরে শুভ্র নিঝুমের

পিছু পিছু ঘুরছে।কিন্তু নিঝুম কানেই
নেয়না।কিন্তু আজ শুভ্রর রাস্তায় রাত
জাগাড় কান্ড দেখে পাত্তা না দিয়ে
পারলোনা।প্রতিদিন নিঝুমকে ফুল দেয়া
শুভ্রর দৈনন্দিন রুটিনের এক অংশ।রিলেশন
হওয়ার পরেরদিন শুভ্র বেশ কয়েকটা টুকটুকে
গোলাপ নিলো নিঝুমের জন্য।নিঝুম আর
তানিয়া আসছে এমন সময় শুভ্র সামনে গেল।

.

.

>ওই মধুর মা।আমার ভোলাবালা বউটারে
উল্টাপাল্টা বুদ্ধি দেও নাকি???দিলে খবর
আছে।(শুভ্র)
>কি বলেন এইসব দুলাভাই???আমি আপনের
এত্ত বড় ফ্যান।আপনের রিলেশনের জন্য
কত্ত কি করলাম আর আপনি কিনা আমারে
এই কথা কইলেন? ??(তানিয়া)
>দেইখা রাখ।আমারেত কত কইলি।পোলা
ভালা আর এখন ওই পোলাই তোরে কি কয়?
(নিঝুম,,রেগে)
>মধুর মা তুমি আমার লাইগা এত কিছু
করছো???খুশিতে আমার তোমার সাথে
প্রেম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।
>কি কইলা???(নিঝুম)
>কিছুনাহ।
>আজ এত ফুল কেন??
>কালকেরটা এডভান্স।
>এডভান্স মানে? ?কোথাও যাচ্ছো
নাকি???
>নাহ।মরেওত যেতে পারি।
>চুপ।আজেবাজে কথা বাদ।কাল বাবা কিছু
বলছিল???
>শরমের কথা কি আর কমু???১০টা থাপ্পড়
উইথ এক লাথিতে খাটে শোয়াইয়া
ফেলসে।আর বলছে ঘুমাইতে।
>বলো কি?????
>হুম।(মন খারাপ করে)

>আচ্ছা।বাই ।কাল কথা হবে।

>আচ্ছা।

.

.

নিঝুম কিছু দুর যেয়ে আবার শুভ্রকে ডাক
দেয়।

.

.

>কি হইলো????(শুভ্র)

>আচ্ছা কিস ডে আছে????

>সরি শুনিনাই।আবার বলো।

>কিস ডে কবে????

>ধুরর কানে শুনিনা কেন???

>আচ্ছা বাই।

.

.

শুভ্র কথাটা শুনেছিল কিন্তু বিশ্বাস
হচ্ছিলনা ওর।বাসায় যাইয়াই দোকানের
বাকি খাতা নিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে
রওনা হয়।একে একে প্রায় পাঁচটা ফেস ওয়াশ
আর ক্রিম কিনে।বাপে জানলে ওর খবর
আছে তাই দোকানদারকে বলে ওই জায়গায়
চালের হিসাব লিখে রাখতে।পরেরদিন
আবার কয়েকটা ফুল নিয়ে রাস্তার অইপাশে
দাড়ায়।তার মাথায় আজ তানিয়ার
গতকালের কথা ঘুরপাক খাচ্ছে।হটাৎ
রাস্তার এই পাশে যাওয়ার সময় একটা
প্রাইভেট কার এসে শুভ্রকে ধাক্কা দেয়।
শুভ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যায় মানুষ।
এদিকে নিঝুমের কলেজ ছুটি হয় ।আজ শুভ্র
তার জন্য ফুল নিয়ে আসেনাই।ভাবতেও তার
অবাক লাগছে।কিছুদুর যেয়ে দেখল অনেক
মানুষের শোরগোল।সামনে এগুতেই দেখল
শুভ্রর ফ্যামিলির সবাই শমরিতা
হাসপাতালের সামনে।কিছুদুর যেতেই শুভ্রর
মা নিঝুমকে ডাক দিল।নিঝুম কিছুটা চমকে
সামনে গেল।

.

.

>আসসালামু আলাইকুম। (নিঝুম)

>ওলাইকুম আসসালাম।তুমি নিঝুম না???

(শুভ্রর মা)

>হ্যা। কিন্তু আপনি আমাকে কিভাবে

চিনলেন?

>শুভ্র আমাকে তোমার ছবি দেখাইছিল।

আর তোমাকে নিয়া অনেক কথা বলছে।ওর

এক্সসিডেন্ট হইছে জানো???(কাদোঁ কাদোঁ

হয়ে।)

>কি বলেন? ??কখন???ও কোথায়??কিভাবে

হল???

>ভিতরে আমি কিছুই জানিনা মা।(কেদেঁ

ফেলে।)

.

নিঝুমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

সে দ্রুত শুভ্রর কেবিনের সামনে যায়।দেখল

যে শুভ্রর মুখে অক্সিজেন লাগানো।হটাৎ

শুভ্র নিঝুমকে দেখে অক্সিজেন খুলে ফেলে।

ডক্টর কিছু বলতেই নিঝুমকে ইশারা দিয়ে

দেখিয়ে দেয়।ডাক্তার বাহিরে বের হয়ে

নিঝুমকে ভিতরে ঢুকতে বলে।নিঝুম ভিতরে

ঢুকে।চোখ লাল হয়ে গেছে।আজ রাগে লাল

হয়নি।চোখের পানিতে হয়েছে।

.

.

>ওই কাদোঁ কেন?(শুভ্র)

>না কই???কিভাবে হলো???(নিঝুম)

>আর বইলনা। ক্যালেন্ডারে কিস ডে খুইজাঁ

পাইনাই।রাস্তা দিয়া ভাবছিলাম ওইটার

কথা আর হটাৎ করে একটা প্রাইভেট কার

এসে ধাক্কা দিতে গেলেই আমি লাফ দিয়ে

উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পরি।জানতামনা

ব্যাট বলের মত এত ভাল টাইমিং পাব লাফ

দিতে।

>ওই তুমিনা গতকাল আমার কথা

শুনোনাই???(ভিজা চোখ মুছে)

>শুনেছিলাম।

>পা ভাঙ্গলে কি হত????

>তোমার পা দিয়ে হাটতাম।

>হাত ভাঙ্গলে?

>তোমার হাত আছেত।

>চোখে ময়লা ঢুকলে??

>তোমার চোখ দিয়ে দেখতাম।

>শখ কত?

>অনেক।

>আমি গেলাম।

.

.

শুভ্রর শুধু মাথাটাই ফেটেছে।আর পায়ে একটু ব্যাথা পেয়েছে।অজ্ঞান ছিল এক্সসিডেন্ট এর পর।নিঝুম যাওয়ার সময় পা উঠাতেই ব্যাথায় চিৎকার দেয়।নিঝুম দৌড়ে ছুটে আসে আবার।

.

.

>কি হইছে??(নিঝুম)

>পা ব্যাথা।(শুভ্র)

>ওহ।নড়াচড়া কইরোনা তাহলে আরো বেশি ব্যাথা পাইবা।আর তুমি আন্টিকে কি বলছো আমার সম্পর্কে?

>বলছি তুমি উনার হবু বউ

>উনি কিছু বলেনাই??

>আমি বাসার সবাইকে আগে থেকেই সব জানাই।তাই সবাই আমাকে বিশ্বাস করে।

>ওহ আচ্ছা।বাসায় গেলাম। নাহলে আম্মু টেনশন করব।

>আচ্ছা।বাই

>ওই একটা কাজ করবা??

>কি

>একটু নিচে ওইদিকে দেখোত কি আছে?

.

.

শুভ্র অন্যদিকে তাকাইতেই নিঝুম ওর গালে একটা কিস দিয়ে দৌড়ে চলে যায়।শুভ্র খুশিতে নাচতে যেয়েও পা ব্যাথায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনাই।পরেরদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় নিঝুম দেখল শুভ্র পায়ে বেন্ডিজ অবস্থায় তার বন্ধু অয়নের সাথে ফুল নিয়ে দাড়িয়ে আছে।

.

.

>ওই বাসা থেকে বের হইছো কেন??(নিঝুম)

>তোরে ফুল না দিলে উনার পা ব্যাথা ভাল হবে কিভাবে?(তানিয়া)

>মধুর মা তোমার মাথায় এত বুদ্ধি?কাল তোমাকে অবশ্যই একখানা চকলেট দিব এত বুদ্ধির জন্য।(শুভ্র)

>বাইরে বের হইতে বলছে কে??(নিঝুম রেগে)

>ফুলটা নেও।চলে যাচ্ছি

>এই অবস্থায় দেয়া লাগবে কেন? ?

>জানিনা।গতকাল রাতে ঘুম হয়নি তাই সকালে ভাবলাম ওত সুন্দর একটা চিকিৎসার জন্য আজ ফুল না দিলে খারাপ দেখায়।

>তোমাকে পিটাতে হবে।অনেক পেকেঁ গেছো।

>আচ্ছা।শমরিতা হাসপাতালে ফোন দিয়ে বলতাছি যে গতকালের বেডটা আবার বুক করতে আমার জন্য।

>ওই চুপ।

.

.

নিঝুম তানিয়া আর অয়নের সামনেই শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে।তাদের ভালবাসার দিনগুলি এভাবেই পার হচ্ছে।ভালবাসার অনুভূতিগুলো তাদের প্রতিটা মুহূর্তকেই স্বরনীয় করে রাখে।

?????? ??? ???

ওই রিকসার ভাড়াটা দে।(তানুসা)
>এইটাও আমি দেব।(আমি)
-দিতে বলছি দিবি।বড়রা যা বলতে শুনতে হয়।(তানুসা)
>এই একটা জিনিসইতো পাইছেন।বড় বলে সব কাজ
চালিয়ে নেন।(আমি)

-ওই কি বললি।(তানুসা)
>না না কিছু না ।আমি দিতেছি।(আমি)
ওহ আমাদের কথা বলা হয়নি

।আমি তাসকিন আর তানুসা
আমার কি হয় তা আমি আদৌও নিজে জানি না। তানুসা আমার
আব্বুর কলিগের মেয়ে।আর সেই ক্লাস থ্রি
থেকে একসাথে পড়ছি একই স্কুলে,একই
কলেজ,র্দুভাগ্য না সুভাগ্য জানি না একই ভার্সিটিতে
পড়েছি।ছোটবেলায় বয়সের হিসাব করতে গিয়ে
জানতে পেরেছিলাম তানুসা আমার ২ঘন্টা১৬ মিনিটের
বড়।আর এইটাই আমার বড় ভুল।উটতে বসতে ওর সব
কিছু সহ্য করা লাগে।সেই ছোটবেলা থেকেই ও
যা বলে তাই করতে হয়।কারন একটাই ও আমার বড়।
আর এখন খারাপ ও লাগে না ছোট বেলা দেকে
সহ্য হয়ে গেছে সবার সামনে তানুসা তুই বললে ও
যখন ও আর আমি তখন ওকে আপনি করে বলা
লাগে।জীবনে কোনদিন একটা প্রেম করতে
পারি নাই ওর জন্য।আর প্রেম তো দুরেই থাক
কখনও কোন মেয়ের সাথে ভাল করে কথা

বলতে পারি নাই।বুঝি না ও এমন করে কেন।ক্লাস
সিক্সের কাহিনী তখন সবে মাত্র সিক্সে উঠেছি
নতুন ক্লাস আর বেশীর ভাগই নতুন মুখ।বেশ ভাল
করে আমার মনে আছে এক চশমা পড়া মেয়ের
সাথে কথা বলছিলাম ঠিক তখনই দর্জাল মাইয়াটার
আবির্ভূত ।এসে মেয়েটার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিল।
অব্যশ দোষটা আমার।আগ বাড়িয়ে আমি মেয়েটার
সাথে কথা বলেছিলাম।মেয়েটা অনেক কিউট ছিল।
তারপর থেকে আর কারো সাথে কথা বলতে যাই
না।কারন ওই চশমা পড়া মেয়েটা।ওর সাথে কথা
বলছিলাম তাই তানুসা আমার সাথে তিন দিন কথা বলে নাই।
তাই আর কখনও ভুলেও কথা বলি নাই।কারন ও কথা না
বললে আমার খুব কষ্ট হয়।
আমরা দুই জনএখন একটা রেস্টুরেন্স এ বসা। তানুসা
কি গুরত্বপূন কথা বলবে নাকি।
>খাবারের ওডার দেন(আমি)
-তুই দে(তানুসা)
(কিছু খাবারের ওডার করলাম যা তানুসা ফেবারিট)
>তো আপনার গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন।(আমি)
-কেন এখন ই বলা লাগবে। ও আমার সাথে তো
বসে থাকা তোর ভাল লাগে না।অন্য কোন
মেয়ে হলে ঠিক এ বসে থাকতে পারতা।(তানুসা)
>এইসব কি,,,আমি কি তাই বলেছি।(আমি)
-বলবি কেন,,,,, বুঝা যায়।(তানুসা)
>হ্যা আপনি তো সব কিছু অল্প তেই বুজেন।(আমি)
-দেখ আমি ঘুরায় পেচায় বলতে পারব না ডিরেকলি
বলতেছি।(তানুসা)
> জি বলেন।(আমি)
-বাসা থেকে আমার বিয়ে ঠিক করেছে।(তানুসা)
> omg!! এ তো খুশির সংবাদ।তাই বুঝি আজ আপনি
অগ্রিম ট্রিট দিলেন।(আমি)
(আমার কথা টা শুনে মাথা টা বেক্রে গেল।কি
বলবো বুঝাতে পারছিলাম না।)
-কি???তোর খুশি লাগতেছে।ওকে তুই তোর খুশি
নিয়া থাক।(তানুসা)
রাগ কইরা রেস্টুরেন্ট থেকে চলে গেলো।
ওর ব্যাবহার দেইখা রেস্টুরেন্টের সবাই আমার দিক

তাকাই রইল
তারাতারি বিল দিয়া ওর পিছন পিছন গেলাম।
আমি যাইয়া দেখি ও রিকশা নিয়া চলে গেছে।আর কি
করার আমি ও বাসার দিক হাটা দিলাম।ভাবতেছি ও এমন কি
বলতে চাইলো।তাহলে ও কি এই বিয়েতে রাজি না
নাকি অন্য কিছু।কিছু ই ভাবতে পারছিলাম।মাথা কেমন জানি
বিগ্রে জাইতেছে।কিছু ভাবতে না পাইরে ফোন
দিলাম।কয় এক বার ফোন দেওয়ার পর ফোন রিসিভ
করল।সচারচর ফোন দেওয়ার পর ই রিসিভ করে।
>হ্যালো।(আমি)
-…….. (তানুসা)
>কি হলো।
-……
>কথা কি বলবেন???
-কি বলব।(কান্নার সুরে)
> আপনি কান্না করতেছেন কেন।
-কই।
>মিথ্যা বলেন কেন।
-কি বলবি বল।কি কারনে ফোন দিছিস।
>কেন ফোন দিতে কি কারন লাগে।
-হুমম লাগে।
>আপনি রেস্টুরেন্ট থেকে চলিয়া গেলেন
কেনো।
-তো কি করবো।আমার সিরিয়াস বিয়ে ঠিক হইছে।
আগামি শুক্রবার আমার বিয়া।আর তুই আই বেপারে
একদম সিরিয়াস না।আমি কিভাবে বলবো তোকে
কিভাবে বুজাবো।এমন একজন কে ভালবাসি যে
আমার ভালবাসা টাই বুজলো না।আমি এই বিয়েতে রাজি
না।(কান্না করতেছে উচ্চস্বরে)
>হ্যালো হ্যালো হ্যালো…….
ফোন টা কাইটা দিলো।
আমার কিছু ভাল লাগছে না ওর কথা শুইনা।মাথায় কিছু কাজ
করছে না।আমি ওকে ভিসন ভালবাসি।কিন্তু কখনও বলি
নাই।যদি ও ফিরিয়ে দেয়।কিন্তু আজ আমি জানতে
পারলাম শুধু আমি না ও আমকে ভালবাসে।ওকে ছাড়া
আমার জীবন ভাবতে পারি না।
কি করবো বুজতে পারতেছি না।একটা সিগারেট

ধরাইলাম।কি করবো ভাবতেছি।আম্মুকে সব বলবো কি না।বাসায় গেলাম।দরজা নক দিলাম।আম্মু দরজা খুললো।ভিতরে ঢুকলাম তানুসার আব্বু আম্মু বসিয়া আছে।

আমি সালাম দিলাম।আমাকে বসতে বললো।আমি বসলাম,তানুসার বিয়ে নিয়ে কথা হইছে।আঙ্কেল আমাকে তানুসার বিয়ের সব দ্বায়িত্ব দিলেন।কি করবো কিছু বুজতেছি না।

আমি আঙ্কেলের কথায় সম্মতি দিলাম।

তানুসার বাবা মা যাওয়ার পর আমি আম্মুর সাথে কথা বললাম,,,জানতে পারলাম তানুসার হবু বর খুব বড় ব্যাবসায়ী।এখন আমি স্থির হয়ে গেলাম মনে হচ্ছিলো শরীরের রক্ত চলাচল এখন এএ বন্ধ হয়ে যাবে।আমি এসব কিছু সহ্য করতে পারবো না।

তাই কাওকে না জানিয়ে চট্টগ্রাম এক বন্ধুর বাসায় চলে যাই।আর ফোন টাও সুইস অফ রাখি।শুধু চট্টগ্রাম এসে আম্মুকে একটা ফোন দিয়া বলি আমি জরুরি কাজে চট্টগ্রাম আসছি।তারপর ফোন আবার অফ করে রাখি।

আজ শুক্রবার আজ তানুসার বিয়ে। সামনে থেকে ওকে অন্যের ঘরের বউ হয়ে যেতে দেখতে পারবো না বিধায় চট্টগ্রাম চলে আসছি।মন কে অনেক বোঝানোর চেস্টা করছি কিন্তু কিছু এ ভাল লাগছে না।ভাবতে ভাবতে দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেলো।ঘুম আসবে না তাই কয় একটা ঘুমের ঔষধ ও খেয়েছি।সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে ভাল ই লাগছে।এখন খারাপ লাগার পরিমান টা কম।কারন এখন তানুসা অন্য কারো বউ।আমি একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু না।নিজের ভালবাসা নিজে টিকিয়ে রাখতে পারলাম না।এখন আর টা ভেবে লাভ কি।ফোন টা অন করতেই দেকি তানুসার নাম্বার থেকে ১০৩টা মিসকলড।মিস কল এলার্ট চালু করা।আম্মুর আছে গাদাখানিক।আঙ্কেলের আছে কিছু।কিছু খনের মধ্যে এ আম্মুর ফোন।আমি কোথায় এখন ই যেন ফরিদপুর ব্যাক করি।তাই করলাম।একটু ঝারি ও খেলাম।

কি আর করবো বাসায় আসলাম।কিন্তু আসার খানিক

বাদে যা সুনলাম তা সসুনার জন্য মমোটে ও প্রস্তুত
ছিলাম না।আম্মু বল্লল তানুসার বিয়ে হয় নাই।কথা তা
শুনে খুব আনন্দ লাগতেছে।কিন্তু মাথায় একটা খটকা
বাজলো না হওয়ার কাহীনি কি।
কিছু না বুঝে ফ্রেশ হয়ে আম্মুকে বললাম খুব
ক্ষুধা লাগছে। খাবার দিতে,,খাইতে বসলাম
।খাবার মুখে দিতে যাবো তখন কলিং বেল টা
বাজলো।আম্মু দরজা খোলার সাথে জা দেখলাম
আমি পুরাই শক।তানুসা আমার বাসায় আসছে।
আর সব থেকে বড়ো কথা তানুসা কে দেখে
আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না।কারন বেসম্ভব
সুন্দর লাগছিল।কমলা রং এর একটা থ্রিপিছ ল,হাল্কা কমলা
রং এর লিপিস্টিক ঠোটে, ছোট হালকা একাটা কমলা রং
টিপ আর চুল গুলো ছাড়া।আমি খাওয়া বাদ দিয়ে তাকিয়ে
আছি।কিন্তু ও আমার দিকে মাত্র একবার এ তাকাইছে।
তাও আবার রাগি লুক নিয়া মনে আমকে খেয়ে ই
ফেলবে।আম্মু র পিছন পিছন চলে গেল।মনে হয়
আমকে চিনেই না।
খুব ক্ষুধা লাগছে তাই হাল্কা খেয়ে রুমে গেলাম।
অনকে ক্লান্ত। হঠাৎ মহারাণী দেখি আমার রুমে
আগমন। রুমে ঢুকে দরজা নক করে দিলো।আমি
তো ভয় এ পাইয়া গেলাম।
>এই এই কি করছেন।দরজা কেন নক করলেন।
(আমি)
-.....(তানুসা)।
কোন উত্তর নাই
আমার বিছান আসলো।আমি তো অবাক।একাটা বালিস
নিলো।আর আমকে ইচ্ছা মতো মারলো।
এবার দেখলাম কান্না ও করতেছে।বাহ বাহ কি সুন্দর
মাইরা ও জিতে কাইন্দা ও।মনে মনে বললাম।আমকে
একটু উত্তম মধ্যম দিয়া রুম থেকে বের হইয়া
গেলো।কিন্তু আমার সাথে একটা কথা ও বলল ও না।
আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম শরীর খুব ক্লান্ত থাকার
কারনে।
ঘুম থেকে কেন জানি এমনিতেই খুব ভাল লাগছে।
আম্মু আম্মু বলে ডাকলাম কিন্তু কোন সাড়া পেলাম
না।ড্রইং রুমে টিভির আওয়ায পেয়ে গেলাম

দেকলাম তানুসা সিরিয়াল দেখছে।আমি নিজে
থেকেই বললাম আম্মু কোথায়।কিন্তু কোন উওর
নেই।আবার ও বললাম আম্মু কোথায়।কোন উওর
নেই।তারপর রুমে সব জাগায় খুজালাম কিন্তু কোথাও
পেলাম না।অবশেষে এ টিভির সামনে বসলাম।
সিরিয়াল চলতেছে তাই ই দেখতেছি।গাঁ
জ্বলতেছে তবুও দেখতেছি।এবার তানুসাকে
বললাম,,,,,
> আমার সাথে কথা বলতে কি সমস্যা??
-.....(কোন উওর নাই)।
>কি হলো।
-.....
>কথা বলিস কেন।(একটু ঝারি দিয়ে।আগে কখনও
এভাবে ঝারি দেই নাই র তুই করে ও বলে
ফেললাম।)
আমার দিক কেমন ভাবে তাকালো তারপর উঠে
এসে আমার টিশার্ট এর কলার টান দিয়ে বল্লল
-যখন আমাকে একা রেখে চলে গেছিলি তখন
আমার কথা মনে ছিলো।
(মেয়ে মানুষ কিছু পারুক আর না পারুক চখের পানি
অটোমেটিক ছাইরা দিতে একটু ও লেট হয় না।)
কাইন্দা কাইন্দা আরও অনেক কিছু বলল।
তারপর বেলকোনিতে চইলা গেলো।একটু পর
আমিও গেলাম দেখলাম চোখের জলে বন্যা বানিয়া
ফেলছে।পিছন থেকে যেয়ে যরিয়ে ধরলাম।
কিছু বল্ল না।শুধু কান্না করতেছে। আমি সরি বললাম
কিন্তু হচ্ছে না। আমি সামনে থেকে আপানার বিয়ে
সহ্য ককরতে পারবো না তাই চট্টগ্রাম চলে
গেছিলাম।কিন্তু চুপ,,,এইবার কান ধইরা সরি বললাম।
কিছুক্ষন পর তানুসা আমকে জরিয়ে ধরলো।
-অনেক ভালবাসি তোকে।(তানুসা)
>আমিও।(একটা জিনিস দেখছেন মাইয়া মানুষ কান্না দ্বারা
সব কিছু সমাধান করতে পারে)।
-এখন থেকে তুমি করে বলবা।
>না। আপনি করে বলবো।
-কিহহহ??
>না কিছু না।

-কি বল্লা??

>তুমি করে বলবো।আচ্ছা আগে বলো তোমার বিয়ে ভাঙ্গল কেমনে।

-ভাঙ্গে নাই। ভাঙ্গাইয়া দিছে।

>মানে কি??

-যেই ছেলের সাথে বিয়ের কথা সেই ছেলে তার গার্লফ্রেন্ড নিয়া পালাইছে।

>হা হা হা হা হা হা হা।

-……..(ধাপ করে একটা হাপ্পর দিল মুখে।)

>……..(গালে হাত চুপ)

-যদি বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে এতক্ষনে আমার লাশ পাইতা।

(তানুসার মুখ চাপ দিয়ে ধরলাম।)

>এরকম কথা আর কখনও বলবা না।

(এরপর জরিয়ে ধরে আলতো করে একটা কপালে চুমু দিলাম।)

>আচ্ছা চলো অনেক কাজ।

-কি কাজ???

>তোমার বাবাকে আমদের বিষয়ে বলতে হবে।

-তা আর বলতে হবে না।তা অনেক আগেই হয়ে গেছে।

>কেমনে কি???

-আমার শাশুড়ি মা আব্বুর সাথে সব কথা পাঁকা কর ফেলেছে।

>…….(আকাশ থেকে পরলাম)

আমার আম্মু তো থ্রিজি আর বউ তো ফ্রোরজি আমিই টুজি রইয়া গেলাম।

???? ??? ??

এই উঠো, আরিশাকে স্কুলে নিতে যেতে হবে। (জান্নাত)

:- উঁ... (আমি)

:- উঠো না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, মেডামের বকা তো তুমি খাবে না, আরিশাকেই খেতে হবে।

:- কি হয়েছে? এমন করছো কেন? একটু শান্তি মতো ঘুমাতে দাও না।

:- আর কতক্ষণ ঘুমাবে ৭টা বেজে গেছে ৮টা থেকে আরিশার ক্লাস শুরু হবে, উঠো তুমি।

:- আজকে যেতে পারবো না, আমার খুব ঘুম ধরছে, আমি ঘুমাবো।

:- যেতে পারবে না?

:- নাআআআমমমম...

:- যাবে না তো...?

:- ...!!

:- কি হলো উঠো?

:- ও আজকে বাসায় থাকুক, ওকেও যেতে হবে না।

:- কি বললে তুমি? আরিশা আজকে বাসায় থাকবে? তোমার এমন করারর কারণে এখন ওকে পড়তেও বসানো যায় না। উঠো! নাহলে কিন্তু ভালো হবে না?

:- ...!

:- উঠবে না তুমি?

:- ...!

:- আবার ঘুমিয়ে গেছ? তোমাকে কিভাবে উঠাতে হয় আমার খুব ভালো করে জানা আছে, দাড়াও?

:- উহ্,

:- উঠবে না?

:- উঠছি তো ছাড়া? আহহহ্ লাগছে,

:- লাগুক, আমার কথা শুনবে না তো, এটাই তোমার শাস্তি, এবার শুয়ে থাকো।

:- উঠতেছি তো, ছাড়ো না।

:- নাহ্, তুমি উঠো তারপর ছাড়বো।

:- উফ্, লাগছে, তোমার এই অভ্যাসটা কখনো যাবে না?

:- চলেই তো গেছে, এখন তুমি আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছো। এখন নামো...!

:- নামতেছি তো, ছাড়ো তুমি, খুব ব্যথা লাগছে।

:- ছাড়বো, আগে তুমি নামো?

:- নামলাম, এবার তো ছাড়বে কি না?

:- কানে ধরো,

:- কি...? আহ্, ধরছি তো।

:- বলো আর কখনো এমন করবে না?

:- কেমন? উহ্, আর কখনো করবো না।

:- প্রতিদিন, আমি বলার আগেই আরিশাকে স্কুল দিয়ে আসবে?

:- আসবো, আসবো, ছাআআআআরো না।

:- ওকে, ছাড়লাম।

:- তোমার মতো এমন বউ আমি আর দেখিনি? এভাবে চিমটি কাটা তোমায় কে শিখিয়েছে? একবার ধরলে ছাড়তে চাও না।

:- আমার বর,

:- আমি কেন তোমাকে শিখাতে যাবো? তারও আমাকে ধরছো।

:- তুমি কি আমার বর নাকি?

:- তাহলে আমি তোমার কি?

:- তোমায় কেন বলব?

:- আমায় বলবে না তো কাকে বলবে?

:- কাউকে না।

:- বলো…

:- না, তোমায় বলবে যাবে কেন আমি?

:- বলবে না।

:- নাহ্,

:- ওকে, আমিও আরিশাকে স্কুলে নিচ্ছি না।

:- কি?

:- তাহলে বলো,

:- না, বলবো না।

:- ঠিক আছে বলতে হবে না।

:- বলছি তো,

:- বলো,

:- আমার বেঁচে থাকার হৃদয় স্পন্দন, আমার কলিজা।

:- তাই বুঝি,

:- হুম

:- তো এগুলো বুঝি একবারে জড়িয়ে ধরে বলতে হয়?

:- হুম হয়।

:- কেন?

:- কারণ এই জড়িয়ে ধরার মধ্যে যে ভালোবাসার গভীরতা লুকিয়ে থাকে তা বুঝা যায়।

:- ও আচ্ছা, কিন্তু ভালোবাসার গভীরতা কেমন হয়?

:- তোমার মাথার মতো হয়। পাগল কি সব প্রশ্ন করছে যেন আমি গবেষক গবেষণা করে দেখেছি।

:- সেটাই তো, তো এখন কি ছাড়া যাবে?

:- নাহ্,

:- ভালোবাসার গভীরতা এখনও বুঝা শেষ হয়নি?

:- ওকে ছেড়ে দিচ্ছি….

:- উঁহু, কোথায় যাচ্ছো?

:- আম্মু আমি রেডি…. (আরিশা)

.

আরিশা আসার সাথে সাথে জান্নাতকে ছেড়ে দিলাম, মেয়েটা যে ফাকনা ফাকনা কথা বলে, তখনই আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো?

.

:- পাপ্পা তোমরা কি করছিলে? (আরিশা)

:- কিছু না পাপ্পা? তোমার আম্মু আমাকে… উহ্.. (জান্নাত চিমটি কাটলো) আরে ও জানতে চাইছে বলতে হবে না ওকে।

:- কি বলবে? ওকে কিছু বলতে হবে না? আরিশা তুমি হোকওয়ার্কটা আরেকবার ভালো করে দেখে নাও পাপ্পা রেডি হয়ে আসছে,(জান্নাত)

:- সব ঠিক আছে তো, পাপ্পা বলো না তুমি।

:- আচ্ছা বলছি, তুমি যেমন ভয় পেলে পাপ্পাকে জড়িয়ে ধরো, তোমার আম্মুও ভয়ে পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

:- আম্মু তুমি ভয় পেয়েছো?

:- হুম, (জান্নাত)

:- কেন? এখন তো সকাল, এখন তো ভূল থাকে না। তাহলে তুমি কেন ভয় পেয়েছো?

:- আরিশা তুমি যেমন তেলাপোকা ভয় পাও, তেমনি তোমার আম্মুও তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়েছে। এখন তুমি যাও, পাপ্পা ফ্রেশ হয়ে আসছি (আমি)

:- আচ্ছা…. (আরিশা)

.

জান্নাত আমাকে আবার বকার জন্য আঁটি আঁকতেছিলো তখন আমি ওর মুখটা চেপে ধরে বললাম।

.

“আমি তোমার মত বোকা না, যে আরিশাকে বকা দিয়ে চুপ করিয়ে দিবো, ভালোবাসার গভীরতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, ও বুঝেও গেছে। আমার মেয়ে না”

.

:- উঁ… মিথ্যা বলে বুঝিয়ে দিছে।

:- তো সত্যিটা বললে তুমি আমাকে আস্ত রাখতে নাকি?

:- এখন যাও তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নাও, আরিশার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

:- ওকেয়……!

.

.

সময় বেশি নেই তাই তাড়াতাড়ি করে রেডি হতে লাগলাম। দেরি হলে আবার জান্নাতের চিমটি খেতে হবে। জানি না কিভাবে ওর পুরোনো অভ্যাসটা আবার জেগে উঠেছে। ওর সাথে রিলেশন হওয়ার পর থেকেই চিমটি খেয়ে আসতেছি।

.

:- কি করছো তুমি তাড়াতাড়ি করো না।

:- এইতো আসতেছি তুমি নাস্তা রেডি করো।

:- তাড়াতাড়ি আসো।

.

তাড়াহুড়া করে রেডি হয়ে, জান্নাত আর আরিশার সামনে গেলাম।

.

:- আমি রেডি (আমি)

:- হুম হা হা হা… (জান্নাত)

:- হাসছো কেন?

:- আয়নায় সামনে থেকে হেটে আসো যাও.

:- কি হয়েছে?

.

এ বলে তাকাতেই দেখি আমি টি-শার্টটা উল্টা পড়েছি। ওদের হাসি বন্ধ করতে একটু রাগের ভাব নিলাম।

.

:- পাপ্পা চলো তোমার লেট হয়ে যাচ্ছে। (আমি)

:- নাস্তা করে নাও, তারপর যাও। (জান্নাত)

:- না, নাস্তা এসে করবো।

:- কেন পাপ্পা তুমি নাস্তা করে নাও না?

:- হুম নাস্তা করে নাও, (জান্নাত)

:- বললাম তো এসে করবো।

:- আরিশা তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো পাপ্পা আসতেছে। (জান্নাত)

:- আচ্ছা,

.

আরিশা বের হতেই জান্নাত আমার কাছে এসে কলার ধরে বলে।

.

:- কি হয়েছে হুঁ, রাগ করতেছো কেন? মাইর চিনো। মাইর দিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিবো।

:- তোমার কাছে কি মাইর ছাড়া আর কিছু নেই? সারাক্ষণ মাইর মাইর করো কেন?

:- তোমার মাইর দেয়াই উচিত, টি-শার্টটা উল্টা পড়েছো তুমি আর আমরা হাসলে তাতে দোষ হু, হা করো?

:- কেন?

:- তোমাকে হা করতে বলছি তো।

:- হাআআআ..

.

জান্নাত নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এদিক দিয়ে আরিশার স্কুলের লেট হয়ে যাচ্ছে।

.

:- হয়েছে, আর খাবো না, চললাম। (আমি)

:- পানি খেয়ে নাও না।

:- আচ্ছা আসি.

:- সাবধানে যেও।

:- ঠিক আছে।

.

পানিটুকু গেছেই বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আরিশার স্কুল যেতে লাগে ১৫ মিনিট কিন্তু আমার হাতে আছে মাত্র ৮মিনিট। তাড়াতাড়ি না যেতে পারলে আরিশাকে মিসের কাছে বকা শুনতে হবে।

.

:- সরি পাপ্পা আজকে লেট হয়ে গেল। (আমি)

:- ইটস ওকে পাপ্পা, আমি সব দেখেছি।

:- তাই... কি দেখেছো?

:- আমি তোমার টি-শার্টের কলার ধরে তারপর আমার মতো করে খাইয়ে দিলো।

:- তাই পাপ্পা..

:- হুম... কিন্তু আমার খেতে ভালো লাগে না তাও আম্মু জোর করে খাইয়ে দেয়।

:- আম্মু তোমাকে খুব ভালোবাসে তো তাই জোর করে খাইয়ে দেয়। না হলে যে আমার আরিশা আম্মুটা বড় হবে না।

:- কেন আমি তো এখন অনেক বড়, হাটতে পারি দৌড়াতে পারি, খেলতেও পারি। স্কুলের ব্যাগ কাদে নিতে পারি।

:- তাই তো, আমার আরিশা আম্মুটা তো অনেক বড়। কিন্তু তোমাকে তো পাপ্পার সমান বড় হতে হবে। না খেলে তো বড় হতে পারবে না।

:- তুমিও আম্মুর মতো কথা বলো।

:- এই যা, জ্যাম! এখন কি হবে? এমনিতে লেট হলো তার উপর জ্যাম পড়ল।

:- পাপ্পা!

:- বলো পাপ্পা।

:- আমি আজকে স্কুল যাবো না।

:- কেন? স্কুল না গেলে আম্মু বকবে তো।

:- না পাপ্পা আজকে স্কুল যাবো না।

:- আরিশা মিস তোমাকে খুব বকবে তখন তোমাকে কান্না করতে হবে। বাসায় গেলে আম্মুও বকবে।

:- লেট করে গেলে মিস আরও বেশি বকে, আম্মুকে বকলে তো তুমি আম্মুকে বকা দিবে।

.

কিচ্ছু করার নেই আরিশার বায়নার সাথে জ্যামও বায়নায় ধরেছে আজকে আর ছুটবে না বলে। কিন্তু এখন যদি বাসায় যাই জান্নাত আমাকে আস্ত রাখবে না। সকাল থেকে যুদ্ধ করে আমাকে ঘুম থেকে উঠালো, তারপর কতো সুন্দর খাইয়ে দিলো। আর আমি আরিশাকে নিয়ে বাসায় ঢুকলে, হাতে যেটা থাকে তা দিয়েই মার দেয়া শুরু করবে। তাই আরিশাকে নিয়ে সোজা শপিংমলে চলে গেলাম। এত্তগুলা খেলনা, পুতুল কিনে দিলাম ওকে, তারপর বাসার দিকে রওনা দিলাম একদম বরাবর আরিশার স্কুলের ছুটির সময় করে।

.

:- আচ্ছা আম্মু যদি পাপ্পাকে বকে তখন আম্মুকে পাপ্পা কি বলবো ? (আমি)

:- একদম সহজ, বলবে আমাকে স্কুলে দিয়ে তুমি এগুলো কিনতে গেছ?

:- আরিশা তোমাকে এসব মিথ্যা বলা কে শিখিয়েছে? (একটু রেগে বললাম)

:- নিশা, মনিকা এরাও তো মিসকে অনেক মিথ্যে কথা বলে।

:- তাই বলেও তুমিও বলবে? ওরা তো পচা তাই মিথ্যে বলে তুমি কি পচা?

:- না আমি ভালো।

:- তাহলে আর কখনো মিথ্যা বলবে না।

:- ওকেয়..

:- পাপ্পাকে প্রমিস করো।

:- প্রমিস।

:- বাসায় গিয়ে আম্মুকে কিছু বলবে না। চুপচাপ থাকবে কেমন?

:- ওকে পাপ্পা।

.

তারপর আর কি? মনে এক গাধা ভয় নিয়ে বাসায় আসলাম। ভাবছিলাম জান্নাত কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু আরিশার হাতে খেলনা দেখে বুঝে গেছে যে আমি আরিশাকে আজ স্কুল নিয়ে যাইনি। আল্লাহ জানে আমার কপালে কি আছে আজকে?

.

"এই যা, আমার দিকেই তো আসছে, মুখটা একবারে দৈত্যের মতো করে রেখেছে। আমাকে আজকে আস্ত গিলে খাবে"

.

:- দাড়াও, পিছনের দিকে যাচ্ছো কেন? (জান্নাত)

:- ...! (চুপ করে দাড়িয়ে গেলাম)

:- তুমি আজকেও আরিশাকে স্কুল নিয়ে যাওনি। তোমার কি মেয়েটাকে নিয়ে একটুও ভাবনায় নেই। এভাবে ওকে রাই দিলে তো মাথা চড়ে বসবে। এমনিতে ওকে খুব কষ্ট করে পড়াতে হয়। তার উপর তুমি ওকে সব সময় আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছো। এরপর আর কোনোদিন যদি তুমি এমনটা করো তো আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না।

:- মানে...!

:- মানে টানে করো না, তুমি আরিশাকে নিয়ে না ভাবতে পারো কিন্তু আমি আরিশাকে নিয়ে ভাবি। দিন দিন ওর পড়ালেখা পিছিয়ে যাচ্ছে তাও তোমার কারণে, আমি ওকে যতই শাসন করি তুমি ততই ওকে আদর দাও।

:- সব সময় শাসন করলে হয় না। বাচ্চাদের সুন্দর করে বুঝাতে হয়।

:- আমি ওকে শাসনও করি আদরও করি। তোমার মতো সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে চলি।

:- আজকে এমনিতে লেট হয়ে গেছে তার উপর রাস্তায় জ্যাম, সহজে ছুটছেছিলো না, আরিশাও বলছে আজকে স্কুল যাবে না। তাই তো..

:- চুপ করো.. আমার কথাই শেষ কথা, তুমি আর কোনোদিন এমন করলে আমি বাবার বাড়ি চলে যাবো ওকে নিয়ে।

:- ঠিক আছে, ঠিক আছে, এতো রাগ করতে হবে না। ঘামিয়ে গেছি দেখছো না? ঘামটা মুছে দাও।

.

জান্নাত আমার সাথে যতটা রাগ করে তার থেকে অনেক বেশি আমার কেয়ার করে। ঘামটা মুছে দিতে বলতেই শরীর আঁচল দিয়ে কপালের ঘামগুলো মুছে দিলো। মুছা শেষ গাল ফুলিয়ে রান্না ঘরে ঘরে চলে গেল। আমিও একটু পর রান্না ঘরে গেলাম।

.

:- জান্নাত আজকে বিকালে একটু সাঁজগোজ করবে? (আমি)

.

জান্নাত এমনিতেই অনেক সুন্দর, সাঁজলে আরও বেশি সুন্দর লাগে। আমার কথাটা শুনে ভ্রু কুচকে আমার দিকে তাকালো। আমিও এই প্রত্যাশায় রইলাম 'হ্যাঁ' শব্দটি শুনার জন্য। কিন্তু না?

.

:- কেন? (জান্নাত)

:- এমনিতেই. (আমি)

:- আমি এমনিতে সাঁজতে পারবো না।

:- এমনিতে না তো, তোমায় অনেকদিন সাঁজতে দেখি না তো, আজকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।

:- এতো দেখা লাগবে না। এমনিতে দেখছো না? সাঁজার কি আছে?

:- এমনিতে তো দেখি কিন্তু আজকে একটু অন্যরকম দেখতে ইচ্ছে করছে যে?

:- হইচে যাও যাও.. আজকে একবারে ভালোবাসার সাগরে জোয়ার উঠে গেছে।

.

“এমন গাড় ত্যাড়া বউ আমি আর কখনো দেখিনি। একটু ভালোবাসার কথা বলতে গেলেও সেটাকে ঘুরিয়ে এভারেষ্ট বানিয়ে দিবে। ধুর..! ভালো লাগে না।”

.

খাওয়া দাওয়া শেষে তিনজনই রুমে এসে খাটের সাথে হেলান দিয়ে টিভি দেখতেছিলাম। আরিশা টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেছে। আমারও আস্তে আস্তে চোখ লেগে আসছে, আমিও ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। প্রায় ঘুমিয়ে গেছি, একটুপরই জান্নাত উঠে গেছে। কিছু বলিনি ভাবছি হয়ত বাথরুমে যাবে। হুম যা ভাবলাম তাই হলো, বাথরুমে গেল। তারপর দেখি মুখ মুছতে মুছতে একবারে আয়নার সামনে এসে বসলো। “ওমা জান্নাত তো দেখতেছি সাঁজতে বসেছে” মেয়েটাও না সত্যি পারে, আমাকে বলেছে পারবে না সাঁজতে এখন দেখি সাঁজতে বসলো। যাইহোক আমিও কিছু বলছি না দেখি কি হয়। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেছে কিনা দেখছে।

.

“উঁহু আমিও কম না, ও তাকাতেই চোখ একবারে বন্ধ করে ফেলি। কে দেখছে? আমি তো ঘুমাচ্ছি? দেখবো কিভাবে?”

.

জান্নাত শাড়ি পড়তেছে, “আরিফ কুল নিজেকে শান্ত রাখ, স্থির থাকো, উঁহুঁ এখন দেখা যাবে না।” খুব কষ্টে নিজেকে ঠিক রাখলাম, এতক্ষণে শাড়ি পড়া শেষ হয়ত? তবুও তাকালাম না। “ওমা আমার শরীর কাঁপছে কেন? ভূমিকম্প শুরু হলো না তো?” না তো ভূমিকম্প তো হচ্ছে না। আমার কাধে হাতের স্পর্শ পাচ্ছি। কারণ জান্নাত হাত দিয়ে নাড়ছে। এখন ডাকছেও...

.

:- এই উঠো.. (জান্নাত)

:- কি....? (চোখ খুলে ওর দিকে তাকাতেই ও সোজা হয়ে দাড়িয়ে গেল)

:- কেমন লাগছে?

:- বলেছিলে না সাঁজতে পারবে না?

:- সারপ্রাইজ!

.

শোয়া থেকে উঠে ওর দিকে যেতেই আমার বুকে হাত দিয়ে বলে...

.

:- উঁহুঁ ছোঁয়া যাবে না, শুধু দেখবে বলেছিলে?

:- কি?

:- জ্বি, এখন বলো কেমন লাগছে আমাকে?

:- খুব সুন্দর লাগছে আম্মু (আরিশা)

.

আমি বলার আগেই আরিশা বলে দিলো, আমি বলার চাঞ্জই পেলাম না। আমাকে যেহেতু জান্নাত সারপ্রাইজ দিলো (যদিও আগেই দেখে গেছি) তাহলে আমিও তো ওকে সারপ্রাইজ দেয়া দরকার।

.

:- আরিশাকে সুন্দর করে সাঁজাও.. আমি পাঁচ মিনিটে আসছি।

:- কেন?

:- বলবো, তুমি আরিশাকে সুন্দর করে রেডি করো।

.

আমিও রেডি হতে চলে গেলাম, রেডি হয়ে এসে..

.

:- হয়েছে? (আমি)

:- হুমম... এই হয়েছে? এবার বলো কি সারপ্রাইজ (জান্নাত)

:- আমরা সবাই এখন বাইরে যাবো ঘুরতে,

:- ইয়াহু, আজকে আবার ঘুরতে যাবো অনেক মজা হবে। আই লাভ ইউ পাপ্পা, উম্মাহ্।

.

আরিশার কান্ডটা দেখে আমি জান্নাত দু'জনই অবাক হলাম। কারণ বিয়ের আগে জান্নাতকে নিয়ে ঘুরতে যাবো বলার পর ঠিক একি ভাবে জান্নাত আমাকে কিস করেছিলো। আর আজকে আমাদের ছোট্ট আরিশা আমাকে কিস করলো। তিনজন সারাবিকাল ঘুরাঘুরি করলাম সন্ধ্যার দিকে গেলাম শপিং করবে বললো জান্নাত কিন্তু ওকে নিয়ে শপিং করতে গেলে যে সময়টা ব্যয় হয় সেই সময়ে আমি এভারেষ্ট জয় করতে পারবো।

.

:- কি হলো তুমি দাড়িয়ে আছো কেন? (জান্নাত)

:- আমি পারবো না তোমাদের সাথে হাটতে, তোমরা কি কি নিবে নিয়ে আসো আমি এখানে আছি।

:- আসো না পাপ্পা, আর একটুই তো?

:- না পাপ্পা, তোমার আম্মুর সাথে আমি হাটতে পারবো না। পাপ্পার পা ব্যথা হয়ে যাবে।

:- ওকে আরিশা চলো আমাদের সাথে কেউ আসতে হবে না আমরা একাই পারবো।

.

জান্নাত আরিশাকে নিয়ে পুরা শপিংমল ঘুরতেছে, আর আমি বসে বসে ওকে নিয়েই কল্পনায় হারালাম।

.

:- তোর কপালে কোনো ছেলে জুটবে না? যেভাবে চিমটি কাটিস? প্রথম দিনই ভাগবে? (আনিকা)

:- ঠিক বলেছিস, ওর কপালে বয়ফ্রেন্ড নাই। (সিনথি)

:- জুটবে জুটবে, চোখের ইশারায় পটিয়ে পেলবো না। (জান্নাত)

:- হুম, পারবি ঠিক কিন্তু টিকবে না। (আনিকা)

:- ওকে তোদের দেখিয়ে দিবো।

:- ওকে আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (আনিকা

:- একমাসের মধ্যে দেখাবো, আর সে আমার চিমটি সহ্য করে থাকবে দেখিস।

:- ওকে ওকে দেখবো। (সিনথি)

.

বেশ কিছুদিন ধরে আমার চোখে একটা মেয়ে পড়তেছিলো খুবই সুন্দর, হাসলে মুখে টোল পড়ে। টোল পড়ার কারণে হাসিটা আরও বেশি সুন্দরে রুপ নেয়। মেয়েটাতে দেখলেই ওর পিছে পিছে যেতে ইচ্ছে করে, যেতামও কিন্তু মেয়েটা কোনোদিন পিছন ফিরেও তাকায়নি। একদিন ওর মেয়েটার পিছে পিছে যাচ্ছি তারপর হঠাৎ করেই যা হলো তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না..

.

:- এই দাড়ান!

:- জ্বি.. আমাকে বলছেন?

:- শুনুন বাংলা সিনেমার মতো অভিনয় করতে পারবো না। প্রতিদিন পিছন পিছন আসেন কেন? ভালোবাসেন! তাহলে বলে পেলেন।

:- না মানে?

:- কি মানে মানে করছেন? যা বলার সোজাসুজি বলতে বলেছি।

:- জ্বি....

:- জ্বি কি?

:- ভালোবাসি!

:- চিমটি খেতে পারবেন?

:- মানে? কিসের চিমটি।

:- কাছে আসেন.

:- আহহহ্!

:- এইটাতে বলে চিমটি খেতে পারবেন।

:- উহু, কেন?

:- আমাকে ভালোবাসলে প্রতিদিন চিমটি খেতে হবে পারবেন তো। না হলে আমি গেলাম। (বলেই মেয়েটা হাটা দিলো, একটু দূর যেতেই হ্যা বলে দিলাম)

:- পাররররবো!

.

আবার আমার কাছে আসলো, চিমটি কেটে বললো।

.

:- গুড বয়, কাল আমাদের ভার্সিটি যেতে হবে। সকাল দশটায় আমাকে এসে নিয়ে যাবে।

:- কেন? আহহহ্....

:- আমি বলেছি যে শুনতে পাওনি।

:- ওকে আসবো। কিন্তু আপনার নামটা?

:- প্রতিদিন পিছে পিছে ঘুরো আর নামই জানো না। আমার নাম জান্নাত, এখানে থাকি, ঐ যে ওটা আমাদের বাসা, অনার্স ১ম বর্ষ। আর কিছু?

:- আমি আরিফ, গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট, ঐ যে মোড়ে আমাদের বাসা, নাম্বারটা দিবে?

:- ০১৭********, ওকে যাই কাল দেখা হচ্ছে।

:- বাই...

:- বাই..

.

ও যেমন সুন্দর তেমনি ওর নামটাও খুব সুন্দর জান্নাত, রাতে কল দিয়েছিলাম, "হাই, হ্যালো, কেমন আছো? বলেই রেখে দিলো" পরেরদিন সকালে ওদের বাসার সামনে গিয়ে কল দিলাম।

.

:- আমি নিচে, আসো! (আমি)

:- একমিনিট আসছি।

.

একমিনিট পরই আসলো।

.

:- কখন আসছো? (জান্নাত)

:- এই তো মাত্র,

:- আচ্ছা চলো চলো।

:- হেটে যাবে নাকি?

:- ওহ্ সরি, রিক্সা ডাকো!

:- তোমার এতো তাড়াহুড়া কেন?

:- কই কিসের তাড়াহুড়া?

.

কথা বাড়ালাম না, ওর ব্যবহার খুব একটা ভালো মনে হচ্ছিল না। তারপরও ওর সাথে ভার্সিটি গেলাম।

.

:- এই আনিকা দাড়া! চলো চলো!

.

মেয়ে দুইটার কাছে নিয়ে গেল।

.

:- এটা আনিকা,

:- হ্যালো।

:- আর এটা সিনথি আমার ফ্রেন্ড।

:- হ্যালো।

:- দোস্ত বয়ফ্রেন্ড আরিফ, জোশ না? পারলাম তো?

:- হুম, পেরেছিস। তো আরিফ সাহেব আপনার কি চিমটি খাওয়ার অভ্যাস আছে নাকি?

:- আর তা হবে না কেন? আমার বয়ফ্রেন্ড না।

:- দেখিস, পরে যেন না পালায়।

.

ওদের কথা বুঝতেছিলাম না, ওদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসি দিচ্ছিলাম। ওরা যাওয়ার পরই জান্নাতকে জিজ্ঞেস করলাম কি পারলো সে?

.

:- ওদের যে বললে কি পারছো কি তা?

:- আরে, ওরা বলছিল আমার নাকি কখনো বয়ফ্রেন্ড হবে না। তাই একমাসের আগেই তোমাকে ওদের দেখালাম।

:- আমাকে নিয়ে বাজি! সরি, আমি পারবো না তোমার সাথে রিলেশনে থাকতে।

.

কথাটা বলে নিজের মতো করে হাটা শুরু করলাম, কারণ জান্নাত বান্ধবীদের সাথে জেদ করেই রিলেশনে আসছে যখন তখন রিলেশনটা শেষ হয়ে যেতে পারে তাই আমি চলে আসছিলাম।

.

:- আরে তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি সত্যি কোনো বাজি ধরিনি, ওদের শুধু দেখালাম যে, আমার একমাসের মধ্যে বয়ফ্রেন্ড হবে। আমি সত্যি তোমায় ভালোবাসি।

:- যে রিলেশন তুমি বাজি ধরে করেছো সেটা কখনো টিকবে না।

:- উফ্ আমি বাজি ধরিনি, কেন বুঝো না তুমি? ওকে তুমি বলো আমি কি করলে বিশ্বাস করবে আমি তোমাকে ভালোবাসি?

:- আমায় এখন বিয়ে করতে পারবে?

:- পারবো।

:- ভেবে বলো?

:- বললাম তো তুমি যদি বলো এখনি তাহলে আমি এখনি বিয়ে করবো. (অনেকটা কান্নার ভাব নিয়ে)

.

জানি মেয়েদের চোখের পানি যখন তখন চলে আসে, তারা যখন চায় তখনি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। কিন্তু জান্নাতের কান্না সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে না। ওর চোখ বলে দিচ্ছে আমায় কতটা ভালোবাসে।তখন আর কোনো রাহ না দেখিয়ে জান্নাতকে বললাম।

.

:- আমি জবের জন্য এপ্লাই করেছি জব হলেই আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

:- ঠিক আছে..

.

কথাটা বলা দু'মাসের মধ্যে একটা বড় প্রাইভেট কোম্পানীর জব হয়ে গেল। সাথে সাথে জান্নাতকে জানালাম।

.

:- আমার জব হয়ে গেছে? (আমি)

:- সত্যি?

:- হুম সত্যি... আহহহ্, কি হলো চিমটি কাটলে কেন?

:- না আমলে স্বপ্ন নাকি সত্যি তা দেখছিলাম।

:- সেটা তো নিজেকে নিজের কাটতে হয়। তুমি তো আমাকে কাটলে।

:- ও সরি... আচ্ছা তুমি আমাকে চিমটি কাটো তো।

:- কেন?

:- সত্যি কিনা দেখতে হবে না।

:- আআআআউস, এতো জোরে কাটতে হয়।

:- বেশি জোরে হয়ে গেছে, ওকে সরি।

:- না পাগল।

:- চলো বিয়ে করে ফেলি।

:- এখন?

:- হুম!

:- মাত্র তো জব হলো।

:- তাতে কি হয়েছে?

:- না, কিছু হয়নি।

:- তুমি কখন করতে চাও?

:- ২বছর পর...

:- দু'বছর কি কবরে?

:- তোমার সাথে জমিয়ে প্রেম করবো।

:- তার আগে যদি অন্য কারও হয়ে যাই?

:- গলা টিপে মেরে ফেলবো না।

:- ওরে বাবা কি বলো?

:- হুম।

.

:- আমাদের হয়ে গেছে, চলো বিল দিবে? (জান্নাত)

.

বাহ্, এক কল্পনাতেই ওদের শপিং করা শেষ। আসলে সুন্দর মুহূর্তগুলো সব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ওকে নিয়ে ভাবছি আর ওর শপিংও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। শপিং শেষেই বাইরে আসতেই, রাস্তার ওপাশে জান্নাত আইসক্রিমশপ দেখতে পেল।

.

:- ঐ খুব গরম লাগছে আইসক্রিম খাবো। (জান্নাত)

:- মাত্র এসি থেকে বের হলে, বলছো গরম লাগছে।

:- পাপ্পা এসি থেকে বের হলে তো গরমই লাগে। (আরিশা)

:- তাই তো… তুমি খাবে পাপ্পা? (আমি)

:- খাবো তো, তাড়াতাড়ি আনো (আরিশা)

:- আচ্ছা যাচ্ছি.

:- আমি বলায়, কতো এক্সকিউজ দেখাচ্ছে আর মেয়ে বলতেই আচ্ছা যাচ্ছি।

:- আমার পাপ্পা তো খুব ভালো। (আরিশা)

:- শুনেছো তো, কি বলেছে?

:- শুনেছি শুনেছি এখন যাও আইসক্রিম আনো।

.

আইসক্রিম নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, তখনি একটা ভ্যানের সাথে হালকা বাড়ি খেলাম। “আরিফ” বলে জান্নাত খুব জোরে চিৎকার করলো। মেয়েটা মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। আমারও কি পোড়া কপাল মানুষ পড়ে বাস-ট্রাকের নিচে আমার পড়তেছি ভ্যানের নিচে। জান্নাতের কাছে এসে আমি কিছু বলার আগেই ও শুরু করে দিলো…

.

:- রাস্তা দেখে পার হতে পারো না, এখন যদি কিছু হয়ে যেতো? তোমার। আসলে কোনো কান্ড-জ্ঞান নেই। কান্ড- জ্ঞানহীন একটা মানুষ। কোথাও লাগেনি তো?

:- আরে না ভ্যানের সাথে বাড়ি খেলে কিছু হয় নাকি?

:- কিছু হয় না? হলে তখন কি হতো। (কান্না করে দিলো)

:- আরে কাঁদছো কেন? কেঁদে না, রাস্তায় মানুষ দেখছে কিন্তু।

:- ও আম্মু কেঁদো না। (আরিশা)

:- আচ্ছা চলো বাসায় চলো।

.

ওমা গায়ে হাত দিতে ৪৪০ বোল্টেজের মতো ছুড়ে ফেলে দিলো হাতটা। কি আর করার বাসায় গিয়ে রাগটা ভাঙ্গাতে হবে। তাই এখন আরেকটু রাগিয়ে নিই।

.

:- চলো পাপ্পা আমরা যাই, তোমার আম্মু রাগ করেছে, পাপ্পার সাথে।যাবে না।

.

কথাটা বলতেই, রেগে একবারে লাল হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়লো। ওকে তাহলে আমরা বাসায় যাই আপনারাও রেষ্ট নেন। টা টা।

????? ????

কোন মেয়েকে দেখার পর....
-দোস্ত দেখতাছস মেয়েটা কত্ত সুন্দর???
-শালা একদম নজর দিবি না ওইটা তর ভাবি।।
-ভাবি কখন হইল???..

-যখন প্রথম ওরে দেখি তখনই মনে মনে ৩বার কবুল বলে
বিয়ে করে
ফেলছি।।
-হারামী দুনিয়ার সব মাইয়া তর সাথে বিয়ে দেয়ার পরও বলবি
আরো আছে নাকি???
-হেহেহে দোস্ত রাগ করস ক্যারে...

.
অতঃপর জগড়া চলতে চলতে দেখা গেল মেয়েটা তার বিএফ এর
সাথে রিকশা করে চলে যাচ্ছে আহারে বন্ধুটার দুক্ক কই
রাখি।।।

.
★★)খাওয়া দাওয়ার পর বিল দেয়ার সময়...
-দোস্ত তুই দিয়া দে....
-বেটা তুই আমারে টাকার গাছ পাইছস নাকি অর্থমন্ত্রী
পাইছস।।।
-আরে আমরা তো আমরাই??
-আমার কাছে টাকা নাই তুই দে।।
-দোস্ত তুই এইরকম হুহ যা আমিই দিতাছি ভাবছিলাম লুবনারে
আজ তর কথা গিয়ে বলব না সেটা আর হল না।।
-সত্যি বলবি তো???
-না আর বলা হবেনা তুই বস আমি বিল দিয়ে আসি।।।

-আচ্ছা যা এইবারের মত আমি দিয়া দিচ্ছি কিন্তু লুবনারে আজকেই বলতে হবে।।।
-দোস্ত তুই কত্ত ভাল??
.
আফসুসের ব্যাপার লুবনাকে আর বলা হয়নি কারণ থাপ্পড় এর রিস্ক কেডা নিবার চায় হেহেহে।।।
.
★★)প্রেমিকার সাথে জগড়ার পর...
-কিরে তুই এইরকম ভাবে বসে আছিস ক্যান??
-আর বলিস না নদীর সাথে ব্রেক আপ হয়ে গেল।।
-ওয়াও বলিস কি তারমানে তুই এখন থেকে আমাদের দলে পার্টি দে দোস্ত।।।
-শালা ৩বছরের রিলেশন ভেঙ্গে গেল আর তুই আছিস খাওয়া নিয়ে তুই বন্ধু না মীরজাফর।।।
-নারে দোস্ত আমি হিটলার।।
-দোস্ত কিছু একটা কর না।।।
-আচ্ছা দেখি...
অতঃপর নদী কে ফোন দিয়া যা বলিলাম তা শুনে হারামী অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা....কিছু ফোন আলাপ দিলাম..
-হ্যালো নদী বলছ...(দোস্ত)
-হ্যাঁ আপনি কে??(নদী)
-আমি নুরুল এর ফ্রেন্ড???
-নুরুল কে আমি ওরে চিনি না।।
-আচ্ছা তবে কয়েকটা কথা শোন নুরুল তোমার সাথে জগড়া করার
পর বাথরুমে গিয়ে হারপিক খেয়ে ফেলছে আমি সময় মত উপস্থিত
হইছিলাম বলিয়া এখনো বেঁচে আছে।।গতকাল থেকে বেচারা কিচ্ছু খায় নাই শুধু নদী নদী করতেছে আমি প্রথমে ভাবছিলাম মনে হয় নদীর পানি খাওয়ার জন্য নদী নদী করতেছে তাই দীর্ঘ
৫ঘন্টা ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে বুড়িগঙ্গার পানি তারে এনে দিলাম ওমা সে দেখি পানিও খায় না পরে বুঝলাম মেয়ে নদীর কথা বলতেছে।।
-কিন্তু ওর সাথে তো জগড়া করলাম আজ তাহলে গতকাল থেকে খায় নাই কেন???
-(চাপা বেশি হয়ে গেছে)না মানে ও আগে থেকেই কিছু

ব্যাপার
টের পেয়ে যায় হিমুর মত তাই গতকাল থেকে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।।।এখন দেখেন অবস্থা শালা শেষ পর্যন্ত প্রেমের জন্য হারপিক খেয়ে ফেলল।।
-নুরুল কি কাছে আছে???
-হ্যাঁ আছে কথা বলবা।।
-দেন তো ওরে ফোন টা।।।
.
অতঃপর তারা প্রথমে হালকা মান অভিমান তারপরে আবার প্রেমের ট্রেন চলতাছে।।আসার সময় বলে আসলাম যদি না খাওয়াস তাহলে মাঝ পথে ট্রেন থামাইয়া দিমু।।।
.
★★)কোন বিপদে পরার পর...
-হ্যালো দোস্ত তুই কই???
-কেন কি হইছে।।।
-আমারে তো মাইরা হাড্ডি ভাঙ্গিয়া লাইতাছে।।
-কোন আকামে ধরা খাইছস।।
-শালা তর মাথায় সব সময় শুধু নেগেটিভ থাকে আসা লাগবে না তর।।।
-আমি এমনিতেই আসুম না বহুত আরামে ঘুমাইতেছি।।।
.
১০মিনিট পর সম্পূর্ণ ফ্রেন্ড সার্কেল হাজির।।।
-কোন শালায় তর গায়ে হাত দিছে হালারে আজ মাটির নিচে পুঁতিয়া দিমু।।।
.
★★)যখন গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে কাল...
-দোস্ত কাল তর সাথে আমারে বিয়েতে নিস অনেকদিন হল বিয়ে খাওয়া হয় না।।।
-কুত্তা,হারামী ব্লা ব্লা তুই আমার সামনে থেকে সর আমার জিএফ এর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর তুই আছিস বিয়ের খাওয়া নিয়ে।।।
-আরে রাগছস ক্যারে আমার বিয়ের খাওয়া খাইতে সিরাম লাগে।।।
-তোরা বন্ধু না হারামী।।।
-হেহেহে আমরা হারামী।।।তা জিএফ এর বিয়ে খেতে যাবি সাথে আমরা যাব গিফট কি কিনে ফেলছিস নাকি আমরা কিনব।।।

-দূর হ আমার সামনে থেকে।।।

.

৭-৮ঘন্টা পর জিএফ আর দোস্ত কাজী অফিসে সাক্ষী আমরা সবাই।।।অতঃপর তাদের হাতে কক্সবাজারের টিকেট ধরিয়ে বললাম শালা সাবধানে থাকিস আমরা এইদিক টা সামলিয়ে তদের ওইখানে যাব।।।বন্ধুটা আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল তদের মত
বন্ধু যেন ঘরে ঘরে জন্ম নেয়।।।

.

★★)যখন সত্যিই ব্রেক আপ হয়ে যায় অথবা অন্য ছেলের সাথে
মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়।।
-দোস্ত আমি শেষ।।।
-শেষ কই এই যে তুই আছস।।।
-দূর ফাজলামি করিস না তো হেনা কিভাবে পারল আমাকে ভূলে যেতে।।
-যেভাবে ভূলা যায়।।
-দূর এই লাইফ রেখে আর কি হবে।।
-কিছুই হবেনা হারপিক এনে দিব নাকি ফ্যানে ঝুলে মরবি।।।
-কেমনে মরলে কষ্ট কম হবে রে।।
-এত্তু গুলান ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে যা উঠে দেখবি তুই
জাহান্নামে কিভাবে মরলি টেরই পাবিনা।।।
-আচ্ছা আমি গেলাম রে তাহলে।।।
-যাবি তো মরার আগে শেষ বারের মত আমাদের সাথে চল সবাই আড্ডা দিয়া আসি মরার পর তাহলে আর আফসুস থাকবেনা।।

.

অতঃপর আড্ডা দিতে দিতে সকাল হয়ে গেল বন্ধুর আর মরা হল না।।।বন্ধুরা এমন নি মরার টিপস চাইলে হাজার টা টিপস দিবে মাগার মরবার দিব না।।।

.

[বন্ধু মানে অনেক কিছু যা একবাক্যে বলা সম্ভব না তবুও বললাম তোরা এমনি জিনিস যে তদের ছাড়া চলা অসম্ভব...এয়ারটেল ঠাকুর যথার্থই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন “বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল”।।

???? ?? ???? ???

নতুন বউ বাসর ঘরে বসে আছে।
আমি দরজা আটকে খাটে গিয়ে বসলাম।
কি করবো বুঝতে পারছি না।

অবশেষে খাট থেকে একটা চাদর নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।
এমন হুট করে বিয়ে মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে।
আমাকে না জানিয়ে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেছে আমার পরিবার।
বিয়ের ৩ দিন আগে আমায় দেখতে পাঠাতে চেয়েছিল মেয়ের বাড়ি।
আমি কষ্টভরা কণ্ঠে বলে দিয়েছিলাম বিয়ের দিনতারিখ ঠিক করার আগেই যখন "আমাকে মেয়ে দেখানোর প্রয়োজন মনে করোনি" এখন আর দেখে কি লাভ?
অবশেষে বাধ্যতামুলক বিয়েটা করে ফেললাম।
আমি অপরদিকে মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছি মেঝেতে।
প্রায় ঘন্টাখানেক অতিবাহিত হয়ে গেছে।
আমি তিনটা সিগারেট শেষ করে আরেকটা ধরিয়েছি।
সাধারনত আমি সিগারেট খাইনা।
বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মধ্যে ২/১ টা খাই।
কিন্তু আজ বাসর ঘরে ঢোকার আগেই নানান চিন্তা ভাবনা মাথার উপর এসে ভর করে।
যার জন্য এক প্যাকেট কিনে নিয়ে ঢুকেছি।
এই সিগারেটে কয়েকটা টান দিতেই মনে হলো আমার বিয়ে করা বউটা খাট থেকে নামছে!
কারন পায়ের নুপুরের শব্দ পাচ্ছি।
আমি আগের মতোই চুপ করে শুয়ে আছি।
হঠাৎ সে এসে আমার পাশে বসলো মেঝেতে।
আমার কপালে একটা হাত বুলিয়ে বলল কি হয়েছে তোমার?
আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না।
মাথাটা একটু ঘুরিয়ে তাকালাম আমার বউয়ের দিকে।
দেখে আমার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল!

মানুষ এতোটা সুন্দর হতে পারে?!

আমি উঠে বসলাম।

মেয়েটা আমার চেয়ে থাকা দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

-তুমি গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ো। (আমি)

-তুমিও খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ো। (বউ)

-না' আমি নিচেই শুয়ে থাকবো। তুমি খাটে গিয়ে শোও।

-তাহলে আমিও নিচে শোবো তোমার পাশে।

কি আর করবো? বাধ্য হয়েই খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চুপ করে শুয়ে আছি অপরদিকে মুখ করে।

মেয়েটি এসে শুয়ে পড়লো।

তার শরীরের অলংকার গুলো নড়ছে এবং শব্দ হচ্ছে।

একটুপর শব্দ কমে গেল।

-আমি কি শরীরের গয়নাগাটি খুলতে পারি? (বউ)

-তুমি যা ইচ্ছা তাই করো সমস্যা নাই। (আমি)

-সত্যি তো? রাগ করবে না তো?

-আরে নাহ।

এরপর আবার শব্দ শুরু হলো।

বুঝলাম শরীরে ওতো গয়না নিয়ে শুয়ে থাকা ওর ঝামেলা হচ্ছিলো।

একটুপর আবার শব্দ কমে গেল।

আসলে গভীর রাতে একটু শব্দ হলেই কানে বেশি লাগে।

হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা আমার ওপাশে হাত বাড়িয়ে রাখলো মেয়েটা।

আমি যেহেতু ওপাশেই মুখ করে শুয়ে আছি তাই চোখ মেলে তাকালাম।

ঝাপসা আলোয় যা দেখলাম তা দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেল!

মেয়েটা শাড়ি খুলে রেখেছে ওখানে।

-শাড়ি গয়না এগুলা এতো বিরক্তিকর আগে জানতাম না।

এখন এসব খুলে কতো সুন্দর লাগছে।

এই বলে মেয়েটি আমায় পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে আছি।

জীবনের প্রথম কোন মেয়ে মানুষের জড়িয়ে ধরায় আমার শরীরের লোম দাড়িয়ে গেছে।

ভয়েই কি লজ্জায় আমার শরীর শীতল হয়ে কাঁপছে।

-এই কি করছো এসব?

-আমার স্বামীকে আমি জড়িয়ে ধরেছি।

আর তুমিই তো বললে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করতে পারি।

তাই জড়িয়ে ধরেছি।

এখন লক্ষি ছেলের মতো চুপটি করে ঘুমাও।

এই বলে মেয়েটি আমায় জড়িয়ে ধরে রইলো।

এরপর এটা ওটা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানিনা।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো কারো পানির ছিটায়। চেয়ে দেখি সেই মিষ্ট মেয়েটা (বউ) আমার মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

কি অদ্ভুত ধরনের হাসি!

এই মেয়ের সামনে যদি কোন কবি থাকতো তবে সাথে সাথে একটা কবিতা লিখে ফেলতো।

-কি মশাই উঠবেন নাকি টেনে তুলতে হবে?

-হা উঠতেছি।

বিছানা থেকে উঠে হাত, মুখ ধুয়ে বের হলাম রাস্তায়।

রাস্তায় এসে মোবাইলটা বের করে জুঁই এর নাম্বারে ডায়াল করলাম।

কিন্তু জুঁই এর নাম্বার বন্ধ।

না জানি জুঁই কতোটা কষ্ট পেয়েছে আমার বিয়ের কথা শুনে।

পাগলের মতো জুঁই আর আমি দুজন, দুজনকে ভালোবেসেছি।

কিন্তু আমাদের এই ভালোবাসার কথা মা, বাবাকে জানানোর পরেও তারা এই বিয়েটাই করালো আমায়।

আরো কয়েকবার ট্রাই করার পরও জুঁই নাম্বারে সংযোগ পেলাম না।

মনটা ভার করে পুকুর পাড়ের আম গাছটার নিচে বসে আছি।

হঠাৎ অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসলো মোবাইলে।

রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে বলল...

-কোথায় এখন তুমি?

-পুকুর পাড়ে। আপনি কে?

-আমার নাম মৌ। তাড়াতাড়ি তোমাদের বাড়িতে আসো।

□□

#□□_□□□□□ ....

**

পুকুর পাড় থেকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে গেলাম।

বাড়িতে অনেক মানুষ। অনেক আত্মীয় স্বজন।

এদের মধ্যে থেকে কে ফোন করলো বুঝতে পারছি না।

আমি সোজা আমার রুমে ঢুকলাম।

ফোনটা হাতে নিয়ে ঐ নাম্বারে কল দেবো ওমনি আমার বউ এসে আল্লাদি ভঙ্গিমায় আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

-কি গো, কাকে ফোন করো। (বউ)

-আচ্ছা মৌ কার নাম? (আমি)

-তোমার দুষ্টু বউয়ের নাম তুমিই জানোনা মশাই?

গতকাল কাজি সাহেব যখন বিয়ে পড়াইছে তখন কানটা বন্ধ ছিল নাকি?

হা আমারি নাম মৌ। একটু আগে আমিই তোমায় ফোন করেছিলাম।

নতুন বউকে ফেলে কোথায় গিয়ে থাকো হুমম?

এই বলেই মেয়েটি আমার বুকের উপর ঝুকে পড়েছে।

আমার গলাটা দুহাতে জড়িয়ে দেহটাকে আমার উপর নিয়ে বিছানায় এলিয়ে দিচ্ছে আমাকে

আমি মাথাটা খাটের উপর কোনরকম রেখে বোবার মতো তাকিয়ে দেখছি আমার বউকে।
মেয়েটার চোখে দুষ্টু, মিষ্টি হাসি।
ওর চোখের ভাষা বলছে ও স্বামীর একটু ভালোবাসা চায়।
কিন্তু আমি কি করবো? আমি তো ভালোবাসি জুঁই।
ওকে যে আমি কথা দিয়েছি ওকে ছাড়া কাউকে জীবনসঙ্গী করবো না।
-কি হলো? কি ভাবছো গো মশাই?
-প্লিজ ছাড়ো আমায়। বাইরে একটু কাজ আছে আমার।
এই বলে কোনরকম জোর করেই ওকে ছাড়িয়ে খাট থেকে নেমে ঘরের বাইরে এসেছি।
এর মধ্যেই দেখি ভাবি, নানি, দাদিরা প্রস্তুত বাইরে আমাকে গোসল করানোর জন্য।
আমাকে দেখেই তারা আমায় টেনে নিয়ে গেল।
ভাবিরা গেল আমার বউকে ডেকে আনতে আমার ঘরে।
এরপর কতো রকমের মজা, খেলা হলো এই গোসল করানোর আগে।
পাশাও খেলতে হলো দুজনকে।
কিন্তু এই আনন্দময় মুহূর্তে আমি খেয়াল করছি আমার বউ মৌ এর মনটা ভার।
এটাই স্বাভাবিক। একটা মেয়ে বিয়ের পর চায় শুধু দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া আর স্বামীর একটু ভালোবাসা।
কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত ওকে বউ হিসেবে মেনে নিতেই পারিনি।
কি করে পারবো? আমার জন্য যে জুঁই অপেক্ষায় আছে।
ওকে যে আমি খুবই ভালোবাসি।
গোসল শেষ করে প্যান্ট, শার্ট পড়ে একটু রাস্তায় বের হলাম।
আবার জুঁই এর নাম্বারে কল দিলাম....
হা এবার কল ডুকেছে। একটু পরেই রিসিভ হলো।
-কি হয়েছে, কল দাও ক্যান? তোমার তো এখন বউ আছে।
এইটুকু বলেই ফোন রেখে দেয় জুঁই। আমাকে কথা বলার সুযোগ ই দিলো না।
আবার কল করতে যাবো তখনি বাবার নাম্বার থেকে কল আসলো।
-তোর কি মাথায় একটুও বুদ্ধি নাই? বাড়িতে মেহমানে ভরা, একটুপর মেয়ে পক্ষের লোক আসবে আর তুই থাকিস দূরে গিয়ে...
এই বলেই রাগ করে ফোন কেটে দেয় বাবা।
আবার বিষন্ন মনে বাড়ির দিকে রওনা দেই।
বাড়িতে ঢুকেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল।
কাজের লোকের কি অভাব আছে?! সবাই তো বিয়ে বাড়ির কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমার কাজটা কোথায়?
মনে মনে বাবার উপর ভীষণ রাগ হলো। তাদের কথায় প্রিয় ভালোবাসার মানুষকে ফেলে আজ অন্য কাউকে বিয়ে করতে হলো।
কিছুই ভালো লাগছে না এখন। ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।
চোখটা একটু বুঝতেই মনে হলো কেউ এসে আমার বুকের উপর মাথা রেখেছে।
তাকিয়ে দেখি মৌ(বউ) দুই হাত আমার বুকের দুপাশে ভর করে মাথাটা বুকে রেখেছে।
-আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি? (মৌ)
এই বলে মাথাটা তুলে আমার মুখের সামনে মুখ এনে আমার জবাবের অপেক্ষা করছে মেয়েটা।
আমি ওর মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।
গোসল করিয়ে ভাবিরা ওকে শাড়ি পড়িয়ে, গয়না পড়িয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।

ওকে দেখে কল্পনার কোন পরীর মতো লাগছে।

কি অপরুপ হাসি, অপরুপ মুখ এই মেয়েটার। হাল্কা লিপস্টিক করা মিষ্টি ঠোঁট দুটো ঠিক আমার মুখের সামনে নিয়ে আমার জবারের অপেক্ষায় আছে।

কি বলবো ওকে? ওর মতো সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ হয়নি এটা বললে আমাকে পাগল বলবে লোকে(নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে আজ)।

তবে কি সত্যটা ওকে বলে দেব এখনি?

নাহ, বিয়ের কটা দিন শেষ হোক তারপর না হয় বলবো।

কি হলো বললে না? বলো তোমার কি সমস্যা?

তুমি কি অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসো?

ওর এই প্রশ্নে আবার আমি ওর মুখের পানে তাকালাম।

হাসি মুখটা সামান্য ভার করে আমার দিকে চেয়ে আছে আমার মুখের উত্তর শোনার জন্য?(অসাধারণ তার মুখ)

তবুও আমি নিরব হয়ে আছি কি বলবো ওকে?

মৌ এবার কপালে একটা চুমো দিয়ে বলল' তোমার যে কোন সমস্য থাকলে আমায় বলো।

বউ নয়, বন্ধু হয়ে তোমার উপকার করবো বলো প্লিজ।

আমি কিছু বলতে যাবো ঠিক তখনি বাইরে থেকে বলছে মেয়ে পক্ষের লোক এসেছে।

সাথে সাথে আমার দুই শালী ঢুকে পড়লো আমার রুমে।

তখনো বউ আমার বুকের উপর ঝুকে আছে।

ওরা ঢুকতেই মৌ উঠে স্বাভাবিক হলো।

বড় শালীটা লজ্জা পেলেও ছোটটা এসেই চোখটিপ মারলো আমায়।

দুজনি এসে আমার পাশে বসলো।

□□□

#□□_□□□□□ ....

***

-কি খবর দুলাভাই? (ছোট শালী)

-খবর জানতে টিভিতে চোখ রাখো। (আমি)

-হা হা হা... সে খবর না আপনাদের খবর বলেন (বড় শালি)

-আমাদের খবর তোমাদের আপুর মুখ থেকে শুনতে পাবে বাড়িতে গিয়ে।

তবে খবর শুইনা আবার তোমরা ২ বোন আমারে মারতে আইসো না।

আমার কথা শুনে হাসছে শালীরা, সাথে বউও।

আমি চেয়ে দেখছি বউয়ের সেই অসাধারণ হাসি।

হাসিতে নেই কোন অভিমান, নেই কোন অভিযোগ।

যেন আমি ওকে হাসিখুশিতেই রেখেছি।

অথচ মেয়েটিকে স্বামীর অধিকারটাই দেইনি আমি।

এইদিকে মেয়েপক্ষের লোক এক এক করে সবাই ঘরে আসছে তাদের মেয়ে ও জামাইকে দেখতে।

আমিও ভদ্র মানুষের মতো চুপ করে দুই শালীর মাঝখানে বসে আছি।

আর মৌ সবাইকে চেয়ার টেনে বসতে দিচ্ছে।
ছোট শালীটা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ছোট ছোট শব্দে আমাদের রাতের ব্যপারে জানতে চাইতেছে।
আর বড় শালিটা ওর মুখ বুঝে হাসছে আর ছোট বোনকে চিমটি কেটে বলতেছে চুপ করবি?
আমিও এতো মানুষের সামনে ওদের এমন কানাকানিতে লজ্জা পাচ্ছি।
হঠাৎ বাইরে থেকে শুনতে পেলাম খাবার টেবিলে বসতে বলছে সবাইকে।
সবাই চলে গেল খাওয়ার জন্য।
আমার শালী দুইটা হাত ধরে আমায় নিয়ে যেতে চাইলেও বল্লাম যাও তোমরা খাও।
ওরা তখন ওর আপুকে নিয়ে গেল।
আমিও উঠে গেলাম মেয়ে পক্ষকে খাওয়ানোর দিকে খেয়াল রাখতে।
এভাবে দিনশেষে রাত হয়ে এলো।
রেডি হয়ে ওদের নিয়ে আসা গাড়িতে উঠলাম।
আমি আর মৌ একসাথে বসেছি। দুই পাশে দুই শালী সারা রাস্তা আমায় হাসিয়ে মেরেছে।
এতো দুষ্টু আর মিষ্টি শালী পেয়েছি বলে বুঝাতে পারবো না।
প্রায় ঘন্টাখানেক এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ কাঠের পুলের কাছে চলে এলাম।
একটুপরই তেলকুপি গ্রাম।
রাস্তার পাশেই আমার একমাত্র খালার বাড়ি।
এই খালাই আমার এই বিয়েটা ঠিক করেছে।
খালার পছন্দ আছে বলতেই হয়।
কারন মেয়েটা সত্যিই ভালো সবদিক থেকে।
যদিও আমি কখনোই মৌ কে বউ হিসেবে মেনে নিতে পারবো না।
গাড়িটা ব্রেক করলো আমার শ্বশুরবাড়ির সামনেই।
রাস্তার পাশেই বাড়ি। আমার খালার বাড়ির দুই বাড়ি পরই।
গাড়ি থেকে নামতেই দেখি ভিড়।
সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে।
রাত দশটা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া এটা সেটায় কেটে গেল।
আমি আমার বউ মৌ রুমে শুয়ে আছি।
মৌ ও বাড়ির মহিলারা খেতে বসেছে।
একটু পড়েই ও আসবে।
আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছি ওমনি দরজা ঠেলে কেউ ঢুকে পড়লো।
তাকিয়ে দেখি দুই শালি।
ওরা আমার সাথেই খেয়ে নিয়েছে আমাকে জ্বালানোর জন্য।
ওদের দেখে সিগারেট টা আড়াল করেছি।
-আরে লুকাতে হবেনা খেয়ে নেন, সমস্যা নাই। (বড় শালী)
-দুলাভাই আমরা কিন্তু আজ রাতে আপনার কাছে থাকবো।
গল্প করবো সারারাত। (ছোট শালী)
-তাহলে তোমাদের আপু কোথায় থাকবে?
-আপু আমাদের রুমে থাকবে। এই বলে হাসছে দুই বোন।

সিগারেটটা দুটো টান দিয়ে ফেলে দিয়ে ওদের বসতে বললাম।
-আচ্ছা তোমাদের আপুটা কি ভালো নাকি খারাপ? (আমি)
আমার কথায় দুই বোন চুপ হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে!
-কেন, কিছু হইছে ভাইয়া?! আপু কোন কষ্ট দিছে আপনাকে? (বড় শালী)
-আরে নাহ। জানতে চাইলাম ও কোন টাইপের?
আমার প্রশ্নটা ঠিকভাবে করা হয়নি।
-আসলে আমাদের আপুটা অনেক ভালো। আমাদের কোনদিন কখনো কষ্ট দেয়নি। নিজে না খেয়ে আমাদের দুই বোনকে খাইয়ে মানুষ করেছে ভাইয়া।
আমাদের কাছে আমাদের আপু অনেক ভালো।
জানেন ভাইয়া? ও না কখনোই কষ্ট পেতে দেয়না আমাদের।
একটু চাপা স্বভাবের।
তবে ওর বুকে অনেক মমতা, ভালোবাসা আছে।
এই বলে ছোট শালিটা চোখ মুছছে।
বড়টাও চোখ মুছছে আর বলছে ভাইয়া... ওকে আমরা খুবই মিস করবো।
আমাদের কোন ভাইয়া নেই। ঐ আপুই আমাদের সব।
এরমধ্যেই মৌ ঘরে ঢুকলো। ওরা চুপ হয়ে গেল।
বউ এসেই আমার সামনে এক গ্লাস দুধ দিলো।
খেয়ে নিলাম।
শালী দুইটা উঠে যাচ্ছে।
বললাম কি ব্যাপার যাও ক্যান? থাকবে না আমার সাথে?
-না ভাইয়া, অন্য সময় গল্প করবো আপনার সাথে।
এখন আমাদের এই মিষ্টি আপুটাকে নিয়ে গল্প করেন।
এই বলে হাসতে হাসতে বের হয়ে গেল শালীরা।
বউ দরজা লাগিয়ে খাটে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লো।
একটু নিরব থাকার পর মৌ আমায় বলল কি সমস্যা তোমার বলো এখন?
আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। চুপ করে আছি।
হঠাৎ মৌ উঠে আমার পাশে একটা হাত রেখে আধশোয়া হয়ে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল কি কাহিনী তোমার মাঝে?
আমায় বউ হিসেবে মেনে নিচ্ছো না ক্যান?
নাকি কাউকে ভালোবাসো? বাসলে বলো সমস্যা নাই।
আমি তোমায় এ বিষয়ে বন্ধুর মতো হেল্প করবো।
শুধু আমায় আপন মানুষ ভেবে সব খুলে বলো।
আমি মৌ এর দিকে কিছুক্ষন চেয়ে থেকে বললাম...
-আমি একজনকে ভালোবাসি।
ওকে ছাড়া আমি কাউকে জীবনসাথী করার কল্পনাও করতে পারছি না।
আমার কথা শুনে মৌ সুন্দর মুখটা কালো হয়ে গেল।
-ঠিকাছে। সে কি তোমাকে এখন মেনে নিবে তার কাছে ফিরে গেলে।
-হা নেবে। কিন্তু তুমি? তোমার কি হবে?(আমি যে তোমার মায়ায়াও ভূলতে পারবোনা জীবনে)

-হা হা হা... আমার আবার কি হবে? কপালে যা আছে তাই হবে।

এখন তুমি ঘুমাও। তোমায় আমি হেল্প করবো এ বিষয়ে।

এই বলে গয়না শাড়ীটা খুলে ফেলছে মৌ (আজ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে এমন একটা বউ কে জীবনে ভালোবাসতে পারলামনা বলে)।

আমি অনেক কষ্ট নিয়ে অপরদিকে মুখ করে শুইলাম।

একটুপর হাতটা আমার উপর তুলে দিলো মৌ।

-কিছু মনে করো না।

আমি ছোট বোনদের এভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতাম। অভ্যাস হয়ে গেছে।

মাঝ র হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় কারো ফুপিয়ে কান্নার শব্দে!

তাকিয়ে দেখি বউ মৌ পাশে নেই আমার!!

লাফ দিয়ে উঠে দেখি মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ে মোনাজাতে বসে কাঁদছে মেয়েটা!

এই দৃশ্য দেখে অজানা কোন এক মায়ায় পড়ে গেলাম আমি।

ওর কান্না দেখে বুকের মধ্যে একটা কষ্ট নামক ঝড় বইছে আমার।

আমি কোন ভুল করছি না তো?

এই নিস্পাপ মেয়েটার কি দোষ?

সে তো আমায় কখনো বলেনি আমায় বিয়ে করো।

সে তো জোর করে আমায় বিয়ে করেনি।

অন্য সবার মতো তারও তো স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার আশা ছিলো।

সেই আশাটাকে তছনছ করে দিচ্ছি না তো আমি?

এসব ভাবতে ভাবতে চোখের কোনে পানি জমে গেছে আমার।

আমি কি করবো এই মুহুর্তে? কোন পথ বেছে নেবো?

ওর মোনাজাত শেষ হওয়া লক্ষ করে চোখ দ্রুত মুছে স্বাভাবিক ভাবে শুয়ে পড়লাম।

ঘুমের ভান করে শুয়ে আছি।

তাড়াহুড়া করে শুতে গিয়ে অপরদিকে মুখ না করে বউয়ের দিকেই মুখ করে শুয়েছি।

মৌ একটুপর এসে খাটে উঠলো।

কিছুক্ষন যাবার পর অনুভব করলাম ও একটা হালকা চাদর আমার শরীরের উপর দিলো।

এরপর আমার কপালে একটা চুমো দিয়ে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিলো আমায়।

আমার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে।

বুকের ভিতর ধুক ধুক করছে অজানা কোনো এক শিহরনে।

ও বুঝতে পারেনি আমি জেগে আছি।

ঘুমের ভাব নিয়েই এই প্রথম মৌ"কে আমি বুকের সাথে নিজ থেকে জড়িয়ে নিলাম।

কিছুক্ষন ওভাবেই কাটালাম।

মেয়েটা ছটফট করছে আমার ছোয়া পেয়ে। আমি বুঝতে পারছি ও ওর স্বামীর আদর, ভালোবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না আমায়।

আমার ভিতরের পুরুষত্ব জেগে উঠছে।

পরক্ষনেই জুঁই এর কথা মনে পড়তেই আবার পাথর হয়ে গেছি।

চুপ করে অবুঝ বালকের মতো মৌ"এর বুকে শুয়ে আছি।

নিজেকে আজ অপরাধী মনে হচ্ছে।
কেন আমি জেনেশুনে বিয়ের পিরিতে বসলাম।
কেনই বা বিয়ে করেও দুইটা জীবন নিয়ে খেলছি।
মনে হচ্ছে বিয়ে করা বউটার উপর একটু বেশি অন্যায় করে ফেলছি আমি।
ভোরে ঘুম থেকে ডেকে তুললো ছোট শালি।
-এই দুলাভাই। রাতে কি গল্প করা বেশি হইছে আপুর সাথে?
উঠে হাত মুখ ধুয়ে নেন। খেতে হবে, খাবার রেডি।
আমি উঠে শালির সাথে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসলাম।
খাওয়া দাওয়া সেরে দুই শালীকে নিয়ে একটু ঘুরতে বের হলাম।
এই গ্রামটা আমার খুবই পরিচিত।
কারন ছোটকাল থেকেই এখানে আসা, যাওয়া আছে।
গ্রামটা দারুন। রাস্তার একপাশে ঘরবাড়ি অন্য পাশে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে।
হাটতে বেশ ভালোই লাগছে।
হঠাৎ মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠলো আমার।
তাকিয়ে দেখি জুঁই কল করেছে।
আমি শালীদের চেয়ে একটু দুরে গিয়ে ফোনটা ধরলাম।
-হ্যালো, কেমন আছো জুঁই? (আমি)
-যেমনটা রেখেছো আমায়।
তুমি নিশ্চয়ই নতুন বউকে নিয়ে খুব সুখে আছো? (জুঁই)
-আমিও ভালো নেই জুঁই। আমি বিয়েটা করেছি পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে।
তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে চলে আসবো জুঁই।
-বাহ...! এসব নাটক বাদ দাও এখন।
যদি আমার কাছে আসতে তবে বিয়ে না করেই আসতে।
এখন তুমি অন্য কোন মেয়ের স্বামী।
তুমি অন্য কোন রক্তে মিশে গেছো।
-নাহ জুঁই। আমি বিয়ে করেছি ঠিকই। কিন্তু বউ বলে ওকে মেনে নেইনি।
এখনো আমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয়নি।
-ঠিকাছে, তাহলে তুমি আমার কাছে আসো। আমায় নিয়ে দুরে কোথাও চলে যাও। যেখানে আমাদের কেউ বাধা হয়ে দাড়াবে না।
-হা আসবো। তুমি কয়টা দিন সময় দাও। আমার বিয়ে করা স্ত্রীও এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য করবে।
-বিশ্বাস হয়না। কোন মেয়ে তার স্বামীকে হারাতে চাইবে না।
আর তুমি বলছো ও তোমায় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে!!
-হ্যা সত্যি। ও খুবই ভালো মেয়ে।
-আচ্ছা তুমি পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমায় ফোন করো।
আমি সব সামলে তোমার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে আসবো।
-ওকে জুঁই রাখি। আমার শালীরা আছে সাথেই।
পরে কথা হবে।

-ওকে রাখো।

কল কেটে দিয়ে শালীদের কাছে এগিয়ে গেলাম।

দেখি বাদাম কিনে খাচ্ছে আর কয়েকটা মেয়ের সাথে কথা বলছে।

আমি এগিয়ে যেতেই বড় শালী আমায় দেখিয়ে ওই মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলল ইনিই আমার দুলাভাই।

মেয়েগুলো আমায় সালাম দিলো।

আমি উত্তর দিয়ে ওদের দিকে তাকালাম।

একটা মেয়ে আমায় দেখে চোখ কপালে তুলে, অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল...

-আপনি ..... না (নামটা গোপন রাখলাম)

-হা, আপনি চেনেন আমায়?

-আরে ভাইয়া আমি ইরানি সুলতানা। আপনার গল্প নিয়মিত পড়ি আমি।

আপনার সাথে তো মাঝে মধ্যে কথা ও হয়।

-ও হা। আপনি সেই মেয়ে!

আসলে আপনাকে দেখা হয়নি তো আগে তাই চিনতে পারিনি।

-হুম, আপনি বিয়ে করেছেন তাইতো আর গল্প পাচ্ছিনা ফেসবুকে।

তো ভাইয়া আমাদের বাসায় আপনার দাওয়াত। চলুন আমাদের সাথে।

-ধন্যবাদ আপু। তবে আজ যেতে পারছি না। বিয়ে যেহেতু এই এলাকায় করলাম পরবর্তীতে এসে ঘুরতে যাবো আপনাদের বাসায়।

একটু পর আমাদের ওখান থেকে লোক আসবে।

এখন ফিরতে হবে আমাদের।

এই বলে ওনাদের বিদায় দিয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

-দুলাভাই আপনি গল্প লেখেন তা তো বলেননি।

আমি তো গল্পখোর মেয়ে। (বড় শালী)

-এ বিষয়ে কথা উঠলে তো বলবো।

-আচ্ছা বাসায় গিয়ে আপনার সব গল্প পড়বো আমরা।

বিকেলে আমাদের পক্ষের লোক আসলো। খাওয়া দাওয়া হলো।

এইদিকে আমার ফোন নিয়ে গল্প পড়ায় ব্যস্ত আমার দুই শালী।

-এই যে আপুরা। এতো প্রেমের গল্প পড়লে আবার ভিতরে প্রেম চলে আসবে তোমাদের।

তখন আবার আমার ছোট ভাইদের সাথে লাইন মারতে চাইবে।

-উহ... একটা ভাই ও তো নাই আপনার।

যেই কাজিনগুলা আছে। একেকটা একেক রকম বান্দর স্টাইলে ঘুরে বেড়ায় সামনে।

ওসব স্টাইলওয়ালা ছেলেদের ভালো লাগেনা দুলাভাই।

আপনার মতো একটা সুইট শান্ত পোলা থাকলে না হয় দেখতাম।

এই বলে হি-হি হাসছে দুই বোন।

-আচ্ছা আমার মতো পোলাই খুঁজবো নে। এখন ফোনটা দাও। একটুপর বিদায় নিতে হবে।

-দুলাভাই আপনার গল্পের ভক্ত হয়ে গেলাম আমরা। দারুন লেখা।

আমরাও ফেসবুক আইডি খুলে আপনাকে বন্ধু করে নেবো নে।

-ওকে নিও। এখন যাও তোমাদের আপুকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে বের করে দাও।

রাত আটটার দিকে গাড়িতে উঠলাম।
শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী সহ বাড়ির সবাই মৌ কে আমার হাতে তুলে দিয়ে দোয়া করে দিলো।
আমার শ্বাশুড়ী বারবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমার হাত ধরে তার মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিলো।
তার মেয়েটাকে যেন দেখে রাখি।
বুকে আগলে রাখি।
এইদিকে মৌ এর ছোট বোনদুটোও বোনকে ধরে কাঁদছে।
এতো মায়া, এতো ভালোবাসা দেখে সত্যিই আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।
শালী দুটো আমার হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলছে আমার আপুটাকে দেখে রেখো ভাইয়া।
মনের ভিতরটা কেমন জানি কেঁদে উঠছে আমার।
শালী দুটোকে আপন বোনের মতো বুকে জড়িয়ে বললাম তোমরা ভালো থেকো বোন।
তোমাদের বোনকে দেখে রাখবো আমি।
□□□□

#□□_□□□□□ ....

*****
গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। মৌ এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
ওর মাথাটা আমার ঘাড়ে রাখা।
নানান চিন্তা আমার মাথায় ভর করছে!
কি করবো আমি?
একদিকে ভালোবাসার মানুষ, অপরদিকে এক সহজ সরল মেয়ে।
আমি কি পারবো ভালোবাসার মানুষটাকে না করে দিতে?
অথবা আমি কি পারবো এই নিরীহ মেয়েটাকে স্বামীহারা করতে?
আমি পথহারা পথিকের মতো পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি।
এখান থেকে কোন এক রাস্তা বেছে নিতে হবে আমায় নিজেকেই।
এক ঘন্টার ভিতর বাড়িতে পৌছে গেলাম।
গাড়ি থেকে সবাই নামছে।
মৌ এখনও আমার ঘাড়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে।
মনে হচ্ছে ওর কথা বলার বা নেমে হেটে যাওয়ার শক্তি নাই দেহে।
আস্তে করে ওকে ধরে নামিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম।
মেয়েটা ভেঙ্গে পড়েছে।
হয়তো তার পরিবারকে ছেড়ে আসায় খারাপ লাগছে।
আবার স্বামীকে আপন করে পাবেনা এটা ভেবে আরো মানষিক চিন্তায় আছে হয়তো।
ওকে কোনভাবে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।
দরজাটা আটকে খাটে বসে পড়লাম।
একটা সিগারেট বের করে ধরালাম।
মৌ যেভাবে শুইয়ে দিয়েছি ওভাবেই শুয়ে আছে।

সিগারেট টানছি আর চেয়ে আছি ওর মায়াবী মুখটার দিকে।
কি করে পারবো এই মেয়েটাকে স্বামীহারা করে জনম দুঃখী করে দিতে?
সিগারেটটা শেষ করে ফেলে দিলাম।
প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পড়লাম। দারুন গরম পড়েছে আজ।
ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে মৌ ভালোভাবে শুইয়ে দিচ্ছি।
হঠাৎ মনে পড়লো শাড়ী পড়ে ও তো ঘুমাতে পারে না।
আস্তে করে ওকে টেনে তুলে বসালাম।
আমার বুকে মাথা ঝুকে আছে মৌ।
আমি নিজ হাতে ওর পরনের শাড়ি খুলে দিচ্ছি।
এরপর গলা, কানের গয়না ও কোমরের বিছাটাও খুলে দিলাম।
বুক থেকে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম ওকে। মৌ আমার দিকে চেয়ে আছে।
চোখ গড়িয়ে পানি পড়ছে ওর।
আমি হাত দিয়ে ওর চোখের পানি মুছে দিলাম।
এরপর অনেক্ষন চুপচাপ শুয়ে আছি।
হঠাৎ আমার শরীরের উপর ওর হাত পড়লো!
জড়িয়ে ধরেছে আমায়।
আমি ওর দিকে তাকালাম। ঘুমিয়ে গেছে ও।
মুখটা কাছে নিয়ে আস্তে করে কপালে একটা চুমো দিলাম।
বুকের মাঝে জড়িয়ে নিলাম ওকে। এভাবে ঘুমিয়ে গেলাম।
পরদিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে পরলাম মাঠের দিকে।
জুঁই কে কল দিলাম…
-কোথায় তুমি? (আমি)
-বাড়িতে। (জুঁই)
-একটু মাঠের দিকে আসো।
-কেনো?
-কথা আছে।
-ওকে আসতেছি দাড়াও মাঠে।
এই বলে ফোন কেটে দিলো জুঁই।
জুঁইদের বাড়ি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামেই।
আর যে মাঠে দেখা করবো এটা দুই গ্রামের মাঝখানে।
মাঠে গিয়ে বসে ভাবছি আগের দিনের কথা।
কেন জানি আমার মা, বাবা জুঁইয়ের কথা শুনতে পারেনি।
ওর কথা বারবার বলেছিলাম বাড়িতে কিন্তু বাবা বলেছে ঐ মেয়েরা ভালো না।
কিন্তু আজ পর্যন্ত খারাপের কিছু দেখিনি জুঁইয়ের মাঝে আমি।
আর এটাও জানি আমার মতো জুঁইও আমাকে খুব বেশি ভালোবাসে।
কিন্তু বাবা, মার চোখে কেন খারাপ ও তা আজো বুঝিনি।
জুংই দেখা যাচ্ছে কাদে একটা ব্যাগ নিয়ে আসছে।

মনে হচ্ছে কতোদিন পর ওকে দেখছি।
ও এসেই আমার হাত ধরে টেনে বলছে চলো।
-কোথায় যাবে? এখানেই বসো কথা বলি। (আমি)
-মানে? কথা বলার সময় নাই। চলো বিয়ে করবো কোর্টে গিয়ে।
-কি বলছো এসব! আমি তো তোমায় ডেকেছি একটু কথা বলার জন্য।
এখন তো বিয়ে করার সময় না।
-চুপ, আমায় যদি সত্যি ভালোবেসে থাকো তবে এখনি বিয়ে করতে হবে।
নইলে চিরতরে হারাবে আমায়।
আমি জুঁইয়ের কথায় কোনকিছু না ভেবেই ওর সাথে চলে গেলাম।
কোর্টের কাছে যেতেই ২/৩ টা ছেলে আর মেয়ে আসলো ওর কাছে।
বুঝলাম সাক্ষির জন্য ওদের আগেই ফোন করে আসতে বলেছে এখানে।
কোর্টে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।
বাইরে এসে জুঁই আমায় বলল... বিকেলে তুমি বাড়ি থেকে বের হবে।
আমিও বের হয়ে মাঠে এসে থাকবো।
ওখান থেকে আমায় নিয়ে দুরে কোথাও চলে যাবে।
মনে থাকে যেনো... নইলে কিন্তু আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠবো।
এই বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল জুঁই।
আমি অবাক চোখে চেয়ে আছি ওর দিকে!
এসব কি হয়ে গেল এক মুহুর্তে! আমি খুব টেনশনে পড়ে গেলাম।
হাটতে হাটতে বাড়িতে আসলাম।
বিছানায় হাত পা মেলে শুয়ে পড়লাম।
কি করবো এখন আমি? একদিকে নতুন বউ মৌ বাড়িতে।
অন্য দিকে জুঁই কে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করলাম। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল সব।
একটুপর মৌ বিছানায় এসে বসলো।
আমার কপালে চিন্তার ভাজ দেখে মাথায় হাত রাখলো মৌ।
-কি হয়েছে তোমার? মাথা ব্যথা করছে?
এই বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মৌ।
আমি ওর দিকে চেয়ে আছি। ওকে যতো দেখি ততো বেশি মায়া''য় পড়ে যাই।
-আচ্ছা মৌ' আমি যদি তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই বা খুব কষ্ট দেই তুমি চলে যাবে আমার কাছ থেকে।
আমার এই কথা শুনে মৌ একটু চমকে যাওয়ার মতো দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে!
-কোন মেয়ে স্বামীর বাড়ি আসলে সে যাওয়ার জন্য আসেনা।
হাজার কষ্ট সয়েও সে স্বামীর ঘরে থাকতে চায়।
তবে তুমি যদি আমাকে না রাখো তোমার সংসারে বাধ্য হয়ে আমায় চলে যেতে হবে।
আর এতে আমার চেয়ে আমার পরিবারের লোক হয়তো বেশি কষ্ট পাবে।
তবুও তোমার যদি এটাতে ভালো হয় আমি চলে যাবো।
আর যদি কোনভাবে আমায় তোমার এই সংসারে ঠায় দেয়া যায় তবে আমি খুবই খুশি হবো।
কিচ্ছু লাগবে না আমার। শুধু দু বেলা দু মুঠো ভাত আর একটু কাপড় দিলেই চলবে।

আমি চাকরানীর মতো সব কাজ করবো। কোন অধিকার চাইবো না।
এতে হয়তো আমার পরিবারের লোক কষ্ট পাবেনা।
তারা জানবে তাদের মেয়ে সুখে আছে। আর এতেই আমার সুখ হবে।
বাকিটা তোমার ইচ্ছা। যদি সম্ভব হয় আমায় কাজের মেয়ে হিসেবে একটু ঠাই দিও।
তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করে নিয়ে আসো কিচ্ছু বলবো না।
এই বলে মৌ আমার পা ধরে কাঁদছে।
আমি ওকে টেনে বুকে জড়িয়ে নিলাম।
-আমি তোমায় না জানিয়ে একটা ভুল করে ফেলেছি মৌ।
আমি খুব টেনশেনে আছি। কি করবো বুঝতে পারছি না।
-কি করেছো তুমি আমায় বলো।
আমি তো আগেই বলেছি আমি বন্ধুর মতো তোমার উপকার করবো।
তোমার কোন কাজে আমি বাঁধা দেবো না।
শুধু আমায় একটু ঠাই দিও এটাই আমার চাওয়া।
-আমি আজ জুঁইয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে আমায় ওকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করতে হয়।
এবং বিকেলে ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে হবে এটাও বলে দিয়েছে।
নইলে ওকে চিরতরে হারাতে হবে।
আমি এখন কি করবো মৌ?
এসব বলে মৌ এর দিকে তাকালাম। ওর মুখটা ছোট হয়ে গেছে।
আমার দিকে তাকিয়ে কষ্ট চেপে বলতেছে...
-ঠিক আছে তুমি যাবে। আমি এইদিকটা সামলে নেবো।
মৌ মুখে এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাকালাম মেয়েটার দিকে!
আল্লাহ্ কি দিয়ে বানাইছে ওরে?!
এই মেয়েটাকে কোন কিছু না দিয়ে একবুক যন্ত্রনা উপহার দিচ্ছি আর ও তা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে।
আমি পাগলের মতো ওকে বুকে জড়িয়ে নিলাম।
আমার মনে হচ্ছে আমি খুব বড় ভুল করছি।
খুব বেশি অন্যায় করতেছি এই অসহায় মেয়েটির উপর।
ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে...
গোসল করে আসো। আমি খাবার বাড়ছি।
বিকেলে তুমি যাবে ওনার কাছে।এখন খেয়ে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাও..

বাকিটা আগামিতে পোস্ট হবে,

?????????? ?????? ??????

আজ প্রথম ভার্সিটিতে আসছে
ছেলেটা আর ছেলেটাকে দেখেই পুরো ভার্সিটি হাঁ করে চেয়ে আছে
হাঁ করে থাকবে না কেন

ছেলেটার তেল চুকচুকে ডান দিকে সিঁথি করা চুল চোখে ইইইয়াআআআ বড় চশমা, ঢিলেঢালা রঙচটা শার্ট আর পায়ে সাধারণ স্যান্ডেল
ছেলেটা ক্লাসে এসে চুপচাপ বসে পরে
ওকে দেখেই ক্লাসের অন্য সব ছেলেমেয়েরা হেসেই কুটিকুটি
তবে সেদিকে ছেলেটার কোন খেয়াল নেই ছেলেটা নিজের মতো করেই বসে আছে
স্যার ক্লাসে প্রবেশ করলেন
সবাই উঠে দাড়ালো
যেহেতু আজ প্রথম ক্লাস তাই স্যার নিজের পরিচয়টা দিয়ে এক এক করে সবার পরিচয় জিঙ্গাসা করছে
কেউ ডাক্তারের ছেলে কেউ ইন্জিনিয়ারের মেয়ে
কেউ বা ব্যবসায়ির
–এই ছেলে দাড়াও (ছেলেটাকে ইশারা করে দাড়াতে বলল স্যার)
ছেলেটা উঠে দাড়ালো
— নাম কি তোমার? (স্যার)
–জি আসিফ আহমেদ অভ্র (ছেলেটা)
— বাবা কি করেন? (স্যার)
–জি শ্রমিক (অভ্র)
— এইটা প্রাইমারি স্কুল না বুঝছো এটা ইউনিভার্সিটি আর এখানে আসতে হলে পরিপাটি হয়ে আসবে কাল থেকে এসব ড্রেসে আমার ক্লাসে আসবে না
যত্তসব গাঁইয়া বসো (স্যার ধমক দিয়ে)
ক্লাসে হাসির রোল পড়ে গেল
অভ্র চুপচাপ বসে পড়ল
তারপর স্যার সবার সাথে পরিচিত হয়ে চলে গেলে

অভ্রোও ক্লাস করে চুপচাপ বাসায় চলে গেল
পরদিন থেকে নিয়মিত ক্লাস করে অভ্র
সেই তেল চুকচুকে সিথি কথা চুল, ঢিলেঢালা জামা অল্প দিনের মধ্যেই অভ্র ভার্সিটিতে ক্ষ্যাত নামে পরিচিতি লাভ করে
আর হয়ত তাই ক্লাসে এমনকি ক্যাম্পাসেও অপমানিত হতে হয় অভ্রকে
অভ্রর ক্লাসেরই খুব সুন্দরি মেয়ে ইতু
দেখতে ভালো আর অনেক ছেলের ক্রাশ বলে খুব অহংকার
অভ্রকে দেখলেই বলে
–ঐ দেখ মি ক্ষ্যাত আইছে রে
তবুও অভ্র কিছু মনে করেনা
ক্লাসে সহপাঠীদের পাশাপাশি স্যারেরাও মাঝে মাঝে অভ্রকে হাসির পাত্র বানায়
আর অভ্র শুধু মাথাটা নিচু করে শোনে
কয়েকটা মাস চলে যায়
অভ্র ক্যাম্পাসে চুপচাপ বসে আছে,,,, ক্ষ্যাত বলে কেউ কথাই বলেনা আর বন্ধু হবে কে
তবে অভ্র লক্ষ্য করছে কয়েকটা দিন ধরে ওর ক্লাসেরই একটা মেয়ে ওকে আড় চোখে দেখে
কারণটা অজানা
অভ্রর এসবই বসে বসে ভাবছে অভ্র ঠিক তখনই
— তোমার সাথে কি একটু কথা বলা যাবে?
অভ্র মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে সেই মেয়েটা যার কথা ভাবছে
–জি বলেন? (অভ্র)
–সবাই তোমাকে এত্ত অপমান করে এতে তোমার খারাপ লাগেনা? (মেয়েটা)
— হেহেহে খারাপ কেন লাগবে আমি যা তাই তো বলে তাইনা?
ঠিকই তো আছে (অভ্র)
–না ঠিক নেই সবাই তোমাকে ওভাবে বলে এটা ঠিক নেই
আমার খারাপ লাগে (মেয়েটা)
–হেহেহে একটা ক্ষ্যাত ছেলের জন্য আপনার কেন খারাপ লাগবে (অভ্র)
— এতো কিছু জানিনা যে জন্য এসেছি
আমি সামিয়া তোমার বন্ধু হতে চাই (হাতটা বাড়িয়ে)
— হিহিহি আপনি পাগল নাকি!
যেখানে সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে আর আপনি এসেছেন বন্ধুত্ব করতে
সবাই আপনাকে বকা দেবে তো (অভ্র)
–এই ছেলে বেশি বুঝো,,,,,,,, না
বলেই নিজেই অভ্রর হাতটা ধরে বলল
আজ থেকে আমরা বন্ধু,,,, একসাথে থাকব একা একা চুপচাপ থাকলে খবর আছে হু
বলেই সামিয়া চলে গেল
আর অভ্র অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে
অপরদিকে সামিয়া অভ্রর সাথে কথা বলতে পেরে খুব খুশি
আসলে বন্ধুত্ব একটা কথা মাত্র সামিয়া এই কয়টা দিনে এই ক্ষ্যাত ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেলেছে

করবে না কেন?
ছেলেটা অনেক ভালো
পড়াশোনাতেও
আর সবার এত্ত অপমানের পরও ছেলেটা হাসিখুশি থাকে এটা খুব ভালো লাগে সামিয়ার কাছে
পরদিন থেকেই সামিয়া সব সময় অভ্রর সাথে থাকে এতে অবশ্য ওর বান্ধবিরা ওকে অনেক কিছু বলেছে তবে সামিয়ার কাছে এটা ব্যাপার না
অভ্রর সাথে এখন সামিয়াকে নিয়েও ক্যাম্পাসে অনেক হাসাহাসি চলে ক্লাসের অনেকেই অনেক কথা বলে কিন্তু অভ্র আর সামিয়া যেন কিছু বুঝেই না
একসাথে বসে ক্লাস করা,,,,,, ক্লাস শেষে বসে বসে গল্প করা
আবার মাঝে মাঝে রিক্সা করে বেড়ানো সব মিলে অভ্র আর সামিয়ার সময়টা খুবই ভালো কাটছে
দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল
ক্লাস শেষে অভ্র আর সামিয়া এসে লেকের পাড়ে বসে আছে কথার মাঝে অভ্র বলে
–সামিয়া
–হু বল (সামিয়া)
— ইয়ে মানে আ আমার না একটা মেয়েকে অনেক অনেক ভালো লাগে রে
বলতে পারিস তাকে আমি ভালোবেসে ফেলছি (অভ্র)
অভ্রর কথা শুনে তো সামিয়ার মনটা আনন্দে ভরে গেল সামিয়া ভাবছে
–আমি ছাড়া তো অভ্র কারো সাথেই কথা বলেনি তার মানে অভ্র আমাকেই ভালোবাসে?
–কি রে কি ভাবিস? (অভ্র)
— কিক কি ভাবি?
কই কিছুনা তো
তুই কাকে ভালোবাসিস বল তো শুনি (সামিয়া হেসে হেসে)
–বলবো? (অভ্র)
— হ্যা বল (সামিয়া)
— ইতুকে ভালোবেসে ফেলছি রে
তুই প্লিইইইইজ ওকে গিয়ে বলনা
আমি সত্যি ওকে খুব ভালোবাসি (অভ্র খুশি মনে)
আর অভ্রর মুখে অন্য কারো নামটা শুনেই মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়
বুকটা কেমন যেন করে ওঠে সামিয়ার
তবুও মুখে মলিন হাসি টেনে বলে
–সত্যি বলছিস তুই ইতুকে ভালোবাসিস?
–হ্যা রে অনেক (অভ্র)
–ওকে চিন্তা করিসনা আমি কালকেই ইতুকে বলবো (সামিয়া)
— থ্যাঙ্কু দোস্ত (অভ্র খুশি হয়ে)
–অভ্র আজ উঠিরে বাসায় যেতে হবে (সামিয়া)
— এখনই চলে যাবি?
আচ্ছা যা (অভ্র)

সামিয়া চলে আসে
রাতে বালিশে মুখ গুঁজে খুব কান্না করছে সামিয়া আর ভাবছে
আসলে ভুলটা আমারই সেদিন সরাসরি অভ্রকে ভালোবাসি বললেই ভালো হতো
এসব ভাবছে তখনই অভ্রর ফোন
চোখটা মুছে ফোনটা ধরে সামিয়া
— হ্যা বল
–মনে আছে তো কালকে ইতুকে বলবি কিন্তু (অভ্র)
— হ্যা বলবো
বাই
বলেই ফোনটা কেটে দেয় সামিয়া
জোরে জোরে কান্না করে আবার আর ভাবে আমি অভ্রকে ভালোবাসলেও অভ্র আমাকে শুধু ভালো বন্ধুই ভাবে
থাকিনা পাশে বন্ধু হয়েই ওর খুশিতেই আমি খুশি
চোখমুখ মুছে নিজেকে শক্ত করে সামিয়া আর ভাবে অভ্রর খুশির জন্য আমি সব করতে পারবো সব
রাতে আর ঘুম হয়না সামিয়ার
পরদিন টাইম মতো ভার্সিটিতে যায় সামিয়া গিয়ে দেখে অভ্র গাছের নিচে বসে আছে
অভ্রর সাথে ক্লাস করতে চলে যায়
ক্লাসে বারবার অভ্র খোঁচায় সামিয়াকে আর বলে
–কি রে বলনা ইতুকে
সামিয়া অভ্রকে থামিয়ে দিয়ে বলে
–সময় হলেই বলবো তুই চুপ থাক
এক বোতল রাগ করে অভ্র বাসায় চলে যায়
ক্লাস সব শেষ সামিয়া ক্যাম্পাসের মাঠে এসে দেখে ইতু ফ্রেন্ডদের সাথে বসে আছে
–ইতু তোর সাথে কিছু কথা ছিল (সামিয়া)
— আরে ক্ষ্যাতের বান্ধবি যে
তা কি কথা বল (ইতু)
— উঠে আয় (সামিয়া)
ইতু উঠে আসে
–এবার বল (ইতু)
–ইতু অভ্র তোকে অনেক অনেক ভালোবাসে তুই কি ওকে মেনে নিবি? (সামিয়া)
— কিইইইইই ঐ ক্ষ্যাতটা মানে অভ্র আমাকে ভালোবাসে হিহিহি (ইতু)
–সত্যি রে আমাকে শুধু তোর কথা বলে
অনেক ভালোবাসে তোকে (সামিয়া)
— তাই?
তাহলে ক্যাম্পাসে সবার সামনে আমাকে প্রপোজ করতে বলিস যদি পারে তো আমি ওকে ভালোবাসবো (ইতু)
–আচ্ছা বলবোনি (সামিয়া)
ইতু চলে যায়
বাসায় এসে সামিয়া অভ্রকে ফোন দেয়

–ফোন দিছিস কেন? (অভ্র অভিমানি সূর)

–কেন আমি কি ফোন দিতে পারিনা? (সামিয়া)

— না

কি বলবি তারাতারি বল (অভ্র)

— ইতু তোকে ভালোবাসবে যদি,,,,,,, (সামিয়া)

— যদি কি বল বল (অভ্র চেচিয়ে)

–যদি ওকে তুই কালকে ক্যাম্পাসে প্রপোজ করতে পারিস (সামিয়া)

— সত্যিইইইই বলছিস তুই!!

আমি পারবো কালকেই প্রপোজ করবো

বলেই অভ্র ফোনটা কেটে দেয়

অপরদিকে সামিয়ার মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় চোখটা ভিজে যায় ওর

পরদিন অভ্র চুল ভালো করে পরিপাটি করে সেই ঢিলেঢালা পোশাক পড়ে ভার্সিটি চলে আসে

হাতে একটা লাল গোলাপ

অভ্র দেখে ইতু ফ্রেন্ডদের সাথেই দাড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে

–ইইইতু তোমার সাথে কিছু কথা ছিল (অভ্র)

— এক মিনিট

ভাই ও বোনেরা সবাই এগিয়ে আসুন প্লিইইইইজ(চেঁচিয়ে ইতু সবাইকে বলল)

ক্যাম্পাসের অনেকে এসে ভীড় জমালো

এবার বলো কি বলবে (ইতু)

অভ্র গোলাপটা ইতুর দিকে বাড়িয়ে বলল

— ইতু,,,,, ভার্সিটির প্রথম থেকেই তোমাকে খুব ভালোলাগে

তোমার রাগি রাগি চেহারাটা খুব ভালোলাগে

আমি তোমাকে ভালোবাসি ইতু

——— ঠাসসসসসসস

(অভ্রর গালে ইতু একটা কষে থাপ্পর দিল)

চারদিকে হাসির রোল পরে গেল

–ভালোলাসা!

হিহিহি তোকে?

একটা ক্ষ্যাতকে?

তুই ভাবলি করে করে তোর মতো ছেলেকে ইতু ভালোবাসবে!

নিজেকে আয়নায় দেখেছিস কখনো?

ক্ষ্যাত কোথাকার

আরো অনেক কিছু বলে খুব অপমান করে অভ্রকে

অভ্রর সহ্য হলেও এসব সহ্য করতে পারেনা সামিয়া কান্না করতে করতেই চলে যায় বাড়িতে

আর ক্যাম্পাসের সবাই তখন মজা লুটতে ব্যস্ত

মাথাটা নিচু করে একপা একপা করে বাড়ির পথে চলে যায় অভ্র

রাতে বসে বসে অভ্র ভাবে

— আচ্ছা আমার কোথাও কি লেখা আছে আমি ক্ষেত?
ঢিলেঢালা ময়লা পোষাক আর চুলটা ভদ্রতার জন্য ডান দিকে সিঁথি কথাটাই কি ক্ষেত?
চুলে তেল ব্যবহার করাটা কি খারাপ?
হাহাহা হয়ত তাই
অপরদিকে সামিয়ার খারাপ লাগার কথা কারণ তার ফ্রেন্ড অভ্র এতোটা অপমানিত হল কিন্তু ওর কেন জানি খারাপ লাগছে না বরং ভালো লাগছে এই ভেবে যে
হয়ত শেষ মেষ এই ক্ষ্যাত টা আমারই হবে
এসব ভাবছে আর হাসছে সামিয়া
পরদিন পরদিন ভার্সিটিতে একটা কালো গাড়ি ঢুকে সবাই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে
খুব দামি গাড়ি দেখেই বুঝা যাচ্ছে
সবাই উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে
গাড়ি থেকে কোর্ট পরা একজন ভদ্র লোক নামলেন সাথে একটা ছেলে সবাই শুধু হাঁ করে চেয়ে আছে ঠিক যেমন ভাবে প্রথম দিন সবাই চেয়েছিল সেরকম ভাবেই
ভদ্র লোক আর ছেলেটা প্রিন্সিপালের রুমে চলে গেলেন তারপর কিছু কথা বলে চলে গেলেন লোকটি
-may i come in sir ?
(কথাটা শুনেই সবাই সেদিকে তাকালো সবাই)
হাআআআ করে চেয়ে আছে সবাই
নীল শার্ট, চুল স্পাইক করা, দাড়িটা সুন্দর করে ছাঁটা এক কথায় পুরাই হিরো
-yes come in কিন্তু তুমি কে? (স্যার)
— কি বলেন স্যার আমাকে ভুলে গেলেন
আমি ক্ষ্যাত স্যার মানে অভ্র (অভ্র)
–তুত তুমি অভ্র!! এই পোশাকে! (স্যার অবাক হয়ে)
— জি স্যার আমি
আসলে আমার বাবা শ্রমিক না আমার পরিবার আমেরিকা থাকে বাবা এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্টস এর ব্যবসা করে
আসলে বিলাশীতা আমার ভালো লাগেনা তাই সাধারণ থাকার চেষ্টা করতাম
বাট আপনাদের আপডেট সমাজে এর দাম নেই তাই আমিও আপডেট হয়ে এলাম (অভ্র)
বলেই পিছে গিয়ে বসে পড়ল
সবাই শুধু অবাক চোখে চেয়ে আছে আর ইতু তো অবাকের এক হাত উপ্রে আর সামিয়া কিছু বুঝতেই পারছেনা
ক্লাস শেষ হতেই অনেক ছেলে এসে অভ্রকে বন্ধু হওয়ার প্রপোজাল দিচ্ছে অভ্রও হাসিমুখে গ্রহন করছে
আর ইতু আপসোস করছে
ক্লাস আরেকটা শেষ করেই অভ্র বাইরে এসে আবার সেই গাড়ি করে চলে যায়
এভাবে কয়েকটা দিন চলে যায়
এখন অভ্রর অন্নেক ফ্রেন্ড আর সামিয়ার এতে খুব কষ্ট হচ্ছে কারণ অভ্র এখন সামিয়ার সাথে কথাই বলেনা সামিয়া ভাবে বড়লোকরা বুঝি এমনই হয়?
পরদিন ক্যাম্পাসে অভ্র বসে আছে ঠিক তখনই
–অভ্রোওওও (ইতু)
— আরে ইতু তুমি বলো? (অভ্র)

— আমি স্যরি অভ্র সেদিন তোমাকে অনেক অপমান করেছি বলে (ইতু)

— আরে না না ঠিক আছে (অভ্র)

–আমার সাথে একটু বেড়াতে যাবে? (ইতু)

— ঠিক আছে চলো

অভ্রর ব্যান্ড নিউ বাইকে করে ইতু নদীর পারে আসে ঘুড়তে

আর অপরদিকে অভ্রর সাথে ইতুকে দেখে খুব কষ্ট পায় সামিয়া

ভাবে

যখন অভ্রর কোন ফ্রেন্ড ছিলোনা তখন আমিই ছিলাম সব আর আজ অভ্রর অনেক ফ্রেন্ড শুধু আমাকেই ভুলে গেছে

এখন ইতু অভ্রর আশেপাশেই থাকে অভ্রর খুব কেয়ার করে একসাথে ঘুড়তে যায় একসাথে আড্ডা দেয় অভ্রর অনেক অনেক ফ্রেন্ড খুব মজা করে সবাই

আর সামিয়া এক কোণে বসে চোখের জল মুছে আর ভাবে অভ্রকে নিয়ে

লেকের পাড়ে বসে আছে অভ্র আর ইতু তখন

–অভ্র তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাসো? (ইতু)

— হুম খুব (অভ্র)

–আমিও তোমাকে ভালোবাসি অভ্র (ইতু)

— এভাবে বল্লে হবেনা আমাকে সুন্দর করে ফিল্মি ভাবে প্রপোজ করবে পারবে কি? (অভ্র আবদারের সুরে)

–হ্যা বাবু পারবো (ইতু)

–ওকে তাইলে কালকে খুব সাজুগুজু করে ভার্সিটিতে এসে আমাকে প্রপোজ করবা কেমন (অভ্র)

— আচ্ছা তাই করবো আমার পাগলটা (ইতু)

— হিহিহি আমিতো তোমারই পাগল (অভ্র)

তারপর কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে যায় দুজন

পরেরদিন ভার্সিটি বসে আছে সবার সাথে অভ্র

অভ্র দেখলো ইতু খুব সেজে ওর দিকেই আসছে তারপর

–অভ্র উঠে এসো (ইতু)

— হ্যা আসছি

ভাই ও বোনেরা সবাই একটু এগিয়ে আসুন (অভ্র চেঁচিয়ে)

সবাই এগিয়ে এলো

–এই বাবু লজ্জা লাগছে তো (ইতু মাথাটা নিচু করে)

–আর লাগবে না এবার প্রপোজ করো (অভ্র)

ইতু ফুলটা অভ্রর দিকে বাড়িয়ে অভ্রকে বলল

–আমি তোমাকে ভালোবাসি অভ্র

–কি বললে জোরে বলো (অভ্র)

— আমিই তোমাকে ভালোবাসি (ইতু)

–জোরে বলো শুনিনি (অভ্র))

–আমিইইই তোমাকেএএএ ভালোওওও বাসিইই (ইতু চেঁচিয়ে)

— ঠাসসসসসস

(কষে চড় বসিয়ে দেয় অভ্র,,,,,, ইতুর গালে)

হেহেহে ভালোবাসো আমাকে?

কি বলেছিলে সেদিন মনে পড়ে?

আমার মতো ক্ষ্যাত ছেলেকে ভালোবাসবে তুমি?

আরে তুমি আমাকে না আমার চেহারাকেও না ভালোবেসেছো টাকাকে

যে আমার সাধারণত্ব কেই ভালোবাসতে পারেনা সে কখনোই আমাকে ভালোবাসে না

অভ্র পাশের ভীড়ের মাঝে তাকিয়ে দেখে সামিয়া দাড়িয়ে আছে

–এই সামিয়া এদিকে এসো (অভ্র)

সামিয়া আসছে না

–কি হলো ডাকছি না কাছে এসো (অভ্র চেঁচিয়ে)

ভয়ে ভয়ে সামিয়া অভ্রর কাছে আসতেই অভ্র সামির হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে বুকে টেনে নিল

–এই মেয়েটাকে দেখো

ভালোবাসার মানে কি এই মেয়েকে দেখে শিখো

মেয়েটা আমার কিছুই ছিলনা দেখেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল

যেদিন তোমরা আমাকে অপমান করেছিলে সেদিন এই মেয়েটাই আমার পাশে ছিল

মেয়েটা আমাকে অনেক ভালোবাসে তবে মুখ ফুটে বলতে পারেনি

তোমাকে ভালোবাসি বলতে বলেছি আর মেয়েটা নিজের ভালোবাসাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে খুশি করতে চেয়েছে

আমার কিছু নেই জেনেও ভালোবেসেছে

আর যে আমার কিছু নেই দেখেও আমাকে ভালোবাসতে পারে আর যাই হোক এ ভালোবাসাকে অবহেলা করলে আমার মত হতভাগা আর কেউ হবেনা

ইতু চেহারা দেখে না টাকা দেখে না মন দেখে ভালোবেসো

একটা ছেলে ভদ্র ভাবে থাকে বলে তাকে ক্ষ্যাত বলোনা কেমন

আমি আমার প্রকৃত ভালোবাসা পেয়ে গেছি বলেই অভ্র সামিয়ার হাতটা শক্ত করে ধরে চলে যাচ্ছে

আর সামিয়া অবাক চোখে শুধু অভ্রর দিকে চেয়ে আছে

থাকুক না চেয়ে,,,,,,,,,,,,,, কিছু কথা না বুঝাই ভালো

,,,, ভালোবাসা এমনই,,,,,,

???? ????? ????????

রিনি দাড়াও (আমি)

– হুমম বলো?(রিনি)

– আই লাভ ইউ?(আমি)

ভাবছিলাম চড় মারবো কিন্তু মারলো না। ভালোই হইছে মারে নাই। কিন্তু এটা কি ও তো লাঠি নিয়া আসতাছে? কি করবো বুঝতাছি না। দাড়িয়ে থাকবো নাকি দৌড় দিবো।

দশ সেকেন্ড সময় নিলাম ,

নাহ আমার ভালোবাসার দরকার নাই। জুতাটা হাতে নিয়া দিলাম দৌড়। পেছন থেকে,

– কই যাস আয় তোরে ভালোবাসা দেই।(রিনি)

– দরকার নাই তোর ভালোবাসার তুই থাক।(আমি)

দুইদিন পর আবার যাইতাছি,

আজকে মনে হয় কপালে শনি আছে,

ওই দিকে রিনি বসে আছে ,ওর কাছে গেলাম। কিন্তু নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে যাতে পালাতে পারি।

– রিনি(আমি)

– হুমম বল?(রিনি)

– রেগে আছিস?(আমি)

– না বল?(রিনি)

– রেগে নাইতো? (আমি)

– না বললাম তো?(রিনি)

– আই লাভ ইউ?(আমি)

আজকে একটা চড় মারলো বাম গালে,

– রিনি? (আমি)

– এই দিকে আয়? (আমি)

– কি? (রিনি)

– দেখতো ডান গালে কি যেন হইছে না।(আমি)

– কই দেখি। কিছু নাই তো?(রিনি)

– এই গালে একটা থাপ্পড় মার।(আমি)

– কেন?(রিনি)

– আম্মু বলছে এক গালে থাপ্পড় মাড়লে বউ মরে।(আমি)

ঠাসস করে একটা চড় মেরে রিনি চলে গেল।

,

ওহ আমি সানভি আহমেদ সাকিব। ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

আর ও হলো রিনি । অনেক রাগি একটা মেয়ে, সবাই ভয় পায় কিন্তু আমি পাই না। আমি তো ওকে ভালোবাসি তাই ভয় পাইনা। মাঝে মাঝে অবশ্য একটু ভয় পাই তখন দৌড় দেই।

তারপর দুইদিন কলেজ যাইনা তখন ওর আর রাগ থাকেনা।
আবার তখন একটা কান্ড বাধিয়ে ফেলি।

,
পরেরদিন আবার কলেজ গেলাম,
রিনিরে দেখলাম এদিকেই আসতাছে,
– রিনি আই লাভ ইউ?(আমি)
– তোর কি এইটা ছাড়া আর কোনো কথা নাই। (রিনি)
– আছে তো?(আমি)
– কি? (রিনি)
– আগে আমার কথার উত্তর দে?(আমি)
– আই হেট ইউ।(রিনি)
– আচ্ছা যা আর তোরে আই লাভ ইউ কমুনা।(আমি)
– সত্তি??(রিনি)
– হুমম।(আমি)
রিনির চোখে খুশির আভাস দেখতে পেলাম।মনে হয় অনেক খুশি হইছে। কিন্তু আমি তো তোরে খুশিতে থাকতে দিবোনা ।

,
পরেরদিন,
– রিনি আই লাভ ইউ?(আমি)
– ধুরর।(রিনি)
– বিরক্ত হচ্ছিস।(আমি)
– অনেক বিরক্ত হচ্ছি?(রিনি)
– তাহলে আমি আরো বিরক্ত করবে?(আমি)
রিনি দুইটা চড় মেরে উঠে গেল। সেইদিনের পর থেকে মারলে দুইটা করে মারে। একটা খেলে আরেকটা বিনামূল্যে।
কেন যে বলতে গেছিলাম।

,
বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল নটায় ঘুম ভাংলো।
আজকে খাইছে প্রোপোস করতে পারুম না মনে হয়।
তারাতারি খেয়ে কলেজে আসলাম,
রিনি ক্লাসে চলে গেছে আজকে আর হইলো না। খারাপ লাগতাছে।
ক্লাস শেষে বাইরে এসে,
– কিরে মন খারাপ নাকি?(রিনি)
– এতোক্ষন ছিলো তবে এখন ভালো হয়ে যাবে?(আমি)
– কিভাবে/?(রিনি)
– আই লাভ ইউ।(আমি)
অতঃপর আরো দুইটা চড় খেয়ে আমার গালটা লাল হয়ে গেল।
– রিনি?(আমি)
– কি?(আমি)

– আর ছটা হলে হাফ সেন্চুরি? (আমি)

– কিসের হাফ সেন্চুরি? (রিনি)

– চড়ের।(আমি)

রিনি মুচকি হেসে চলে গেল। আমি আবারো খাইলাম। ক্রাশ খাইলাম আরকি।

এই হাসিটা দেখার জন্য সারাজিবন চড় খাইতে পারি?

তারপর আরো দুইবার প্রোপোস। কিন্তু কপাল খারাপ চড় ছাড়া আর কিছু জুটে নাই কপালে?

তবুও ভালোবাসি। কি করবো এখন আর। তুই বুঝলি না।

যদি ভালো নাই বাসে তাহলে ডিরেক্ট বলে না কেন?

,

দুইদিন পর আবার কলেজ গেলাম। কিন্ত রিনি কোথাও নাই।

ফোন দিলাম, ফোন বন্ধ। টেনশন হচ্ছে? কি হলো মেয়েটার কলেজ তো কখনো মিস দেয়না। কলেজের অলি গলি ক্লাস রুম সব খুজে দেখলাম কোথাও নাই। ওর বান্ধবিদের কাছে খোজ নিলাম নাহ কেউ কিছুই জানে না বলতাছে।

শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম পুকুর পাড়ে।

কিছুক্ষণ পর খিলখিল করে হাসির শব্দ পেলাম। দেখলাম

রিনি আর তিনজন মেয়ে হাসতাছে আমার অবস্থা দেখে,

আমাকে বোকা বানানো হইছে,

তবুও ভালো লাগতাছে সামনে দেখতে পেয়ে।

রিনি আর মেয়ে তিনটা আমার কাছে আসলো?

– খুব মজা না?(আমি)

– হুমম। অনেক মজা?(রিনি)

– খুব ভালোবাসিস আমাকে তাইনা?(রিনি)

– হুমম খুব বেশি ভালোবাসি?(আমি)

ভাবলাম এবারে কাজ হবে?

– কিন্তু আমি তো বাসি না।(রিনি)

– জানি তো?(আমি)

– তাহলে কেন ভালোবাসিস।?(রিনি)

– ভালোবাসি তাই।(আমি)

– আমার খালাতো বোন। শিমু, রিহা ,নিশাত। আর ও হলো সানভি।আমাকে প্রতিদিন প্রোপোস করে আর প্রতিদিন কি পায় জানিস।

ওরা তিনজন বলে উঠলো – কি? ??

রিনি আমার কাছে আসলো তারপর এক গালে একটা চড় মেরে চলে যেতে লাগলো।

– রিনি?(আমি)

– কি?(রিনি)

– এই গালে দিয়ে যা?(আমি)

– রিনি কিছু বললো না এগিয়ে এসে আরেকটা চড় মেরে চলে গেল।

এতটা অপমান না করলেও পারতো ।ওর বোনদের সামনে এভাবে অপমান করলো? ভালোবাসলে পারতো না । ও তো আমাকে ভালোই বাসে না আর কি পারবে না। তবুও এমনি মারে ঠিক আছে কিন্তু ওদের সামনে ?? তবুও ভালোবাসি।

,

বাসায় এসে ভাবতাছি ,

আমি কি এতটাও খারাপ নাকি?আমি কি দেখতে এতোটাও খারাপ যে এতটা অপমান করলো? আয়নার সামনে দাড়িয়ে আছি আর নিজেকে দেখতাছি। আমি তো দেখতে এতটা খারাপ না।তাহলে কেন ভালোবাসলো না আমাকে।

,

যাকগে যা হইছে হইছে আমিও আর যাইতাছি না ওর সামনে।

আমার নিজের ও একটা মান সম্মান আছে। আমার নিজের ও যোগ্যতা আছে।

একটু বেশি ভালোবাসছিলাম তো তাই বুঝলো না। বুঝবে একদিন ঠিকই বুঝবে?

,

তারপর কিছুদিন কলেজ যাওয়া বন্ধ। নিজেকে শক্ত করতাছি যাতে ওকে সামনে পেলেও কথা না বলতে পারি।

পনের দিন পর ,

আজকে কলেজ যাইতাছি ।মনে হাজারো প্রশ্ন উকি মারতাছে। কি বলবে দেখা হলে নাকি আবার অপমান করবে? ভাবতে ভাবতে কলেজে এসে গেছি।

রিনি আমাকে দেখা মাত্রই এগিয়ে আসলো,

আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

– আমি সরি আসলে সেদিন বেশি খারাপ ব্যাবহার করেছি তোর সাথে? (রিনি)

– না ঠিক আছে। আমি তো ওটার ই যোগ্য ।আমিই সরি তোকে এতোদিন ডিস্টার্ব করার জন্য ।(আমি)

বলেই চলে আসলাম। আমার তো ভালোবাসার ও অধিকার নাই। থাকলে আজকে জড়িয়ে ধরে বলতো ভালোবাসি। শুধু সরি বলে সব কিছু শেষ করে দিতোনা।

,

ভাবছিলাম আর কলেজ যাবোনা। যাই ও নাই ছয় মাস।

কিন্তু পরিক্ষা শুরু হয়ে গেল তাই আবার যেতে হলো,

প্রায়ই দেখা হয় পরিক্ষার মধ্যে। আগে গেলে কথা বলতে হবে ওর সাথে তাই ৫ মিনিট লেট করে যাই। তাহলে আর কথা বলতে হয়না। আবার পরিক্ষা শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগেই খাতা জমা দিয়ে চলে আসি যাতে আর দেখা না হয়। কারন আমি জানি যতই ভুলে থাকতে চাইনা কেন ভালোবাসি এখনো। কিন্তু ও তো বাসে না। হয়তো এখন বাসে কিন্তু সময় চলে গেছে।

শেষ পরিক্ষার দিন কলেজ থেকে জানালো সবাই মিলে পিকনিক এ যাবে। পিকনিক এ যাবার কারনটা আমি। কারন আমি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে ।যে ছেলে সারা কলেজ মাতিয়ে রাখতো সেই ছেলে আজ কারো সাথে কথা বলে না। বলতে গেলে বোবা হয়ে গেছে?

আমাকে পিকনিক এর কথা বলায় আমি সরাসরি না করে দিয়েছিলাম। কিন্তু স্যার আমার মাকে ফোন দিয়ে রাজি করায়। তবুও আমি না করি কিন্তু মা শোনেনা। আমাকে যেতেই হবে তাই নির্দিষ্ট দিনে যথার্থ প্রস্তুতি নিয়ে গেলাম।বাস ছাড়ার আধা ঘন্টা আগে সবাই উপস্থিত শুধু রিনি ছাড়া।

যাক ভালোই হইছে দেখা হবেনা। বাসে উঠে সবাই যার যার জায়গা নিয়েছে শুধু আমার পাশের সিটটা খালি। বুঝতে পারলাম এই সিটটাই রিনির। কিন্তু আমার পাশেই কেন?

বাস ছাড়ার ৫ মিনিট আগে রিনি এসে উপস্তিত।বাসে ঢুকতেই আবার ক্রাশ খেলাম কিন্তু ক্রাশ টা খেতে দিলাম না ।মনটাকে স্থির করলাম আর না। আমার পাশে বসলো রিনি।

– স্যার, (আমি)

– হ্যা বলো(স্যার)

– আমি আমার সিটটা বদল করতে চাই?(আমি)

– কেন?(স্যার)

– প্রবলেম আছে স্যার। ,(আমি)

– কিন্তু এখন তো চেন্জ করা যাবেনা।(স্যার)

– আচ্ছা?(আমি)

কি আর করা এখন এভাবেই যেতে হবে?

– আমাকে এতো ইগনোর করছো কেন?(রিনি)

– আপনাকে কেন ইগনোর করবো?(আমি)

– ওই আপনি কে তুমি বলবি??(রিনি)

– সরি পারবো না??(আমি)

– কেন পারবি না?(রিনি)

– আপনি আমার কে হন যে আপনাকে তুমি বলতে হবে?(আমি)

– আমি সরি সত্তি বলতাছি তুমি চলে যাওয়ার পর বুঝসি তুমি কি ছিলা। আমি সত্তি তোমাকে ভালোবাসি?(রিনি)

– যখন সময় ছিলো তখন বুঝেন নাই এখন বলে কি লাভ। (আমি)

– সময় কি চলে গেছে? (রিনি)

– হুমম চলে গেছে?(আমি)

– তাহলে কেন ভালোবাসতে বাধ্য করলা? কেন শত অবহেলা অপমান চড় খাওয়ার পর ও ভালোবাসি বলে পেছন পেছন ঘুরতা।কেন কিছু না বলা সত্তেও ভালোবাসি বলতা।এখন আমি ভালোবাসছি তাই চলে যাচ্ছ।(রিনি)

– আমি কাউকে বাধ্য করিনি । ভালোবাসতাম তাই পিছনে ঘুরছি কিন্তু তখন সে দাম দেয় নাই এখন আর কি?(আমি)

– আমি তোমাকে ভালোবাসি। কথা দিতাছি আর কখনো তোমাকে কষ্ট দেবোনা। আমাকে একটা সুযোগ দাও তোমাকে ভালোবাসার।(রিনি)

বলেই আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।আর কাদতে লাগলো।

এখন আর আমার সাধ্য নেই ওকে সরিয়ে দেওয়ার।

চাইলেই ওকে অপমান করতে পারতাম কিন্তু করি নাই।কারন ভালোবাসছিলাম তো সরি ভালোবাসি?

,

আসলে ছেলেরা এমনই শত অবহেলা শত অপমান সত্তেও নিস্বার্থ ভাবে ভালোবেসে যায়।

?? ?? ??

ওই ওঠ ওঠ কোচিং এ যাবি ওঠ…
সকাল সকাল আইছে বিরক্ত করতে মুটকি টা…
মারিয়া মানে আবার আপুর ডাকে ঘুমটা ভাঙল, আজকে না
প্রতিদিনই একই কাজ করে একদিন শান্তি নাই…

`

ঘুম থেইকা উইঠা যেই ব্রাশ করতে যামু ঠিক ওইসময় মনে পরল আজ
তো শুক্রবার.. পুরা মাথা গরম হইয়্যা গেছে…
– ওইতত তুই জানস না আজকে শুক্রবার, ডাক দিলি ক্যা? (আমি)
-.. … (জিহ্বায় কামড় দিয়া উঠল ঠিকিই তো)
– ওই কথা কস না কেন..?
– আরে ভাই প্রতিদিন ডাকতে ডাকতে অভ্যাস হইছে তো তাই,
আর এত্ত ঘুমাইতে নাই ৬ ঘন্টাই এনাফ…
– চুপ আর জ্ঞান দিতে হইব না..
`

২.
এই তো গেলো আমার বোনের কাহিনী এখন আসি মেইন
কাহিনীতে…
`

সকাল সকাল উঠিয়া কলেজ এ গেলাম..
যাইয়্যা দেহি সব মামুরা আড্ডা দিতাছে ভিতরে, যাই হোক
আমিও যোগ দিলাম..
কিচ্ছুক্ষণ পর সাদিয়ার আগমন..
আহা আমার বান্ধবী কিন্তু গোপন কথা আমি ওরে ভালোবাইসা
ফেলছি…
`

প্রেমে পইরা আজকাল অনেক দুষ্টামি কমাইছি..
আগে সপ্তাহে ১দিন হইলেও প্রধান শিক্ষকের কক্ষে যাইয়্যা
নালিশ শুনতে হইত আর এখন মাসেও একবার যাইতে হয়না..
`

প্রায় ৩মাস ঘুরছি ওর পিছনে, প্রথম ভালোবাসা ঠিক টের
পাইছিলাম যখন আমার প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও ওকে দেখার
জন্য কলেজে গেছিলাম, সবচেয়ে বেশী ওর কথা মনে পড়া, সব
কিছু এলোমেলো হওয়া ঠিক পাগলের মত… যেটা শুধু প্রেমে

পরলেই হয়…
`
– ইয়ে মানে একটু শুনবা (আমি)
– বলো ঢং করার কি আছে (সাদিয়া)
– না মানে কিছুনা…
ভয়ে কিছু বলতেই পারিনা, সত্য বলতে সব ভুইলা যাই.. আমি
জানি সাদিয়া জানে যে আমি ওকে ভালোবাসি.. যাই হোক
পরে বলবনি..
`
কিছুদিন পর…..
না আর থাকতে পারছি ইদানীং সাদিয়াও আমাকে একটু বেশীই
গুরুত্ব দিচ্ছে, আমার বলে দেওয়াটাই ঠিক হবে…
তাই ওকে বলেই দিলাম, আর সাথে সাথে আমাকে হ্যা বলে
দিছে…
বিরাট খুশি হইছি হিহিহি…
`
এইতো রিলেশনের এক মাস খুব ভালই চলছিল , ও আমাকে কোনো
মেয়ের সাথে কথা বলতে দিত না আর কথা বলতে দেখলেই হইছে
রাগে ফুইলা থাকত.. দিন রাত কথা চলত ফেসবুকে আইসা শুধু ওর
সাথেই কথা বলতাম.. সাথে রোমান্টিক গল্প পড়তাম..
`
যাই হোক এইদিকে বন্ধুবান্ধব বলে সাদিয়া কেমন জানি ওদের
সাথে ভাব নেয়, আগে ওর কোনো দামই ছিলোনা কলেজে আর
এখন এত্ত ভাব…
`
এইসব কথায় আমি কান দিতাম না কারণ কেওই পারবে না
ভালোবাসার মানুষের নামে খারাপ শুনতে যতক্ষণ না সে
দেখছে ওটা…
`
– হ্যালো ইরফান (সাদিয়া)
– কেহ? (মারিয়া)
– ইয়ে মানে আপু ইরফান কে একটু দিতে পারবেন?
– ও তো ছাদে গেছে ওয়েট ডেকে দিচ্ছি..
`
– হ্যালো (আমি)
– হুম শুনো আমি ব্রেকাপ চাই (সাদিয়া)
– হাহা! কি বলো এইটা তো দেখি পুরো ফেসবুকের গল্প গুলার মত

হয়ে গেলো..
– এইসব ফালতু কথা বাদ দেও, তোমার সাথে রিলেশন রাখব না
ব্যাস.
– কি দোষ করছি আমি?
– সব দোষ আমার যে তোমার মত ক্ষেত চরিত্রওয়ালার সাথে
রিলেশন করছি…
– তারপর..? (২টা লাইন বুক চিরে দেয় আমার)
– তারপর আর চেহারা দেখতে চাইনা তোমার.. (টু টু টু)
`
কয়েক ফোটা পানি গড়িয়ে পরল। এইসব কি হল বুঝলাম না ১মাস
গেল আর আগে না বলে এখন এত্ত সহজে বইলা ফেল্ল এইসব…
`
আমারো মাঝ খান দিয়ে সহেন্দ হইছে, মেয়েটা হাইফাই এ
আসক্ত…
`
আমার কিচ্ছু করার নেই, মন চাইছিলো কলেজের সবার সামনে
থাপ্পড় মারতে কিন্তু এইটুক ও পারব না। এই কয়েকদিনেই খুব আপন
করে নিছে ওকে, ঘৃনা করাটা এত্ত সহজ হতে পারেনা, কিন্তু
স্রতি গুলো আরো বেশী কষ্টে দেবে আমায়…
`
কয়েকদিন কলেক কোচিং সব বন্ধ রাখলাম..
মারিয়া ঠিকিই এসব আচ করতে পেরেছে, তাই আমাকে বলল কি
হইছে রে ভাই..
– কিচ্ছুনা..
– আমাকেই বলবিনা বাহ.. এত্তটা পর আমি..
– ওই কুত্তি এমনেও জানস আমি কত্ত ইমোশনাল এর উপর এইসব কস
ক্যা..
– আচ্ছা সরি এবার বল…
ওই যে সাদিয়া, ও আমারে বলছে ব্রেকাপ আমি নাকী ক্ষ্যাত,
এইসবের কোনো মানে হয়..?
– কিহ, ওইটারে কালকেই কলেজ এ যাইয়্যা থাপ্পড় দিয়া আসমু..
– আমিও ভাবতাছিলাম এইটা কিন্তু তুই কিছু করিস না…
`
রাতের বেলা…
সিফিন আপুর (খালাত বোন) ফোন..
– কিরে ভাই কি হইছে?
– কই কি হইছে!

– লুকাস ক্যা, মারিয়া সব বলছে আমারে শুন থাপ্পড় মারার দরকার নাই, আর শুনলাম তুই নাকী বলছছ ওরে আরো শাস্তি দিবি..
– হুম দিমুনা মানে অবশ্যই দিমু..
– নাহ! এইসব করলে তোর আর ওই মেয়ের মধ্যে কোনো পাথ্যর্ক থাকবে না… ওই মেয়ে নিজের পাপের শাস্তি নিজেই পাবে তুই ধৈয ধর আর পড়ালেখায় মন দে…
– হুম তাই তো ওকে…
`
(কলেজের সেই সবচেয়ে ফাজিল ছেলেটা বন্ধমহল মাতিয়ে রাখত আজ সে কবি টাইপের হয়ে গেছে.. তার ফেসবুকের পোষ্ট গুলো দেখেই বুঝা যায়..)
`
এইসব রিলেশনের কথা গুলো ভুলানোর জন্য ফেসবুকে সময় দিতে লাগলাম টুকটাক কবিতা মাথায় আসত ওগুলা লিখে পোষ্ট দিতাম…
ধীরে ধীরে গল্প লেখা শুরু করলাম..
এই সুবাদে অনেকের সাথে পরিচিয় হলো..
তাছাড়া প্রশংসা ও পাচ্ছি তাই দিনগুলো ভালই যাচ্ছিল..
কয়েক মাসেই বেশ ভালো লিখা শুরু করলাম, নাম ও ছরাতে লাগল কলেজের সবাই বেশ মুগ্ধ তা তাদের কথা শুনেই বুঝা যায়…
`
সাদিয়ার কানে এইসব যাচ্ছে .
– কিরে ইরফান তো দিন দিন পপুলার হয়ে যাচ্ছে (নিধি)
– তো আমার কিহ.. হাহ চার পাঁচজন চিনলেই হয় নাকি বাদ দে ফালতু…
`
সাদিয়াও ফেসবুকে ঢুকে অনেকদিন পর আর ঢুকেই সেই নামটি ‘Md Irfan Robo’ এইটি আনব্লক করে..
তারপর ওর লেখা গল্প গুলো পরতে থাকে, নিজের অজান্তেই ও ওর গল্পের প্রেমে পরে যায়, ওর সাথে কথা বলতে চাইলেও পারেনা…
`
৩.
আজ নুসরাত আপু ফোন দিল(ফেসবুকে পরিচর পরে বাস্তব)
– কিরে ভালো আছিস..?
– হ্যা আপু, তুমি?

– আমি সবসময়ই থাকি, আচ্ছা শুন তোর জন্য সু:সংবাদ আছে!
– কি?
– এক ডাইরেক্টর তোর লেখা গুলো পছন্দ করছে, তোর সাথে কাজ করতে চায়..
– কি বলো আপু তাই নাকি,
– হ্যা রে ভাই, তুই কাল এই ঠিকানায় চলে আসিস…
`
হ্যা ওই ডাইরেক্টরের সাথে মিলে কয়েকটা নাটকের গল্প লিখে দেই, বেশ ভালোই চলছিলো..
দিন দিন মানুষের ভালোবাসা পেতে থাকি..
`
`
আজ ১৩ম রোজা…
ধানমন্ডি লেকের গোল চত্বরে পথচারী শিশুদের ইফতার করার আয়োজন করেছে নুসরাত আপু আমিও ছিলাম সেখানে..
`
আয়োজন শেষে গাড়িয়ে উঠব ঠিক এমন সময় সাদিয়া হাজির…
– শুনো?
– কিছু বলবেন? (জানি কি বলবে)
– আগের সব ভুলে নতু……..
থাক আর বলা লাগবে না, আমার মত ক্ষ্যাতের সাথে কথা বললে আপনার মান সম্মান কমে যাবে.. টাটা….
`
`
হাহাহা আজ আমি সফল হ্যা আমি সফল আজ, তোমার মিথ্যে ভালোবাসাই আজ আমাকে এখানে এনেছে… একটা হাল্কা সালুট দিয়ে গাড়িতে বসে পরলাম….
`
`(সবসময় একই সময় চলেনা, দিন সবারই আসে, ভাগ্য সকলেরই বদলায়, কোনো মানুষকে ছোট করে দেখতে নেই, কিছু ধাক্কা উপরে উঠার রাস্তা দেখায়)

?????????? ??? ???

১।
সব মেয়ে ঘুমানোর আগে চুল বেধে ঘুমায়, এই মেয়ে রাতে চুল খোলা রেখে ঘুমায়। মেয়েটিকে নিয়ে আমার সারাদিন কোন অনুভুতিই কাজ করেনা, রাতে শুধু ঘুমাতে পারিনা, কারন এই মেয়ে রাতে চুল খুলে ঘুমায়,আমার চোখে তখন ঘোর লাগে।

.
মেয়েটির সাথে আমার বিয়ের তেরো দিনের মাথায় ওকে এখানে নিয়ে আসি। বিয়ের পরের সাতদিন বাবা মার সাথে ছিলাম, এরপর এখানে চলে আসা। আমার ইচ্ছে ছিলনা ওকে নিয়ে আসার, কিন্তু বাবা মা কথা শোনেননি আমার। তারা চায় ছেলে একা একা অনেক কষ্ট করেছে খাওয়া থাকা নিয়ে, এখন আর না। বাধ্য হয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসা। ওর সাথে আমার বিয়ে হয় মা বাবার ইচ্ছেতেই।

.
দেখতে গিয়ে ওর মধ্যে আহামরি আমি কিছুই পাইনি। গায়ের রং শ্যামলা, খুব সাধারন একটা সালোয়ার কামিজ পড়া ছিল, চুল বেনী করে রাখা, মুখে ক্রিম পাউডারের কোন অস্তিত্ব নেই, ত্বক মোলায়েম নয় আমি তা দূর থেকেই বুঝতে পারছিলাম। আমার ভালো লাগেনি কিছুই। কিন্তু মা বাবা কিভাবে এই মেয়েকে যেন পছন্দ করে ফেললেন। আমি না করেছিলাম, কিন্তু তারা আমার পিছ ধরেই রইলেন দিন দিন। অবশেষে তাদের ইচ্ছার কাছে হার মেনে নিলাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।
আজ পর্যন্ত আমরা কাছাকাছি হইনি, আমার ইচ্ছে করেনি, মেয়েটির মধ্যেও আমি সেরকম কোন ইচ্ছে দেখিনি।

.
২।
সারাদিন অফিস করি, সন্ধ্যায় বন্ধু কলিগদের সাথে আড্ডা দিয়ে রাতে বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে, টিভিতে নিউজটা দেখে ঘুমাতে চলে যাই, সকালে নাস্তাটা সেরেই আবার বেড়িয়ে পড়ি।ওর সাথে প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা হয়না। ছুটির দিনে আমার সকালে অনেক্ষন ঘুমানোর অভ্যেস, এই মেয়ে আমাকে ছুটির দিনেও রোজকার মত সকালে ডেকে নাস্তার জন্য বলে, আমার বিরক্ত লাগে, মনে হয় এক ধমক দিয়ে বসিয়ে রাখি, পারিনা তাই মনের ইচ্ছা মনেই চেপে যাই। আমি এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠে দেখি টেবিলে খাবার সেভাবেই পড়ে আছে, তার মানে এই মেয়েও খায়নি। মনে মনে ভাবি এতো ভালো আপদ গলায় ঝুলেছে! আমি নাস্তা করে, বারান্দায় সিগারেট ধরাতে গিয়ে দরজার ফাকে দেখি মেয়ে রান্নাঘরে খাচ্ছে। আমি ভাবি সিনেমেটিক ন্যাকামো।
ছুটির দিন গুলো অসহ্য ঠেকে আমার কাছে। আমার টিভি দেখার খুব নেশা নেই, ঘুম থেকে দেরীতে ওঠার কারনে দুপুরে ঘুমও আর আসেনা।
কি করবো বুঝিনা। আগে ছুটির দিনে বাড়ি চলে যেতাম, এখন মেয়েটিকে একা রেখে যাওয়া যাবেনা বলে বাড়িও যাইনা, ওকে

নিয়ে যেতেও ইচ্ছে করেনা।এই মেয়েও আনইজি ফিল করে বোঝা যায়, টুকটাক কাজের বাহানায় দুরে দুরেই থাকে।তবু আমার বিরক্ত লাগে মনে, উটকো ঝামেলাই মনে হয়।

.

৩।

সেদিন সকালে অফিসে বের হবার সময় ও বলে, চাল নেই। দুপুরে হবে কিনা জিজ্ঞেস করি আমি, বলে দুপুরের রান্নার জন্যও হবেনা। রেগে গেলাম, চাল নেই এখন কেন জানাচ্ছে কাল জানায়নি কেন! চিবুকটা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, ভুলে গিয়েছিলাম। বলে ওভাবেই দাড়িয়ে রইলো। আমি বের হয়ে গেলাম, রাগ নিয়েই, চাল কিনে আবার বাসায় আসবার সময় আমার নেই। ভাবলাম, না খেয়েই থাকুক একবেলা না খেলে কিছু হয়না। মনে খচখচানি ভাব রয়েই ছিল। সারা সকাল কাঠফাটা রোদের পর হঠাত করেই দুপুরের পর আকাশ মেঘলা হয়ে এল। অফিসে চাপটাও কমে এল, তাই সেদিন তারাতারিই বেরিয়ে গেলাম। চাল কিনে বাসায় জলদি ফিরে গেলাম। দরজায় বারবার নাড়া দিয়ে ভেতর থেকে কোন আওয়াজ পাচ্ছিনা, আমার কাছে লক খোলার এক্সট্রা চাবি থাকে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি মেয়ে গভীর ঘুমে, সেই খোলা চুল, এলোমেলো শাড়ি। ইচ্ছে করে খুক খুক কাশি দিই আমি, ও ধরফর করে উঠে বসলো। এলোমেলো শাড়িটা কোন মতে থুপথাপ করে উঠে দাড়াতেই, মাথাটা চেপে আবার বিছানায় বসে পড়লো। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সামান্য নাকি জ্বর। চোখ দেখে মনে হলোনা জ্বরটা সামান্য। বাসায় থার্মোমিটার নেই, জ্বর কতটা ওষুধ লাগবে কিনা বুঝতে বাধ্য হয়েই কপালে হাত দিতে হলো। এই প্রথম ওকে স্পর্শ করেই অবাক হলাম, ভীষন জ্বর! দুপুরে কিছু খেয়েছে কিনা জানতে চাইলাম, চুপ করে বসে রইল। আমার একই সাথে খারাপ লাগছে আবার বিরক্তও লাগছে। ওকে শুয়ে থাকতে বলে আমি কাপড় পাল্টে রান্না ঘরে ঢুকলাম, একা থাকার কারনে টুকটাক রান্নার অভ্যেস আছে আমার।

ভাতটা রেঁধে নিচে গিয়ে ওষুধ এনে দিতে হবে, ভাবতে ভাবতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। দড়জা দিয়ে দেখলাম ও দৌড়ে সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে বোঝার জন্য পিছু পিছু আমিও এগিয়ে গেলাম, দেখি সে ধপ ধপিয়ে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই বলল, ছাদে কাপড়। কাপড় তুলে আধভেজা হয়ে ফিরে এল। কাপড়ের পরিমান দেখে আন্দাজ করতে পারলাম জ্বরের কারন। বাসার সব কাপড় ধুয়েছে বলে মনে হল। রাগ হল তখন। কাপড় ধুয়ে জ্বর বাধিয়ে বসে আছে তার সেবা করবে কে! ভাবলাম ঝারি দেওয়া দরকার, তার যেমন ইচ্ছে সে সেভাবে চলবে নাকি! রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দেখি সে রুমে নেই। বারান্দায় শান্ত ভংগিতে কাপড় নাড়ছে, চুল খোলা। আমার সেদিন দিনের আলোতেই ঘোর লাগলো। ওই একরাতই শুধু আমার রাধতে হয়েছিল, পরদিন থেকে জ্বর নিয়েই সে টুক টুক করে সব কাজ করতো, আমার কিছু বলার ইচ্ছে হয়নি, কাজ করতে পারলে করুক! আমার দায়িত্ব ছিল ওষুধ কিনে দেওয়া আমি দিয়েছি, আর জিজ্ঞেসও করিনি জ্বর আছে কি নেই।

.

৪।

বছরের শেষের দিনগুলোতে অফিসে চাপ খুব কম থাকে। অযথা অফিসে বসে থাকতেও ভালো লাগেনা। মাঝে মাঝে দুপুর দুপুরেই বাসায় ফিরে যাই। সেদিন চাবি দিয়ে নিজেই দড়জা খুলে ঢুকেছি। ঘরে ঢুকে দেখি মেয়ে মেঝেতে বসে একমনে পায়ে আলতা সাজাচ্ছে, আমি পাশে দাড়ানো টেরও পায়নি। সরে এসে সামনে দাঁড়ালে চমকে উঠে দাড়াতে দাড়াতে উল্টে ফেলে আলতার বাটি। কি যেন কি বড় অন্যায় করে ফেলেছে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, আমি হেসে ফেললাম,সেই হাসিতে সে অবাক হয় , আমিও অবাক হই। সেদিন বাকি সময় দুজনই চোখ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলাম।

.

আরেকদিন বাসায় এসে দরজা নেড়ে কোন শব্দ না পেয়ে নিজেই দড়জা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি রুম ফাকা, বারান্দাতেও কেউ নেই। আমার ভয় হয়। অচেনা শহর মেয়েটা যাবে কই! আরো ভয় হলো যখন মাথায় ভাবনা এল, আমাকে ছেড়ে চলে গেল নাতো! বাসা থেকে বের হইয়ে সিড়ি দিয়ে নামছি তখন মনে হল ছাদটা একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখি মেয়ে, বিল্ডিং এর সব

বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কানামাছি খেলছে। বাচ্চারা ওর কোমড়ের পেছনে লেগেছে। মেয়েটার খুব বেশি সুড়সুড়ি। ওর হাসি থামছেনা। মেয়েটি এভাবেও হাসতে জানে! আমার ঘোর লাগে।

.

৫।

প্রতিদিন আমার জলদি জলদি বাসায় ফেরার ইচ্ছে হয়, দুপুরের পর থেকে অফিসের চেয়ারটা আর ভালো লাগেনা, বন্ধু কলিগদের আড্ডাও আর ভালো লাগেনা। বাসায় ফিরে আসি, অলস বসে থাকি আড় চোখে ওকে খুজে বেড়াই। ও আগের মতই দূরে দূরেই থাকে। আমিও কিছু বলিনা। মা বারবার ফোন করে বাসায় যেতে বলে অস্থির করে ফেললেন। সেই যে বিয়ের পর এলাম আর যাওয়া হয়নি। মনে হল যাওয়া দরকার তখন। শুক্র শনি বন্ধ, বৃহঃস্পতিবার বিকেল বিকেল করে বের হয়ে গেলাম। বৃহঃস্পতিবার মানেই ভীড়। বাসে পাশাপাশি ফাকা কোন সিট পেলাম না। ওকে এক মহিলার পাশে বসিয়ে দিয়ে আমি পেছনে আরেকজনের সাথে শেয়ারে বসেছি। যতবার বাস থামে ততবার চাতকের মত দেখি ওর পাশে বসা মহিলা নেমে যায় কিনা। অর্ধেক পথ তখন চলে এসছি, সিট ফাকা হতেই আমি দৌড়ে গিয়ে ওর পাশে বসি। দেখি মেয়ে ঘুম, চুল কিছু ক্ষোপার বাইরে অবাধ্য উড়ছে। আমি চোখ বুজে মুচকি হাসি। এর মধ্যে টুপ করে ওর মাথা এসে কাঁধে পড়ে। আমার হৃতস্পন্দন বাড়ে, আমার ঘোর লাগে। কাধ ঝাকি দিয়ে জাগিয়ে দিতেই দেখি মেয়ে লজ্জায় চুপসে গেছে।

.

৬।

বাসায় সারাদিন লোক লেগেই রইলো, নতুন বউ অনেকেই দেখেনি তারা দেখতে এল। মা ছেলের বউকে নিজের থেকে আলাদা হতে দিচ্ছেন না, বউকেও দেখি মায়ের পিছ ছাড়ার ইচ্ছে নেই। বিকেলে দেখি মা তেল দিয়ে দিচ্ছে মাথায়, ওর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে পানি পড়ছে। পানি নিয়েই মার কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই। আমি লুকিয়ে দেখি আমার ঘোর লাগে। মা যখন ছাড় দেয় ও তখন অথৈ সাগরে পড়ে, আমার ঘরে এসে কি করবে বুঝতে পারেনা, আবার অন্য রুমে গিয়ে একা বসলে মা কি ভাববে সেটা ভেবে অন্য কোথাও যেতেও পারেনা। সন্ধ্যায় বারান্দায় গিয়ে দেখি উদাস তাকিয়ে আকাশের দিকে। আমি জিজ্ঞেস, মার বাসায় যাবে? ও চমকে ওঠে। আমি অন্ধকারেও টের পাই ওর চোখ চিক চিক করছে। আমার ঘোর লাগে। আমি ছুটি ম্যানেজ করি আরো একদিনের। বাড়িতে গিয়ে ওর কি উচ্ছাস! নিজের ঘরটাতে ঢুকে সে কি কান্না! আমি বুঝতে পারিনা কি করবো, হা করে চেয়ে থাকি। অবাক চোখে দেখি দেয়ালে ছবিগুলো, মায়বী মুখের ছবিগুলো। সারাদিন সে বাসায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়, আর একটু পর পর কিছুনা না কিছুর বাহানায় ঘরে এসে ঘুরে যায়, আমার কিছু লাগবে কিনা বোঝার চেষ্টা করে। আমি প্রতিবার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

.

৭।

আমার ছুটি শেষ। সবাই বলছিল ওকে রেখে যাই যেন কিছুদিনের জন্য, আমি মুখে সায় দিচ্ছিলাম কিন্তু রাগ হচ্ছিল প্রত্যেকের উপর খুব। ও যদি রাজি হয়ে যায়, সেই ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে তখন। থাকতে রাজি হয়নি। ফিরতি পথে আমি চাইতে লাগলাম ও আবার সেদিনের মত ঘুমিয়ে যাক আর মাথাটা আবার আমার কাধে এসে পড়ুক। আমি বিচক্ষনে ওর একটু পাশে সরে আসতেই বুঝলাম ও কাঁদছে। আমার রাগ হল খুব, কেন কাদছে ও, আমাকে কি ভালো লাগেনা! যত পথ শেষ হয়ে আসছিল, মেঘ তত গভীর হয়ে জমাট বাধছিল আকাশে। ঘোর বৃষ্টির মধ্যে বাস থেকে নামলাম আমরা। রিক্সায় উঠতে উঠতেই তখন ভিজে একাকার। হুড তুলে খুব পাশাপাশি দুজনে বসে আছি। তাতেও আমার রাগ কমছে না।

.

৮।

আমার বৃষ্টি ভালো লাগেনা, ছোট বেলা থেকেই বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস নেই। বৃষ্টির পানি মাথায় পড়া মাত্র আমার জ্বর ঠান্ডা ধরে বসে। সেদিনো ব্যাতিক্রম হলো না। হাড় কাপিয়ে জ্বর এল আমার। সেদিন বুঝতে পারলাম একটা মেয়ে কতটুকু মায়া তার

ভেতরে লালন করে! জ্বরের পর থেকে মুহুর্তের জন্যও সে আমার পাশ থেকে সরেনি। আমার তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও যতবার চোখ খুলে তাকিয়েছি দেখেছি ও উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়েই আছে মুখের দিকে। ওর স্পর্শ আর উদ্বেগ পাওয়ার জন্যই মনে হয় আমার জ্বর আরো জেকে বসছিল। সন্ধ্যা পেরিয়ে জ্বর আরো বাড়লো, সব কিছু আস্বভাবিক, আলো চোখের পাতা ভেদ করে চোখে গিয়ে লাগছিল।

.

বেহুশের মত কতক্ষন পড়ে ছিলাম জানিনা, শেষরাতের দিকে যখন চোখ খুললাম আলো আর চোখে এসে বিধলো না। দেখি ঘরে মোম জ্বলছে।

ক্লান্তিতে চোখ খুলে রাখা খুব কষ্টের তখন। চোখ বুজে মরার মতই পড়ে রইলাম। কিছুক্ষন পর খেয়াল করলাম নরম হাত আমার কপাল বেয়ে বার বার চুলে হাত বুলাচ্ছে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি মায়ায়। আমি শিহরিত হই কপালে যখন তার নরম ঠোটের স্পর্শ পেলাম। আমি অবাক তখন তার দিকে চেয়ে। দেখি মোমের আলোয় মায়াবী একটা মুখ আমার দৃষ্টির খুব কাছে, আমি কেপে উঠি। আমার ঘোর বাড়ে, দুহাতের জোরে খুব কাছে টেনে নিই তাকে। জাপটে ধরে রাখি তার শরীর। সে বাধা দেয়নি। শুধু মুখ লু

??? ?? ??

ব্রিজের ধারে বসে আছি।

এটা একটা ছোটখাট ব্রিজ।এখানে গাড়িঘোড়া যাতায়াত নেই।

শুধু বিকেলটা উপভোগ করার জন্য মানুষ এখানে আসে।

তো আমিও এখানে আসছি বিকেলটা উপভোগ করার জন্য।

.

কিছুক্ষন বাদে সে আসল।

সে,যে হল আমাদের এলাকার মেয়ে।আমার বাসার দুইটা বাসা পরে তাদের বাসা,আমার ক্লাসমেট।আমাদের এলাকার মেয়েরা স্বভাবতই ভদ্র,নম্র আর বিভিন্ন গুনের অধিকারী হয়।

না জানি কোন অশুভ দিনে সে জন্মেছিল।

ছেলেদের মত ড্রেস পড়বে,চুলটা স্টাইল করবে।

একটু ভাব-সাব নিয়ে হাটবে,এমন ভাবে তার জীবন চলছিল।

.

সে এসে আমার পাশে বসে পড়ল,

-তো,অর্ক,কেমন আছিস?

-যদি বলি ভাল নেই?

-এত কথার প্যাচ লাগিয়ে কি পাস?

-যদি বলি মজা পায়?

-একটু ভাল করে কথা বল নাহলে,

-কি করবি?মারবি?খুন করবি?থাপ্পড় দিবি?আমি তো এমনিতেই মরা,আমাকে আর কি মারবি?

-মরা মানে?

-সেদিন তুই না আকিফাকে বলছিস যে আমি নাকি তাকে হেইট করি,তার সাথে অসভ্যতা করতে চাই এইসব।

-হুমম,বলেছি তো,তাতে কি হয়েছে?

-আরে কি হয়েছে মানে?আমার প্রতি আকিফার যে ভালবাসা ছিল সেটা ঘৃণায় পরিনত হয়েছে,আর রেযা সেটার সুযোগ বুঝে তাকে তার প্রেমের ফাদে ফেলেছে।

-তাতে,তো তোরই লাভ হয়েছে নাকি?

-লাভ না,বিরাট বড় লস।

-লস মানে?আমি না তোকে.....

-কেন,থেমে গেলি কেন?বল,কুত্তি আমার ভালবাসা তোর দুচোখে বিষ ঢেলে দেয়।

-ওই,কুত্তি বলিস কোন সাহসে?

-নাহলে কি বলব?ডায়নি? হিংসুক?অন্যর ভালবাসা সহ্য হয় না?

সে টার পরিচয়— ইভা আহমেদ।বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান।

প্রথম সন্তান মানে তার বড় ভাই একজন সফল নেতা।

তাইতো তার এত বড় বড় সাহস জোটে।

তার বড় ভাই তাকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালবাসে।

আর এজন্য সবাই তার ভাইয়ের থেকে তাকে বেশি ভয় পায়।

.

সে তো ক্লাসের কারো সাথেই মিশে না,

আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

একদিন তাকে কয়েকশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম,সে সাহায্যের বিনিময়ে আমাকে তার বেস্ট ফ্রেন্ড বানিয়ে দিল।

পরীক্ষার সময়ও সিটটা আমার পাশে অথবা পিছনে নিয়ে গিয়ে আমার থেকে দেখে লেখবে।

আমি ফার্স্ট হলে সে হবে সেকেন্ড।

আর ভুলেও কোনো মেয়ের দিকে তাকালে নয় আমাকে গালি দিবে নয়ত সেই মেয়েটিকে থাপ্পড় দিবে।

তাই ভুলেও কোনো মেয়ে আমার দিকে আর আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে সাহস পায়না।

.

-ওই,অর্ক?কোথায় ডুবে গেলি?

-তোর সাথে আমার কেমনে পরিচয় হয়েছিল সেটা জানার চেষ্টা করছি।

-চল,এবার।একসাথে যাব।

-(চল কুত্তি)চল।

.

বিকেল গরিয়ে রাত হবার উপক্রম।
এ সময় বেশিরভাগ কাপল কে এখানে দেখা যায়।আমরাও আসার সময় তাদের দেখছিলাম।
তারা দুজনে হাতটা ধরে আছে আর মুচকি হেসে কথা বলছে সেগুলা আমরা দেখছিলাম আর হাসছিলাম।
হঠাত ইভা আমার হাত ধরে ফেলল,
-ওই,পাগল হলি নাকি?
-না তো,কেন?
-তাহলে হাত ধরছিস কেন?
-আমার ইচ্ছা,ধরব।
-ছাড়।
একপ্রকার জোর করে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে তার হাতে দাগ কেটে গেল।
সে চুপচাপ হয়ে গেল,হাটাটাও বন্ধ করে দিল।
চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু বের করে দিল।
আমি আর কি করব,
টিস্যু বের করে তার চোখ মুছে দিয়ে তার সামনে থেকে চলে এলাম।
আমার ব্যাক করে তার সামনে গেলাম।
তার গালে একটা কিস করে আর হাতের যেখানে কেটে গেছে সেখানে একটা কিস করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।
.
পিছনে তাকিয়ে দেখি সে হাসছে,তবে মুচকি মুচকি।
.
বাসায় পৌছে গেলাম আমি।
আম্মু দরজা খুলে দিল।
-আর কত দিন ওই মেয়েটার সাথে মিশবি?
-কেন আম্মু,সে তো শুধু একটা মেয়ে,কোনো ডাইন বা পেত্নি তো নয়।
-একদিন আমার কথা মনে তুলবি।
-আচ্ছা,আচ্ছা।এবার কিছু খেতে দাও।খিদা লাগছে।
-হাতমুখ ধুয়ে নে,আর টেবিলে আয়।
.
হাতমুখ ধুয়ে নিজের চেহারার দিকে একবার তাকালাম।
নিজেকে কেমন যেন,অদ্ভুত মনে হল।
আমি যেন আমার নিজের শক্তি ফিরে পেয়েছি।
আম্মুর ডাকে বাস্তবে ফিরলাম আর খেতে বসলাম।
.
-আব্বু কোথায়?
-পাত্রি খুজতে গেছে।
-কি?এই বয়সে বিয়ে?
-কি বললি?(চামচটা দিয়ে আমাকে মারার শুরু করার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল)
-দেখ,আব্বু মনে হয় সতীন নিয়ে এসেছে।

-থাপ্পড় খাবি কিন্তু।

.

আম্মু দরজা খুলে দিল আর আব্বু হতাশার মত বাড়ি ফিরল।

-কি হয়েছে আব্বু?

-ওই ইভার ভাই আছে না?

-হ্যা,কি হয়েছে?

-আমি বিয়ের জন্য সবকিছু রেডি করেই ছিলাম হঠাত করে প্রবেশ করল আর বলল বিয়ে হবে না।তারপর ভয় পাইয়ে দিয়ে তাদেরকেও চুপ করে দিল।এখানে থাকাটা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে গিয়েছে।এখান থেকে চলে যাওয়ায় ভাল হবে।

-কিন্তু আব্বু আমার তো পরীক্ষা বাকি আছে?

-এজন্যই তো যেতে চাচ্ছি না,তোর পরীক্ষাটা দিয়ে দে,তারপর এই বাড়িটা বিক্রি করে চলে যাব সবাই।

-হুমম।

.

ঘুম আসছে না,চোখ বন্ধ করলে কেমন জানি ইভার কথা মনে পড়ে।তার মুচকি হাসিটা যেন আমাকে আজ তার প্রতি মুগ্ধ হতে বাধ্য করেছে।

সে যেন এক অপরুপ অপ্সরী,আমাকে তার প্রতি বিমোহিত হওয়ার জন্য ডাকছে।

এগুল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম।

.

সকালে ঘুম থেকে উঠে ভার্সিটি গিয়ে রুমে বসে থাকলাম।

সব মেয়েরা এসেছে কিন্তু ইভা এখনো আসেনি।আর একটা ছেলেকেও দেখছি না।

খুব লজ্জা পাচ্ছি।আর মেয়েরা ভয় পাচ্ছে।

কিছুক্ষন বাদে ইভার আবির্ভাব,

-ওই অর্ক?এতগুলা মেয়েদের মাঝে কি করিস?

-কিছু করছি না তো?

-বুঝি বুঝি,সব বুঝি।আর এই মেয়েগুলাও না কত শেয়ানা।সব জানা আছে।

-আচ্ছা,বস।

-হুমম।

.

ইভা আবারো বলতে শুরু করল,

-জানিস,কালকে রাতে না আমার ঘুম -জানিস,কালকে রাতে না আমার ঘুম হয়নি।

-ওহহ,তা কোন মহাশয়ের কথা ভাবছিলা যে ঘুম হয়নি?

-তোর কথা?

-কার?

-কিছুনা,আর কালকে আমার গালে কিস করলি কেন?

-আমার ইচ্ছা তাই।

-তোর ইচ্ছা?হুম্মম?তোর ইচ্ছা?

-নাহলে কি?

-জানিস কত ব্যথা পেয়েছি?এই দেখ ফুলে গিয়েছে।

-আচ্ছা,সরি।আমি তাহলে মাফ চাচ্ছি ব্যস।

-ব্যস?শেষ?সেটা না,আজকে একটু ক্লাস শেষে ক্যাম্পাসে থাকিস।

-আচ্ছা।

.

ক্লাস শেষ হল।

সবাই চলে যেতে লাগল।

আমিও চুপচাপ বসে পড়লাম।

কিছুক্ষন বাদে সে আসল।

-অর্ক?

-হুমম,বল।

-কালকে রাতে তোর কথা ভাবছিলাম।

-কিইই?ওহহ কেন?

-আসলে,তুই যেভাবে গালে কিস করলি আমি না ঘুমাতে পারিনি।শুধু তোর কথা মনে পড়ছিল।

-তাই বুঝি?

-হুমম,আর শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নিলাম জানিস?

-কি?

-আমি তোকে ভালবাসি।আমি তোকে বিয়ে করতে চাই।

-হাহাহাহাহ-হাহাহাহাহাহা।হাসালি?

-(চোখটা কান্নার ভাব করে)কেন?আমি তো সত্যটাই বললাম।

-তুই নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিস?তোকে মেয়ের মত না,একদম ছেলের মত লাগে?আমি কেন?কোনো ছেলেই তোকে বিয়ে করতে চাইবে না,আর বলছে আমাকে বিয়ে করতে চায়।আগে তোর ড্রেস বদলা,স্বভাব বদলে ফেল।তখন আমি কেন,সব ছেলে তোকে বিয়ে করতে চাইবে।আসছে আমারে বিয়ে করতে।জানিস?তোর ভাইয়ের কারনে আব্বুকে কত অপমানিত হতে হয়?আব্বুর এ কষ্ট আমি দুচোখে দেখতে পারিনা।আমি যদি মরেও যাই তবুও তোকে বিয়ে করব না।

.

সে কাদতে লাগল।চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

ফোন করল,

-হ্যালো ভাইয়া?(কেদে কেদে)

-কি হয়েছে ইভা?

-তাড়াতাড়ি একটু ক্যাম্পাসে এস।বাই।(কেদে কেদে)

.

আমিও চলে না গিয়ে সেখানে থাকলাম।

কিছুক্ষন বাদে তার ভাই আসল।

সেখানে ইভার পাশে বসে গেল।

-ইভা বোন আমার কি হয়েছে?বলবি তো?

-ভাইয়া, অর্ক?

-অর্ক?কি হয়েছে?অর্ক তোকে মেরেছে?ওই অর্করে ধর।

.

আমাকে ধরে ফেলল।

-কি করেছে,অর্ক?বল ইভা।

-সে নাকি আমাকে ভালবাসে না।আমাকে নাকি বিয়ে করবে না।আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছে।(কেদে কেদে)

-কি,এত বড় সাহস।মার বেটাকে।

.

লাঠি যা নিয়ে এসেছিল সেগুলো দিয়ে মারতে লাগল।

আমিও চোখ বুঝে সহ্য করতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট বাদে,

-ভাইয়া অর্ককে আর মেরো না,প্লিজ ভাইয়া।

-ওই,তোরা এবার থাম।

.

-অর্ক?কথা বল।

-ইভা,আমাকে মেরে ফেল,তবুও আমি তোকে ভালবাসতে পারব না,সরি।(কথা গুলা বলেই মাথা ঘুরতে লাগল)

.

চোখ খুলে দেখি আমি হাসপাতালে,

ডাক্তার এসে বলল,

-অর্ক,তোমার হাতে পায়ে সব ঠিক আছে,তবে হাটার সময় আর লেখার সময় খুব কষ্ট হবে।

-আব্বু,আম্মু কোথায়?

-তারা বাইরে আছে,নার্স,একটু ডেকে নিয়ে এসো তো।

.

আব্বু আম্মু আসল।ডাক্তার বের হয়ে চলে গেল।

-কত করে বলেছিলাম মেয়েটির সাথে মিছিস না,এখন দেখ কি করল।

-আম্মু,আমাকে মাফ করে দিয়ো,আমি আর তার সাথে মিশব না,আব্বু,আমরা এখান থেকে চলে যাব।আজই ব্যবস্থা কর।

-আচ্ছা,বাবা।

.

এই শহর থেকে চলে এলাম।

এখন নানা বাড়ি আছি।

মানে আরেকটা শহরে।

নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ।

সব মিলিয়ে এক মজার আবেশ।

এইখানকার ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আবার পড়াশোনা চলতে লাগল।

.

-আজ আমাদের মাঝে আরেক নতুন অতিথি এসেছে।

-স্যার কে?(সবাই)

-ইভা,আস তো।

ইভা নামটা শুনে সেদিকে তাকালাম।হুমম,আমাদের আগের এলাকার ইভা।

তবে এখন বদলে গিয়েছে।

আমার পাশের যে ছেলেটা ছিল সেটা বলতে লাগল,

-দেখ,দোস্ত,তোর ভাবি আসছে আমাদের দিকে।

-হুমম।

ইভা দেখেশুনে আমার পাশেই বসল।

আমি আমার দোস্তকে বলে তার জায়গায় চলে এলাম আর সে আমার জায়গায়।

ইভাও তাকে বলে মধ্যে চলে এল আর আমার পাশে আর তার পাশে বসে পড়ল।

-অর্ক?

-কি?

-ভাল আছ?

-হুমম।

-তো,কেমন চলছে দিনকাল?

-ভাল।

.

ক্লাস শেষে আমার দোস্তটা বলতে শুরু করল,

-তুই ওকে চিনিস?

-হুমম।

-কিভাবে?

-অনেক লম্বা কাহিনি,বলে শেষ করা যাবেনা।আচ্ছা তাহলে আমি যাই।

.

বাড়ি ফিরে এলাম।

রুমে গিয়ে একটু শার্টটা খুললাম।

হুমম,এখনো তাজা আছে চিহ্নগুলো।

.

পরেরদিন,

-অর্ক?আমাকে কেমন লাগছে?

-সুন্দর।

.

চোখে কাজল লাগিয়ে,কপালে টিপ দিয়ে,চুলে বেনি করে কোনো মেয়ে যদি তোমাকে বলে আমাকে কেমন লাগছে?তাহলে তাকে শুধু সুন্দর বলাটা তার সৌন্দর্য্যের অপমান।

.

বাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল ইভা।

কিন্তু সে এখানে কি করছে।

-ইভা,তুমি এখানে কি করছ?

-কেন,এটা তো আমারও বাড়ি।

-অর্ক,বাবা।ইভা আজ থেকে আমাদের সাথে থাকবে।

-আমাদের সাথে মানে?

-হ্যা,আমাদের সাথেই তো।

-আম্মু,তুমি কি ভুলে গিয়েছ?

-সেটা অনেক পুরনো,এবার নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে।

.

ইভা নিশ্চয় আব্বু আম্মুকে ভয় লাগিয়েছে।

বিকালে আবারো বের হলাম।

সেও আমার পিছে পিছে এসে পড়ল।

-অর্ক,এখন কি তোমার মনের মত হতে পেরেছি?

-না।

-কেন?তোমার কথা মত মেয়েদের মত শাড়ি,থ্রি পিস,চুড়ি,কপালে টিপ,চোখে কাজল লাগিয়েছি তো।

-তবে এখনো আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

-কেন?

শার্টটা খুলে দেখালাম।

সে আমার পিছনে গিয়ে চোখ দিয়ে পানি ফেলতে লাগল,আর আমার ক্ষতগুলো ধরে দিতে লাগল,

-এই চিহ্নগুলো আমি মারা গেলেও যাবে না।পারবে কি?আমার শরীরে এই চিহ্নগুল মুছে দিতে?

-আই এম সরি,আমি সেদিন রাগের বশে ভাইয়াকে থামাতে পারিনি।

-আই এম সরি?এটা বললেই শেষ?

-আচ্ছা,তুমি আমাকে থাপ্পড় মার,আমাকেও মার তোমার মত,তবে শোধ হবে।

-তোমাকে মেরে কি নিজেকে কাপুরুষ ঘোষিত করব।একজন মেয়েকে মেরে কি?এখন জেলে দিতে চাও।

-না,অর্ক,প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও,আমি বদলে গিয়েছি,আমি, আমি আর আগের ইভা নেই।আমি বদলে গিয়েছি।

-কুকুরের লেজ যেমন সোজা হয়না তেমনি কারো স্বভাব এত তাড়াতাড়ি বদলায় না।

-আচ্ছা,তুমি কি চাও?

-আমি কি চাই?যদি বলি নিজের জীবন,যেটা তুমি কেড়ে নিয়েছ।আব্বুর মান সম্মান?

-(কিছু না বলে জরিয়ে ধরল)

-ছাড় আমাকে,ছাড়।

.

পরেরদিন,

-ইভা,তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে,আর জীবনেও আসবে না।

-আচ্ছা।(চোখ দিয়ে পানি ফেলতে লাগল)

.

ইভা রিক্সা নিয়ে চলে যেতে লাগল আর আমি তার রুমে গেলাম।

একটা কাগজের মত কিছু ভাজ করা,সেটা ওল্টাতে লাগলাম,

অর্ক,

আমি জানি তুমি এটা পড়ছ,তবে আমি এখন তোমার সাথে নেই।আমি তোমাকে যত কষ্ট দিয়েছি সব শুধু নিজের স্বার্থে,তোমাকে পাওয়ার জন্য কি না করেছি।কিন্তু আমি যে এত নিচ,তোমাকে পাওয়ার জন্য যে তোমাকেও কষ্ট দিলাম সেটা দেখিনি।আর হ্যা,মনে আছে?একদিন তোমার পেট ব্যথা হয়ে পড়ে গিয়েছিলে,সেদিন ডাক্তার আমাকে ডেকে বলল যে তোমার একটা কিডনি নষ্ট।আমি নিজের কিডনি দিয়ে তোমার শরীরে দিলাম।তবে তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।আমাকে পারলে মাফ করে দিও,

ইতি তোমার,

সরি তোমার না,

শুধু ইভা।

.

আম্মুও আমার পাশে এসে কাদতে লাগল।

আমি দৌড়ে গিয়ে নিচে নেমে গেলাম।

বাইকটা রেডি করে তাড়াতাড়ি যেতে লাগলাম।

ট্রেন স্টেশনে পৌছে গিয়ে দেখলাম লাস্ট ট্রেনটাও চলে যাচ্ছে।

দৌড়ে গিয়ে ধরতে গেলাম।কিন্তু ধরতে পারলাম না,

.

হতাশ হয়ে বেঞ্চ এ বসে পড়লাম।

একটা নরম হাত আমার কাধে পড়ল,

সেও কাদতে লাগল আর আমিও কাদতে লাগলাম,

-আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিলে?

-হুমম,না।

-এত স্বার্থপর?

-না,শুধু তোমাকে ভালবাসি।

-বিয়ে করবে আমায়?(পকেট থেকে রিংটা বের করলাম)উইল ইউ ম্যারি মি?

-ইয়েশ আই উইল।

সে হেসে হেসে কাদতে লাগল আর আমাকে কানে কানে বলল,

আই লাভ ইউ।

???????? ?????? ????????

.

একবার ঈদের দু'দিন আগে সন্ধার পর সবাই বসে টিভি দেখছি তখন আমার এক ছোট্ট চাচাতো ভাই আসলো আমাদের ঘরে আমাকে ডাকতে ডাকতে।

.

ওর নাম তৌসিফ। বয়স মাত্র ৬ বছর। নার্সারি -2 তে পড়ে।

-রুমানা আপু,রুমানা আপুরে একটা কথা শুনবেন?

আমি টিভির দিকে তাকিয়েই জবাব দিলাম,

-হুম,বল কি কথা?

-পরশু দিন ঈদে(ঈদগাহে) যাবো,আর আসার সময় আমার আম্মুর জন্য কি আনবো জানেন?

-কি আনবি?

-গ্যাস্ট্রিক এর ঔষুধ। হেহেহে।

ওর কথা শুনে হাসি পেল।এবার ওর দিকে তাকিয়ে বল্লাম,

-কেন ঔষুধ কেন? খাওয়ার কিছু আনবিনা?

-আরে আপনি তো জানেন না,আমার আম্মুর পেটে অনেক গ্যাস।সারাদিন শুধু.....হেহেহে।

-তোর আম্মু যদি শুনে তুই এসব কথা বলছিস তোর আম্মুর নামে,মেরে তোকে তক্তা বানিয়ে দেবে।

-হেহেহে, কি গ্যাস জানেন?নাম জানেন?

-কি গ্যাস?

-নুরুল গ্যাস।(তৌসিফের বাবার নাম)

.

ওর বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর ও বল্লো

-আর রাফির(ওর ভাই) পেটে সুরাইয়া গ্যাস।

.

তারপর একে একে অনেকের নাম উঠে এল,কার পেটে কি গ্যাস।কোন গ্যাসের নাম মুন্নি, কোনটা তন্নি,কোনটা পলাশ.....।

ছোট্ট পিচ্চি টা এতোবড় এটেম বোম পাটাবে বুঝতেই পারিনি।

.

এবার চলুন আপনাদের সে সব গ্যাসের খনির মানে স্কুলের কিছু গল্প বলি।

.

একদিন চাচাতো বোন একটার হাতে দেখি বেতের বাড়ির দাগ।জিগেস করলাম কি করে হলো এটা?

-মার খেয়েছিস? কোন স্যার মারছে?

-নানা স্যার।(বয়স্ক ছিলেন ওই স্যার।তাই সবাই উনাকে নানা স্যার নামে ডাকতো)

-কেন মারছে?

-ক্লাশে সবার থেকে পড়া না নিয়ে জিগেস করে কার কোন আত্নীয়,ভাই,দুলাভাই, বাবা বিদেশ আছে?

-তারপর?

-আমার মামা বিদেশ থাকে বলেছি।তারপর উনি বল্লো,কেন বিদেশ কেন গেছে? এটা বলে দিছে মার।

-এটা কেমন কথা?

-হ্যা তো,ক্লাসের যাদের কেউ বিদেশ থাকে তাকেই মারে।

আর স্কুলে আসে কিভাবে জানেন আপু?

-কিভাবে?

-প্লাজু পায়জামার মতো পেন্ট একটা পরবে।জুতা টাকে হাতে নিয়ে ইয়া বড় ছাতাটা বোগল দাবা করে হেঁটে আসে।তারপর স্কুলে

এসে জুতা পরে।
-হাহাহা, কি বলিস এগুলা!

.
তারপর একদিন স্কুলে কি একটা কাজের কারণে ৪র্থ ঘন্টার ক্লাশ টা মিস গেলো।সব ছাত্র-ছাত্রী যে যার ক্লাসে দুষ্টামি করছে।

.
Class -8 এর একটা ছেলে সবুজ তারই ক্লাসমিট লুবনাকে পছন্দ করতো। সেদিন সবুজের এক বন্ধু মাথায় রুমাল বেঁধে কাজী সাজলো।দুজন সাজলো সাক্ষী। কাজী সাহেব বেশ জোরে জোরে বিয়ে পড়াতে লাগলেন আউজুবিল্লাহ্,বিসমিল্লাহ্ বলে
-আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আল-আমিন।আর-রাহমানির রাহিম…..।"
"কুল হু আল্লাহ্ হু আহাদ…."

আরো কিছু দোয়া-সূরা পড়লেন।তারপর সবুজকে বল্লেন, পাঁচ কালিমা পড়তে।
সবুজ ও পড়তে শুরু করলো,
-লা ইলাহা ইল্লাললাহু…….
হুজুর সব গুলাতো পারিনা।
-যে টুকু পারো ততোটুকু ই হবে।
হাজিরানা মজলিস,আপনারা তিনজন গিয়ে কন্যা লুবনাকে কবুল বলতে বলুন।

.
এদিকে ক্লাসের সবাই ওদের এই বিয়ে পড়ানোর কায়দা দেখে তো হেসে কুটিকুটি।

.
তারপর তিনজন গেলো লুবনার বেঞ্চের দিকে।বলো কন্যা সবুজের সাথে এই বিবাহে তুমি রাজি আছ।বলো কবুল…।বলো কন্যা কবুল…।
(লুবনা এবার তেড়ে উঠলো)
-স্যান্ডেল দেখেছিস?এটা দিয়ে মারবো তোদের?

কন্যার কবুল বলা হলোনা।সবুজের আরেক বন্ধু লুবনার পক্ষ হয়ে কবুল বল্লো। সকলে স্বমস্বরে বলে উঠলো, " আমিন "
-সবাইকে মিস্টি খাওয়া।(সাক্ষী)
-মিস্টি তো পাবিনা,সবুইজ্জা টাকা দে ক্যান্টিন থেকে সিপন কেক এনে সবাইকে মিস্টি মুখ করা।(কাজী)

.
Class 9 আর Class 10 এর মধ্যে ছিলো তখন তুমুল দন্দ। এক ক্লাসের সাথে অন্য ক্লাসের শত্রুতার সম্পর্ক। কিন্তু Class 9 এর ছাত্রী শাম্মির প্রেমে পড়ে গেলো Class 10 এর ছাত্র রিফাত।

.
প্রেম মানেনা কোন বাঁধা।রিফাত ও তাই শত্রু পক্ষের শাম্মির প্রেমের ফাঁদে আঁটকা পড়ে কতো উঁকি ঝুঁকি দিয়ে শাম্মিকে দেখতে লাগলো। ওদের অবস্থা দেখে আমারা যখন Class 10 এ ছিলাম তখনকার সময়ের আমার এক Friend এর কথা মনে পড়লো।

.
বেচারা পারুল নামের নবম শ্রেণীর এক মেয়ের প্রেমের চোরাবালিতে আঁটকেছিলো।
. তখন ইটের দালান ছিলো স্কুলে।আর দেয়ালের মাঝের ২,৩টা ফাঁকে ইট দেয়াছিলো।

বেচারা আর বেচারার বন্ধুরা সেই ইট সরিয়ে বেচারা ডাকতো-" এই....,এই..."বলে আর আমাদের অন্য Friends রা ডাকতো- "ভাবি...ও ভাবি..."

আহারে কি প্রেমটাই না ছিলো তখন।তবে পরে মেয়েটার হিটলার মা আর কুটনি বোনের জন্য আমাদের বেচারা Friend ছেঁকা নামক অখাদ্য কে খেতে হলো।

.

যাক গে বর্তমান রিফাত-শাম্মির প্রেমে ফিরে আসি।

তারপর রিফাত অনেক কষ্টে কেমনে কেমনে জানি শাম্মিকে তার হৃদয়ের কথা জানালো। কিন্তু শত্রুপক্ষের সাথে এমন সন্ধিতে রাজি হলো না শাম্মি।

রিফাতের সে কি চেষ্টা,তদবির...।

কিন্তু কিছুই হলো না। উল্টো কি একটা কারণে দুই পক্ষের ঝগড়া বেঁধে গেলো।

ছুটির পরেও কথা কাটাকাটি হলো।এক পর্যায়ে ব্যার্থ প্রেমিক রিফাত কষ্টে,ক্ষোবে গলা পাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো,

-এই শাম্মিনি শোন,আমি রিফাত বলে তুই কালিনি কে ভালোবেসেছিলাম। আরে তোর দিকে তো কোন ছেলেও তাকায় না।

আমার ভালোবাসা বুঝলি নারে কালিনি।

(কান্নায় গলার কাঁপা কাঁপা স্বর শোনা যাচ্ছিল)

আমি অভিশাফ দিচ্ছি তোকে, শাম্মিনি তুই জীবনে ও সুখি হবি না!!

.

ও দিকে শাম্মি তো গোখরা সাপের মতো ফোঁসফোঁস করতে লাগলো চোখ বড় বড় করে।

অপর দিকে স্কুলের আর কত গুলা পাজি ছেলে-মেয়ে ওদের কান্ড দেখে বল্লো

-তালি হবে বন্ধুরা। আরো জোরে। ওই নেলি তালি দিস না কেন?

তালি দে।

.

পরদিন তো অফিসে নিয়ে গিয়ে স্যারেরা এমন রাম ধোলাই দিলেন....!

.

হাই স্কুল জীবনের কত প্রেম যে এভাবে অকালে ঝরে গেলো।কতো লাইলি-মজনু,রোমিও -জুলিয়েট দের গল্প নাট্যকার, গল্পকার রা খুঁজে নিতে পারলে লিখে শেষ করা মুশকিল।

.

সবাই সবার পুরোনো হাই স্কুলের প্রেমের স্মৃতি থেকে ঘুরে আসুন একবার।

দেখবেন হাসি পাবে।

?????? ???

আমার যখন পনর বছর বয়স তখন আমার মা ক্যান্সারে মারা যায়। ছোট বোনটার বয়স তখন মাত্র দুই। মেঝ বোনের তের আর একমাত্র ভাইয়ের বয়স দশ। সেটা পঁচাশি সালের কথা।

আমরা গ্রামে থাকতাম। বাবা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি করতেন। চাকরীও আর কয়েকবছর ছিল। ছোট বেলা থেকেই দেখতাম মায়ের পেটে ব্যথা। মা প্রায়ই পেটের ব্যাথায় কুঁকড়ে যেত। আমি যেহেতু একটু বড় ছিলাম তাই মাকে কাজে সাহায্য করতে পারতাম। মা করতে দিত না। আমি মানা করতাম এতো কাজ করবেন না, কিন্তু মা শুনত না। কিভাবে এই ব্যথা সহ্য করত এখন মনে হলেই শিউরে উঠি!

পড়াশোনায় ভালো ছিলাম ভাইবোনেরা সবাই। আমি ফাইভ ও এইটে বৃত্তি পাই। মেঝ বোন আয়শাও বৃত্তি পায়। সামনে আমার মেট্রিক পরীক্ষা। বাবা কতবার শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছে মাকে! কিন্তু মা যায় নি। আসলে মা ভয় পেত। শহরে গেলেই চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা লাগবে বাবা হয়তো জমিজমা সব বিক্রি করে হলেও চিকিৎসা করাবে।

আমাদের গ্রামটা অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম। গাড়ির রাস্তা ছিল না। নৌকা করে যেতে হত। এখন অবশ্য রাস্তা হয়েছে। একরাতে যখন ব্যথা বেশী উঠল মা চিৎকার করতো লাগলো। আমরা ভাই বোনেরা সবাই ঘুম থেকে উঠে গেলাম। আমাদের গ্রামে তখন কারেন্ট ছিল না। কুপি জ্বালালাম। শহরে যেতে নৌকা লাগবে তারপর সেখান থেকে ঢাকা। মেঘনা নদীর পাড়ে নরসিংদীর একটা গ্রাম। অনেক চেষ্টা করেও এতো রাতে বাবা নৌকা পেল না। আমরা সেই রাত মাকে নিয়ে বসে থাকলাম কুপির আগুনে। ছোট বোনকে আয়শা সামলালো। ব্যথা সহ্য করতে করতে মা মনে হয় অজ্ঞানই হয়ে গেল।

পরদিন সকালে নৌকার ব্যবস্থা করা হলো। বাবার সাথে শুধু আমি গেলাম। বাবা চাননি আমি জোর করেই গেলাম। ভাইবোনকে জরিনা খালার কাছে রেখে আমরা বাবা মেয়ে রওনা হলাম। নরসিংদী শহরে তখন আতিক ডাক্তারের অনেক নাম। ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার। মাকে ওনাকে দেখালাম, উনি কি বুঝলো জানি না বল্লো এখনই ঢাকা নিয়ে যান। আপনারা অনেক দেরী করে ফেলেছেন!

এই কথা শুনে বাবা দিশাহারা হয়ে গেল। আমি সাথে সাথে বাবার হাতটা ধরলাম। বল্লাম চল বাবা। দেখি কি হয়। ভয় পেয়ো না। জানিনা হঠাৎ আমার এতো শক্তি কোথা থেকে এলো!

ঢাকায় তখন এতো বেসরকারী হাসপাতাল ছিল না। হাসপাতাল বলতে সবাই ঢাকা মেডিকেলই বুঝত। তো ঢাকা মেডিকেল নিয়ে মাকে ভর্তি করালাম। দুইদিন ধরে মায়ের জ্ঞানই ফিরলো না। তৃতীয় দিন এসে ডাক্তার বল্লেন মায়ের নাকি জরায়ু ক্যান্সার হয়েছে। লাস্ট স্টেজ। আর কিছুই নাকি করার নাই। অথচ আমার ধারনা ছিল মায়ের একটা অসুখ হয়ত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। দশদিন জমে মানুষে টানাটানি করে মা আমার পরপারে চলে গেল। একবার চোখ খুলে আমার আর বাবার সাথে কথা বলেছে,

— রাবু তুই বড় বোন। তোর ভাই বোনদেরকে দেখিস। ওদেরকে আমার অভাব বুঝতে দিস না।

— মা, মাগো আমি সবাইকে দেখে রাখবো তুমি এভাবে বলো না

— তোর বাবাকেও দেখে রাখিস। তারপর বাবাকে ডাকলেন।

— আমাকে মাফ করে দিয়েন রাবুর বাবা। ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেলে আপনারে কে দেখা শুনা করবে? আপনি তখন একটা বিয়ে কইরেন!

— বাবা মায়ের মুখে এই কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলো! আমি এই প্রথম বাবাকে কাঁদতে দেখলাম!আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল!!

দশদিন পর আমরা মায়ের লাশ নিয়ে গ্রামে ফিরলাম। মাকে দাফন করা হলো। কিছুদিন যেন আমরা ঘোরের ভেতর ছিলাম, কি হয়ে গেল! কি হারালাম!! আস্তে আস্তে পরিবেশ স্বাভাবিক হতে লাগলো। মেঝ বোন আয়শা আর ভাই নয়নকে পড়াতাম আমি। ছোট বোন মুমুকে নিয়ে প্রথম প্রথম সমস্যা হলেও আস্তে আস্তে সামলানো শিখে যাই আমি। আমি যেন বড় বোন থেকে মা হয়ে উঠলাম!

সকাল পাঁচটায় উঠতাম। রান্না করতাম তারপর পড়তে বসতাম। সামনে আমার মেট্রিক পরীক্ষা। বাবাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিতাম। আয়শা আর নয়ন স্কুলে গেলে পাশের বাড়ির বিধবা জরিনা খালা দেখে রাখতো। আমার বাবা ছিলেন দাদা দাদীর একমাত্র সন্তান। তাই আমাদের ভিটেটা অনেক বড় ছিল। খুব ভালো পরীক্ষা দিলাম আমি। দেখতে দেখতে আমার মেট্রিকের রেজাল্ট বেরুল। আমি প্রথম শ্রেনীতে পাশ করলাম। বাবা বল্লেন যা শহরে গিয়ে সরকারি কলেজে ভর্তি হ। কিন্তু মুমু তখনো ছোট। আমি গ্রামেরই একটা কলেজে ভর্তি হলাম। সরকারি না হলেও যথেষ্ঠ নামডাক ছিল কলেজের। ইন্টারমিডিয়েটও তেও প্রথম শ্রেণী পেলাম।

ততদিনে বাবা রিটায়ার্ড করেছে। বাবা আমাকে বল্লো, চল রাবু আমরা সবাই ঢাকায় চলে যাই। যা টাকা পেয়েছি তা দিয়ে ছোট একটা জায়গা কিনে বাড়ি করবো তখন জায়গার দামও এত আকাশছোঁয়া ছিল না। বাবা তার এক আত্মীয়র মাধ্যমে মালিবাগে তিন কাঠার একটা জায়গা কিনলো। আর টিন দিয়ে একটা ঘর বানালো। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে গেলাম। আয়শা তখন কলেজে। নয়ন নাইনে। দিনে ক্লাস করতাম। সন্ধায় আয়শা আর নয়নকে পড়াতাম। জরিনা খালা আমাদের সাথে ঢাকায় চলে এলো। মুমুও এখন আর ছোট নেই। এভাবেই বার (১২) বছর কেটে গেল। আমি বিসিএস দিয়ে একটা সরকারি কলেজে চাকরি করছি। আয়শাকে মেডিকেলে ভর্তি করিয়েছি। এখন আয়শা ডাক্তার। নয়ন বুয়েটে চান্স পেয়েছে আর মুমু কলেজে পড়ে। এর মধ্যে বাবা আমাকে কতবার বলেছে বিয়ে করতে কিন্তু আমি করিনি। আমার কলেজের কলিগ আনোয়ার আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। বাবার কাছে প্রস্তাবও দিয়েছে। আমি না করে দিয়েছি। কারন আমার দ্বায়িত্ব যে এখনো শেষ হয়নি। যদি অপেক্ষা করতে পারে তবেই বিয়ে হবে। আমার দৃঢ়তা দেখে একসময় আনোয়ার আমার সব শর্তে রাজি হয়। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার আসলে নিজেকে নিয়ে ভাবার মানসিকতা ছিল না তখন।

আনোয়ারও আমার দ্বায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায়। আনোয়ার আমাকে কিছু করতে দিত না, সব কিছুর খেয়াল সে রাখতো। যতদিন সবাইকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারি আমি বাবার সাথেই থেকেছি। একে একে সবার বিয়ে দিলাম। সবাই এখন প্রতিষ্ঠিত। নয়ন বিদেশে চলে গেছে। বয়সটাও আমার এখন বেড়েছে। আনোয়ারে মা আনোয়ারকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়ায় আনোয়ার বিদেশে চলে গিয়েছে।

বাড়িটায় বাবা একা একা থাকতে পারেনা প্রায়ই এই কথা বলেন আমাকে। বাবা গ্রামে গিয়ে থাকতে চাইলেন। শহর উনার ভালো লাগে না। আয়শা বাবার সাথে থাকতে চাইলো কিন্তু বাবা বল্লেন স্বামী যেখানে আছে সেখানেই থাকো। আমরা কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে উনি আমাদের সাথেও থাকবেন না। সিদ্ধান্ত নিলাম বাবাকে আমরা একটা বিয়ে করাব। অনেক বুঝিয়ে রাজিও করালাম। কারন গ্রামে এতো বড় বাড়িতে উনি একা একা কিভাবে থাকবেন! বিধবা ও নিঃসন্তান একজন মহিলার সাথে বাবার বিয়ে হলো। সাক্ষী হলাম আমরা ছেলেমেয়েরা। সেই মহিলা মানে আমাদের বাবার ২য় স্ত্রী আমাদেরকে খুব আপন করে নিল। আমরাও খুশি হলাম যে তিনি বাবাকে অনেক আদর যত্ন করেন। খেয়াল রাখেন।

এক বছর পর বাবা জানালেন আমাদের সেই নতুন মা শর্ত দিয়েছে তার নামে সব সম্পত্তি লিখে দিতে হবে তা না হলে তিনি

বাবার সাথে থাকবেন না। বাবা কিছুতেই এই শর্তে রাজি হলেন না তাই তিনি (নতুন মা) কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা আর গ্রাম থেকে বাবাকে কিছুতেই ঢাকায় আনতে পারলাম না। তিনি গ্রামেই থেকে গেলেন। নয়ন অনেক বার বাবাকে বিদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বাবা রাজি হন নি। আমার সব সময় দুঃশ্চিন্তা হতো বাবার জন্য। বাবা সব সময় তার সব ছেলেমেয়েকে চিঠি লিখতেন এবং আমরাও সেই চিঠির উত্তর দিতাম যতই এখন ইন্টারনেটের যুগ হোক না কেন!
বাবার মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে রাবু এতোক্ষন এগুলো ভাবছিল কত বছর আগের ঘটনা কিন্তু মনে হচ্ছিল সব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক নিমিষেই!! বাবা তুমি ওপারে মায়ের সাথে ভালো থেকো। আমি মাকে দেয়া কথা রাখতে পেরেছি...ভাই বোন সবাইকে মানুষ করতে পেরেছি।
হঠাৎই দেখলাম একটা হাত আমার হাতকে শক্ত করে চেপে ধরলো। আমি ফিরে তাকালাম। আনোয়ার!! তুমি???
– হ্যাঁ আমি
– আমাদের তো অনেক সময় পেরিয়ে গেছে এখন।
– তবুও আমি এখনো তোমাকেই চাই! চলো বুড়ো বুড়ি বিয়ে করে ফেলি! আনোয়ার এটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো! কি সুন্দর সেই হাসি, এতোদিন খেয়াল করিনি তো এভাবে!!
– রাবু কিছু বলতে পারে না ওর গলা ধরে আসে!
আনোয়ার রাবুর উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে.......
ছোট_গল্প

??????? ???? ???? ??? ?? ??

ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মাঝে কিছু সময় পর পর বাজ পড়ছে। ছুটির দিনের সকাল। ভেবেছিলাম জমিয়ে ঘুম দিবো।
আমার জমিয়ে ঘুম দেয়ার ইচ্ছেটার অবসান ঘটে রুমের দরজায় টুকটুক আওয়াজে।

ঝিম ধরা সকালে আমার চিলেকোটার দরজায় টুকটুক আওয়াজ শুনে অবাক হলাম।
বিছানা ছেড়ে দরজা খোলামাত্রই দারোয়ান চাচার পানসে হাসিটা দেখে দ্বিতীয়বারের মত অবাক করে আমাকে।
এমনিতে এই বেটার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না।
ভালো না বলতে একদমই ভালো না।
.
“বাবাজি এটা তোমার জন্য”

দারোয়ান চাচা তার হাতের বাটিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাও আবার হাসি মুখে।
চোখ দু'টো ভালোভাবে কচলে নিয়ে আবার তাকাই চাচার দিকে।
তার কাষ্ঠমুখে এখনো মিষ্টি হাসিখানা ঝুলছে।
এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম ঘটনা সত্য।
-কে দিয়েছে এই বাটি?
-ঐ যে টুম্পা মামনী দিয়েছে। তোমার জন্য!
চাচার কপালে হাত দিয়ে দেখলাম। না জ্বর আসেনি। শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক আছে।
-চাচা মজা নিচ্ছেন? ঐ মেয়ে আমার জন্য বিরিয়ানী দিবে। তাও আবার এত সুন্দর বাটিতে?
চাচা এবার একটু বিরক্ত হলেন। এতক্ষণ মুখে ঝুলিয়ে রাখা হাসিখানা গায়েব হয়ে গেল।
মুখের কাষ্ঠভাবটা আবার ফুটে উঠছে।
আর কিছু জিজ্ঞেস না করে চাচার হাত থেকে বাটিখানা নিয়ে ভিতরে চলে আসি।
বাটির ঢাকনা খুলতেই বেহুশ করে দেয়া বিরিয়ানী সুগন্ধি ছড়ালো।
এক লোকমা মুখে দিতে যাবো হাত না ধুঁয়ে।
ঠিক তখনই মনটা কুহু ডেকে উঠলো।
৩য় তলায় থাকা টুম্পা নামের সুন্দরী আর বদমেজাজি মেয়েটার সাথেও আমার সম্পর্ক তেমন ভালো না।
বারকয়েক ঝগড়া হয়েছে এরইমধ্যে।

.

৫তলা ফ্লাটের ছাদের কোণের চিলেকোটায় যেদিন উঠেছিলাম। ঠিক তারপরের দিনই মিষ্টি চেহারার ভয়ংকর রাগী মেয়েটার সাথে লেগেছিল একচোট।
আমার অপরাধ ছিল তার ফুলগাছের ফুল ছেড়া।
নারীর সাথে ঝগরায় পুরুষরা কখনো জয়ী হতে পারে না।
তারা হয় ঠোঁটে জিতবে নয় চোখের পানিতে।
আমিও সেই ধারা ভাঙতে পারিনি।
পরেরদিন সকালের পর অবশ্য তার ফুলগাছের অস্তিত্ব রাখিনি ছাদে।

.

তারপরের কিছুদিন পর আবার বাজলো আরেকচোট।
গুলুগুলূ গালের বাচ্চা দেখলে আমার হাত নিষফিষ করে সেই ছোটবেলা থেকেই।
পাশের বাসার বাচ্চাগুলোর গালের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে এসেছি অনেকদিন ধরে।
সেদিন বিকেলে যখন টুম্পার হাত ধরে তার ভাইয়ের পিচ্চিকরে মেয়েটা ছাদে আসলো।
আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি।
বেহায়ার মতো গিয়ে টুপ করে গাল দু'টো টেনে দিয়েছিলাম পিচ্চিটার।
টুম্পা অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে।
আমি মুচকি হেসে যখন চলে আসছিলাম।
টুম্পা পেছন থেকে বলেছিল "দেখে নিবো জনাব"
সেই দেখে নিবো জনাব কথাটা টুম্পার সামনাসামনি পড়লেই আপনাআপনি কানের পাশে বাজতে থাকে।

.

পুরো ফ্ল্যাটে আমি একমাত্র ব্যাচেলর হলেও সবার সাথে আমার সম্পর্কটা যথেষ্ট ভালো। এমনকি বাড়িওয়ালা চাচার সাথেও খুব

ভালো সম্পর্ক।
অলস দিনে যখন আমার চুলোয় আগুন জ্বলে না। সেদিন ও আমার হোটেলে খেতে হয় না।
বাড়িওয়ালা চাচার সাথে ঘন্টাখানেক বেহুদা আলাপ করলেই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়।
মাঝে মাঝে মনে হয়, বাড়িওয়ালা চাচার একটা মেয়ে থাকা খুব দরকার ছিল।
সুযোগ বুঝে পটিয়ে ফেলা যেতো।
আর পটলেই কেল্লা ফতেহ।

.

টুম্পার দেয়া বিরিয়ানীগুলোর দিকে আফসোস করছিলাম কেন বাড়িওয়ালা চাচার মেয়ে নেই?
সেই আফসোসের অবসান ঘটালো আবারো কাষ্টমুখা দারোয়ান চাচা।
আমী বিরক্তমুখে দরজা খুললাম।
চাচা আবারও হাসি দিলেন।
এই ব্যাটা আজকে এতো হাসছে কূন?
নিশ্চই কুমতলব আছে।
তার হাতের কাগজখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,
-আমি যায়।
আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল।

.

কাগজটাতে বড় বড় করে লেখা
“বিরিয়ানিটা গিলতে পারো নির্দ্বিধায়। আমার হাতে বানানো।
কোনো ভেজাল নেই ছেলে।
বিকেলে আসবো তোমার চিলেকোটায়।
প্রেম করতে নয়
বাটি ফেরত নিতে”
ইতি, টুম্পা!

.

বিরিয়ানীর বাটিটা ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে চেপে দিয়ে টুম্পার দেয়া কাগজখানা হাতে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।
মিনিট দুয়েক পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, কোনো এঙ্গেলেই নিজেকে ভিন্ন মনে হচ্ছে না।
যা দেখে টুম্পা নামক মেয়েটা হুট করে প্রেমে পড়ে যাবে!
যদিও সে বলেছে, প্রেম করতে নয়। বাটি ফেরত নিতে আসবে!
বাটি তো দারোয়ান চাচাও ফেরত নিয়ে যেতে পারে।
কিন্তু টুম্পা আসবে কেন?
ভাববার বিষয়।
ভাবনা শুরু করার আগেই বাজ পড়ার শব্দে ভাবনার ইতি ঘটলো।
সাথে গত বিকেলের ঘটনাটাও মনে পড়েছে।
আজকাল সব ভুলে যাচ্ছি।

.

গতবিকেলে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির বেগটা হুট করে বেড়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টিতে ভেজাটা চিরকালই আমার কাছে অষ্টাদশী বালিকার ন্যাকামো ছাড়া কিছুই মনে হয়নি।
কিন্তু কাল হুট করেই ইচ্ছে হলো বৃষ্টিতে ভিজি।
যেই ভাবা সেই কাজ।
চোখ দু'টো বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ দিয়ে যখন ভিজছিলাম।
অদ্ভূত এক ঘোরলাগা অনূভূতি সৃষ্টি হয়েছিল আমার নিউরনে।
সেই ঘোরটা ভাঙে বাজ পড়ার বিকট শব্দে।
বাজ পড়ার সাথে সাথে আমার শূন্যবুকে হালকা জোরে ধাক্কা অনূভব করি।
ঘোরের মধ্যে ভেবেছিলাম বাজটা বুঝি আমার বুকেই পড়েছে।
ঘোর সামলে চোখ মেলতেই পিলে চমকে উঠি।
বাজ পড়ার শব্দে যতটা চমকাইনি! তার চেয়ে বেশি চমকেছি টুম্পা নামক বদমেজাজি মেয়েটা আমার সামনে জবুতবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা চুলগুলো মায়াবী মুখে লেপ্টে আছে।
এক মূহূর্তের জন্য মনে হল, গালগুলো আলতে পরশে ছুঁয়ে দিই।
পরে ভাবলাম না থাক।
ভেবেছিলাম একটা ধন্যবাদ পাবো।
সেই ভাবনায় জল ঢেলে দৌঁড়ে পালালো টুম্পা।
আর এত প্রেমময় একটা মূহূর্ত কিনা একদিনের ব্যবধানে আমি দিব্যি ভুলে গেছি।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবার কথাটা মনে করলাম "আমি উন্নত শ্রেণীর খাটাশ"।
যা মনে রাখা দরকার তা রাখিস না। আর যা কিছু দরকারের মধ্যে পড়ে না সেসব তোর মনে থাকেনা।
আসলেই মনে থাকে না।
নয়তো বাড়িওয়ালার মেয়ে না থাকার ভাবনাটা মাথায় থাকলেও, গতকালের প্রেম হওয়ার মতো মূহুর্তটা ভুলে গিয়েছিলাম।
.
দরজায় টুকটুক শব্দ করে বিকেল নাগাদ যখন টুম্পা আমার চিলেকৌটায় এসে হাজির হয়।
তখন আমার হাঁড় কাঁপানো জ্বর।
নিদারুণ কষ্টে মাঝে মাঝে চোখ দু'টো যখন মেলি আমি।
তখনই দেখি, টুম্পা নামের বদমেজাজি মেয়েটা আমার শিয়রে উৎসুক চোখে বসে আমার কপালে জলপট্টি দিয়ে চলেছে।
মুখে তৃপ্তির হাসি এসে হাজির হয়।
আমার হাসি দেখে টুম্পা কপট রাগ দেখিয়ে বলে,
যা সহ্য করতে পারোনা। তা করতে যাও কেন?
কে বলেছে বৃষ্টিতে ভিজতে। অতো রোমান্টিকতা আমার পছন্দ নয়" বুঝেছো ছেলে?
আমি ধরা গলায় বলি,
না ভিজলে কি আর এতো সহজে তোমার ভালোবাসায় সিক্ত হতাম বলো?
উত্তর দাও মেয়ে।
টুম্পা মিনিট খানেক চুপ থাকে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশিয়ে বলে" কে বলেছে আমি কালই প্রেমে পড়েছি? পড়েছিতো সেই কবেই।
যেদিন সাতসকালে দেখেছিলাম, চিলেকোটার বদ ছেলেটা আমার সাথে ঝগরা লাগিয়ে চুপি চুপি সব ফুল ছিড়েছে।
আমার বাসার দরজায় কলিং বেল বাজিয়ে পালিয়েছে।

বদ ছেলেটার বদ কাজগুলো আমার মনে ধরেছে বড্ড৷
ভালোবাসি অকারণে৷”
চোখ মেলে হাসার চেষ্টা করি একবার৷
টুম্পা মুখে রাগী ভাব এনে, তার নরম হাতের আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট দু’টো চেপে ধরে বলে,
হাসবেনা বদ ছেলে৷ অকারণে ভালোবাসিনা৷ বদছেলের মুচকি হাসিটাই সর্বনাশ করেছে আমার৷
পরেরবার থেকে মুচকি হাসিটা শুধু আমার সামনেই দিবে৷
আর সবার সামনে দাঁত কেলানো বিশ্রি হাসি দিবে” বুঝেছো ছেলে?
থাক উত্তর দেয়ার দরকার নেই৷
চুপ থাকো৷

?????? ?????? ?????? ????

মাত্র, পতিতা পল্লী থেকে বেরোলাম। আজকে কেনো জানি, অনেক ভাল্লাগছে। তাই খুশি খুশি মনেই গেট টা পার হচ্ছি আর ওমনি নিধি সামনে চলে এলো…
নিধিকে সামনে দেখে আমি যতটা না অবাক হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি

। অবাক না হউয়ার কারন, মেয়েটার মনে যখন কোন সন্দেহ জাগবে, যাই হয়ে যাকনা কেনো, আগে সন্দেহর কারন টা খুজবে তার সাথে সমাধান টাও খুজে নেই।
আর তাছাড়া আমিতো চাইছিলাম, ও জানতে পারুক এটা। তবে আরো আগেই চাইছিলাম এই দিন টা আসুক। যাক অবশেষে দিনটাকে পেলাম।
হাসি মুখটা নিয়েই গেলাম নিধির সামনে,
—নিধিয এখানে, তুমি?? কখন আসছিলা?? কি কারনে আসছিলা??(জয়)
—নিধি সামনে হাত বাড়ায়ে, আমাকে চুপ করতে বললো। তারপর কিছু না বলেই চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলো।
ওর চোখের পানি আমি একসময় সহ্য করতে পারতাম না আর এখন??
গত কয়েকদিন আগেঃ
—নিলা ভাবি আমাকে বললো, তুমি নাকি কোথাই যাও আজ কয়েকদিন ধরে?? উনি তোমাকে ওই গলি দিয়ে প্রতিদিন যাইতে দেখে(নিধি)

–খাওয়ার খেতে খেতে,কোথাই যাবো অফিস ছাড়া??(জয়)

নিধি চুপ করে আছে।

মেয়েটাকে যতটা চুপচাপ স্বভাবের ভাবছেন, তেমন টা কিন্তু ও না।

উচ্ছ্বাস, আনন্দ, দুষ্টুমি, হাসি থাকতো যেই মেয়েটার মুখে সব সময়। সেই মেয়েটার মাঝেই আজ কয়েক দিন হলো এগুলোর কোনটাই দেখা যায় না।

জয়ের ভেতরটাতে কষ্ট হতো। কারন নিধির এই পরিবর্তনের জন্য দায় টা পুরো ওর ই । যা নিধি নিজেও জানে না।

পরের দিনঃ

—সাজ্জাদ ভাইয়া বললো, তুমি নাকি আজ অনেক আগেই অফিস থেকে বাসায় ফিরছো। বাসায় ফিরলে আমি কি অন্ধ যে তোমায় দেখতে পায় নি??(নিধি)

—আ, আ'ম, কিছু খুজে পাচ্ছিলাম না, কি বলবো??আমতা আমতা করছিলাম। হঠাত বলে দিলাম, তামসিয়া ভাবির বাসায় গেছিলাম বুঝলা, আরে বলো না, বাসায় আসছিলাম, হঠাত রাস্তাতেই ওনার সাথে দেখা। এত করে বললাম যে ভাবি অন্যদিন যাবো, আজ আমার মিষ্টিপরি আমার জন্য ওয়েট করছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? শুনলোই না।

—নিধি আগের মতোই চুপ করে রইলো। মনে হচ্ছে সব কিছুই মেনে নিচ্ছে।

আমিও হাপ ছেড়ে বাঁচছি।

দিনটা ছিলো ওর বার্থডের আগের দিন বৃহস্পতিবারঃ

ইচ্ছাকৃতভাবেই রাত ১ টা অবধি থেকে এসেছি বাহিরে। বাসায় ঘুমে ঢুলে পড়ছি এমন অভিনয় করতে করতেই ঢুকলাম। রুম টা খুলে দিলো নিধি। মেয়েটাকে আজ এতটা সুন্দর লাগছে কিন্তু একটা কারনে জয়ের খারাপ লাগলো, কারন নিধির চোখেতে পানি চকচক করছে।

—সরি বাবুটা, আজ একটু দেরি হয়ে গেলো। আসলে অফিসে কিছু কা'

নিধি আর কিছু বলতে দিলো না।

—খাবার রাখা আছে টেবিকে, খেয়ে নাও। আমার ঘুম পাচ্ছে বলেই চলে গেলো।

প্রতিটা দিন মেয়েটাকে আমি ঠিক যতটা কষ্ট দিচ্ছি মেয়েটার চেয়ে ৫ গুন কষ্ট আমি নিজে পাচ্ছি, কিন্তু এটা ছাড়া আমার কিছু করারো ছিলো না।

অন্য কোন মেয়ে হলে এতদিন হইতো আমাকে, লুচ্চা, বদমায়েশ, বলে চলে যেত ডিভোর্স দিয়ে।

কিন্তু আমিতো এইটাই চাই ওর কাছ থেকে। কেনো আমাকে ও ঘৃনা করছে না?? আর কি করলে ও আমাকে ঘৃনা করবে?? শারিরীক আঘাত করলে?? যেটা আমি কখনো পারবো না করতে।

গলা দিয়ে ভাত নামছিলো না, চোখ থেকে পানি পড়ছে ভাতের উপর টপটপ করে। মেয়েটাকে আমি আর এভাবে কষ্ট দিতে পারবো না। এবার এমন কিছু আমাকে করতে হবে যাতে ও আমাকে ঘৃনার সাথে ডিভোর্স টাও দেয়।

ওইদিন রাত্রেই প্রায় ৩ টার দিকে ঘুম ভেংগে দেখি পাশে নিধি নেই। তাড়াতাড়ি করে উঠে পরি। প্রতিটা রুম খুজি কিন্তু কোথাও না পেয়ে, ছাদেতে পা দিতেই থমকে যায়,

নিধির সামনে একটা কেক রাখা, যাতে অনেকগুলো মোমবাতি জালানো। আর নিধি একাই একাই একবার আমার হয়ে আর একবার ওর হয়ে কথা বলছে, কথাগুলোর মধ্যে একটা কথা খুব লেগেছে,

কথাটা এমন,

নিধি নিজেকেই আমি হিসেবে বলছে,

জয়, আমাকে তোমার এখন আর ভালো লাগে না তাই না?? তোমার বংশের বাতি আমায় দিয়ে জ্বলবে না জন্য আমার সাথে এমন করছো?? তুমি প্রতিটা দিন আমায় মিথ্যা বলেছো, আমি পরে সেই সবকিছুর সত্যতা জেনেছি। জানো জয়, খুব কষ্ট লাগে,

বুকের বা পাশ দেখিয়ে, এইখানটাতে। শুনেছিলাম ভালোবাসাটা পরিস্থিতির কাছে হার মেনে যায়। আমার মনে হচ্ছে কথাটা সত্য। কিন্তু আমি সেটা হতে দিবো না। তুমি যতই আমায় মিথ্যা বলো না কেনো, আমি কখনো তোমায় ছাড়তে পারবো না। আমার ভালোবাসা এতটা ঠুনকো না।

ছাদের সিড়িটার কাছ থেকে কথাগুলো যখন জয় শুনছিলো মনে হচ্ছিলো কাছে গিয়ে বলে দেয়, আমিও তোকে ছাড়তে পারবো নারে পাগলি, এক পা আগাইও ছিলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার পিছিয়ে আসে। দেয়ালের উপর নিজের হাত টাকে শক্ত করে বারি দেয়। কেনো এমন টা হলো ওর সাথে??

পতিতা পল্লীর কাছে থেকেই জয় ভাবছিলো কথাগুলো। আজ সেই সময় এসেছে, যেটা এতদিনে আমি চেয়ে এসেছি। এই ধারনাটা আমায় আমার বন্ধু রাসেল দিছিলো।

ওকে যখন বলি অফিসেঃ

–আচ্ছা দস্ত, একটা মেয়ে যদি জানতে পারে, তার স্বামী ওই নিষিদ্ধ পল্লীতে যাওয়া আসা করে, তখন মেয়েটা কি করবে রে??(জয়)

রাসেল হা হয়ে গেছিলো কথাটা শুনে, ওর চোখের চশমা টা ঠিক করে দিয়ে, মুখটা বন্ধ করে, উত্তর জানতে চাইছি(জয়)

–*তুই,এটা জানতে চাইছিস কেন??(রাসেল)

–এমনি, বলনা।(জয়)

–সাথে সাথে ডিভোর্স দিবে, আর তার থেকেও বড় কথা মেয়েটা ছেলেটাকে সারাজীবন ঘৃনা করবে।(রাসেল)

–এইটাই ত আমি চাই…(অস্ফুট স্বরে বললো জয়)

–কি,কি চাস তুই??(রাসেল)

–ক,কই কিছু নাতো(জয়)

–কি যেনো বললি তুই?(রাসেল)

–কাজে মনোযোগ দে,নইলে বস বের করে দিবে।(জয়)

ওইদিনেই জীবনের ১ম পা বাড়িয়েছিলাম এই নষ্টা পল্লীতে, আমি চেয়েছিলাম শুধু কয়েকটা মিনিট ভেতরে এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো তারপর বেরোয়ে আসবো। যাতে সবাই মনে করে, আমি এই নষ্টামো সুখ টা নিতে এসেছি। এর জন্য ওখানকার পরিচালক নাজিয়া বেগম কে আমি প্রতিদিন টাকাও দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কথা না শুনেই আমাকে জোর করে একটা রুমে ঢুকায় দেয়।

যেই রুমেতে ঢুকাইয়া দিলো সেই রুমের মেয়েটা বললে ভুল হবে, বয়সে উনি আমার বড় আপুর মতো হবে।

১ম কথাই আমার ছিলো, ক্ষমা করেন আমায় আপু। আমি তেমন টা যা যেমন টা আপনারা ভাবছেন।(জয়).

মহিলাটা জয়ের কাছে এসে, নাম কি তোমার??

—জয়। বিশ্বাস করেন আমি তেমন না,

–এখানে ত পুরুষ মানুষ আসে সুখ নিতে, তুমি তাইলে এইটা বলছো কেনো??

—সব বলে দেয় ওনাকে। জানি না কেনো বলে ফেলি কথাগুলো। হইতো ওখান থেকে নিজেকে ঠিক রেখেই বাসায় ফেরার জন্য।

—ওনার দিকে তাকাতেই দেখি ওনার চোখেতে পানি। আরে, আপনি কাদছেন কেনো??(জয়)

–এতটা ভালোবাসা কেউ কাউকে বাসতে পারে ভাই

—জয় অবাক হয়ে যায়, ওনার মুখেতে ভাই ডাক শুনে।

–আপ, আপনি, আমাকে, ভা, ভাই??(জয়)

–তুই আমাকে আপু ডাকলে আমি পারবো না কেন??

–জয়ের চোখের কোনে পানি জমলো।

ওইদিনের পর থেকে জয় একবার হলেও ওই নিষিদ্ধ পল্লীতে ২ই টা কারনে যেতো, এক, নিজের ভালোবাসার মানুষ টাকে দূরে সড়ানোর জন্য, আর ২ই, বড় আপুর (তারিনা) ভালোবাসা নিতে।
যাক আজ আমি সফল, হেসে দিলাম জোরে করে, তবে হাসিটার চেয়ে কান্নাটার শব্দই বেশি হলো।
সারাদিন বাসায় যায় নি। মুখটাই দেখাতে ইচ্ছা করছে না আমার। কেমন করে যাবো আমি নিধির সামনে??
হঠাত মনে মনে বলে উঠলাম, আরে এইটাই ত আমি চাইছিলাম। তাইলে এমন ফিল করছি কেনো??
সমস্ত ভাবনাকে মাটি চাপা দিয়ে সন্ধার সময় বাসায় পৌছোলাম। রুম নিধি খুলে দিলো। মেয়েটা অনেক সেঁজেছে দেখছি। হাসিমুখ নিয়ে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলো। তারপর আমার শার্ট টা খুলে জোরে ধাক্কা দিয়ে বেডে উপর ফেলে দিলো,
–এটা কি করছো নিধি?/(জয়)
–নিধি আমার ঠোঁটের উপর আংগুল দিয়ে, চুপ। একদম কথা বলবা না।
আমি আর কিছু বলি নি।
কারন মেয়েটাকে আমি অনেকদিন পরে এভাবে পেয়েছি।
শেষ রাত্রের দিকে,
নিধি আমার বুকের উপর শুয়ে আছে, হঠাত বলে উঠলো,
–আমার ফি টা??(নিধি)
জয় অবাক হয়ে, নিধির মুখটা ২ হাত দিয়ে নিজের দিকে করে, ফি মানে??(জয়)
–ওমা, রাত্রে যে আপনাকে সুখ দিলাম তার ফি আমার লাগবে না??(নিধি)
–জয় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় নিধির গালে।
–তুমি এমন কথা ভাবলে কেমনে??(জয়)

–নিধি জোরে জোরে হেসে, কেনো স্যার, আমি কি ওই পতিতাদের মতো সুখ দিতে ব্যর্থ জন্য আমাকে আপনি ফি না দিয়ে চড় দিলেন??(নিধি)
২বারের মতো থাপ্পড় পড়লো নিধি গালে, এবার ঠোঁট কেটে গিয়েছে।
জয় নিধির ২ হাত শক্ত করে ধরে, পাগল হয়েছো তুমি??(জয়)
নিধি জয়ের থেকে হাত টা ছাড়িয়ে নিয়ে, কেনো পাগল হবো কেনো?? এবার চিৎকার করে,
তুমি আগে আমাকে বলতে পারতা যে নিধি তোমার কাছ থেকে আমি মুক্তি চাই। তোমাকে আমার ভাল্লাগে না। সত্যিই ত। আমায় এখন তোমার ভালো লাগবে কেন। আমিতো তোমায় সন্তানের মুখ থেকে বাবা ডাকের সুখ কোনদিনো দিতে পারবো না, শুধু শুধু আমায় কেনো ভালোবাসবা বলো।(নিধি)
নিধি চুপ করো(জয়)
নিধি বলেই চলেছে, জয়, তুমি আমায় আগে বলতে পারতা, তাইলে ওখানে যাওয়ার সুযোগ তোমায় দিতাম না ঠিকি কিন্তু ২য় কাউকে তোমার জীবনে আসার সুযোগ করে দিতাম(নিধি)
জয় এবার নিধিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।
নিধি আবার হাসতে থাকে, তারপর কান্না করে দেয়, আর জোরে জোরে বলে,
আরে তুমি আমায় আগেই বলতে পারতা, আমি তোমাকে ২য় কাউকে তোমার জীবনে আনতাম তারপর নিজেই সড়ে যেতাম। কেনো তোমার জন্য আমায় শুনতে হই, যে আমি তোমায় সুখ দিতে পারিনি জন্য তুমি ওই পল্লীতে গেছো।
জয় এবার নিধিকে ধরে, কে বলছে তোমায় এই কথা??(জয়)
ভুল কিছু হইতো বলেনি সে তাই না??(নিধি)
চুপ করো নিধি প্লিজ(জয়)

তুমি কালকেই মুক্ত হয়ে যাবা আমার থেকে। চিন্তা করো না, ভালোবেসেছি তোমায় মানে এইনা, তোমার সুখের কাল হয়ে দাড়াবো আমি।(নিধি)

জয় নিধিকে ছেড়ে দিয়ে, পেছনে সড়ে এলো।

আমায় ক্ষমা করো জয়, তোমায় এতদিন অনেক প্যারায় রেখেছিলাম জন্য।(নিধি)

জয় রাত্রেই বেরোয়ে আসে রুম থেকে। শেষরাত টুকু আর বাসায় ফিরেনি।

পরেরদিন ২ জন একসাথে গিয়েই, উকিলের সাথে কথা বলে, উকিল বলে যে আপনাদের কয়েকটা পেপার সাইন করতে হবে তবে কয়েকমাস পর পর। আজ সেগুলোর মধ্যে একটা করতে হবে।

নিধি অনেকটা সহজভাবেই সাইন টা করে দিলেও জয় সাইন টা করতে পারছিলো না। হাত কাপছিলো ওর, তখন নিধি নিজে জয়ের হাত ধরে সাইন টা করে নেয়। জয় শুধু তাকিয়ে ছিলো নিধির দিকে।

আজ ১ মাস হলো, নিধি আর জয় অনেকটা দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ নিধি ওর বাবার বাসায়।

এর মাঝে নিধি একবারো জয়ের খোঁজ নেয়নি। কিন্তু তারমানে এই না ও জয়কে ভুলে গিছে। প্রতিটা দিন সন্ধ্যায় বেলকুনিতে গিয়ে দাঁড়ায় থাকে শুধু একটা মানুষের অপেক্ষায়। যেইভাবে বিয়ের আগে জয় আসতো নিধিকে একটা নজর দেখার জন্য। কিন্তু নাহ, নিধির মনের আসা মনেতেই ফুরায়ে যায়।

২য় সাইন দেউয়ার একদিন আগের কথা, তুলিটা এসে বলে, নিধু আপু কে যেনো এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে।

নিধি জয় এসেছে ভেবে ছুটে চলে আসে। কিন্তু নাহ, একটা মহিলা এসেছে, যাকে নিধি চিনে না।

তারিনা এখন বসে আছে নিধির ঘরে, এক এক করে সবকিছু খুলে বলে নিধিকে, নিধির চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। ও কত বড় ভুল করেছে, জোরে কান্না করে দেয় নিধি।

আজ প্রায় ২৯ টা দিন নিধিকে ছেড়ে আছে জয়। জয় বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে বোঝায় যাচ্ছে না। বেডের উপর একটা ক্লান্ত শরীর পড়ে আছে। মনে হচ্ছে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ টা ক্লান্ত হয়ে আছে।

জয়ের শরীর টা আজ কয়েকটা দিন ই খারাপ যাচ্ছিলো। অফিসেও যাই না। বাসা থেকেও বেরোই না।

আজ হঠাত হাসপাতালে ডাক্তারের বলা কথাটা মনে পরে গেলো।

নিধির অনেক শখ একটা মেয়ে বাবুর আম্মু হউয়ার। শখটা আমারো কম ছিলো না। কিন্তু ২,৩ বছরের মাথাতেও যখন কোন বাচ্চার মুখ দেখার ফিলিংস নিধি পাচ্ছিলো না, তখন আমাকে বলে, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে, ডাক্তারের কাছে নিলে, ডাক্তার পরীক্ষার পরে রিপোর্ট দেয়, নিধি কোনদিনও মা হতে পারবে না। রিপোর্ট টা নিধি নিজেই দেখেছিলো আর যার জন্য ওর মুখের হাসিও ওইদিনের পর থেকে মলিন হয়ে যায়।

আমার নিজের কেমন যেনো ট্রাষ্ট হচ্ছিলো না, তাই ২য় বার আমি আবার ওকে পরীক্ষা করায়, ডাক্তারকে রিপোর্ট টা দিতে বললে ডাক্তার বলে সব ঠিক আছে। আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তার বললো আপনার ওয়াইফের যখন কোন প্রব্লেম নেই তারমানে আপনা...

জয়ের মুখের হাসি মলিন হয়ে যায়।

হ্যা, ডাক্তারের কথা ঠিক ছিলো। পরীক্ষার পরে দেখা যায়, জয়ের রিপোর্ট নেগেটিভ ছিলো।

প্রতিটা দিন জয়ের ডিপ্রেশনে কেটেছে। নিধিকে ও নিজের থেকেও বেশি ভালো বেসেছে, তাই ওর নারীত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে ভবিষ্যত কেউ আংগুল তুলুক এটা জয় কখনোই চাইতো না জন্য এতকিছুর আয়োজন করেছিলো।

জয়ের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, নিধি আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। মিষ্টিপরিটা আমার, আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।

হঠাত রুমের দরজাটা খুলে গেলো, সামান্য আলোতে দেখা গেলো নিধির মুখ।

জয় ভাবলো এটাও হইতো কল্পনা, কারন আজ কয়েকটা দিন ই ও শুধু নিধিকে দেখতে পারছে, হাসিমুখে, দুষ্টুমি করতে। কিন্তু একি আজ কল্পনার মানুষ টার চোখে জল কেনো??(জয়)..

তবে কি নিধি ফিরে এসেছে??(জয়)
নিধি বেডের কাছে আসতেই যেনো জয় শক্তি ফিরে পায়, নিধির মুখ টা ২ হাত দিয়ে ছুয়ে, কল্পনার মতো আবার হারিয়ে যাবা নাতো পাগলী??(জয়)
–নিধি জয়কে জড়িয়ে ধরে, কোনদিনো না। এতটা সার্থপর ভেবেছিলে আমায় তুমি জয়??(নিধি)
–জয় নিধির হাতটা শক্ত করে ধরে, ভালোবাসি যে তোমায় পাগলী। তোমার ভবিষ্যত আমি কেমনে নষ্ট করবো বলো(জয়)
–একদম চুপ। ওহ তারমানে আমার রিপোর্ট টাতে যদি প্রব্লেম থাকতো তুমি আমায় ছেড়ে যেতে??(নিধি অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে)
–জয় নিধির মুখে তে আংগুল দিয়ে, কোনদিনও না। তোমায় আরো শক্ত করে আগলে রাখতাম রে পাগলী(জয়)
–তাইলে আমার ক্ষেত্রে কেনো এর উল্টোটা হবে জয়??(নিধি)
–সরি রে পাগলি, বলেই নিধিকে কাছে টেনে নেয় জয়।

–এই বুকেতেই আমি সারাজীবন থাকতে চাই জয়, আমায় দুড়ে ঠেলে দিয়ো না প্লিজ।(নিধি)
–কখনো না পাগলী, কোনদিনো না।
জয়ের ঘোর যেনো কাটছেই না, নিধিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। যা কিছু হয়ে যাকনা কেনো, ও নিধিকে আর এক মুহুর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিবে না।

?????? ???

কাঁথা, কোল বালিস, আর কম্বল বর্তমানে এই আমার সম্বল।
আরো একটা সম্বল ছিল, এখন কাছে নেই। সেটা হলো “বউ” রাগ করে বাপের বাড়ি গেছে……
পাঁচদিন হল বউ নাই, এই শীতে কী বউ ছাড়া থাকা যায়??? যদিও শীত প্রই শেষ…..

মাস ছয়েক হল বিয়ে করছি, পারিবারিক ভাবেই “রুপা”র সাথে আমার বিয়ে হয়। রোমান্টিক না বলে ছাত্র অবস্থাই কোন প্রেম করতে পারি নি তাই বাবা মায়ের উপর ভরসা রাখলাম। আর বাবা-মায়েরও তো ইচ্ছা হত তাঁদের পছন্দ মত পুত্র বধু ঘরে আনবে……
বিয়ের পরে দুজনে মিলে নিজেদের মতন করে সংসার সাজিয়েছি। ভালই চলছিল আমাদের খুনশুটির সংসার…..
মান অভিমান, আর মিষ্টি ভালবাসা……..

আর কী চাই……

আমি রাশেদ, প্রাইভেট কম্পানিতে ম্যানেজার পদে আছি। এই জন্য আমরা শহরে থাকি আর আব্বু আম্মু আর বোনটা গ্রামের বাড়ি থাকে। অনেক দিন হল বউ বাপের বাড়ি যাবে বলে মাথা নষ্ট করে ফেলছে।

আরে চাকরি করি পরের চাইলেই কি চলে যাওয়া যায়, অন্য দিকে বসও বলছে এই প্রজেক্ট টা শেষ না হলে কোন ভাবেন ছুটি পাওয়া যাবে না।

আমি পরছি চিপাই, বাড়ি বউ অফিসে বস। বস নিজে যখন শ্বশুর বাড়ি যায় তখন, সে মনে করে তাঁর ছাড়া আর কারো মনে হয় শ্বশুর বাড়ি নেই।

আজ এর একটা ব্যাবস্তা করতেই হবে, হয় ছুটি দিবে না হলেই চাকরিই ছেড়ে দিব। প্রজেক্টের কথা বলে বিয়েতে মাত্র ৪দিনের ছুটি দিয়েছিল। আর ছুটি দেয়ার নাম নেই।

সোজা বসের রুমে নক করলাম।

—আসসালামুআলাইকুম, আসব স্যার।

—ওয়ালাইকুমআসসালাম, হুম আসেন…… (ফাইলে মুখ গুজেই)

—ভাল আছেন স্যার??

—আরে রাশেদ বস, হুম আমি ভাল আছি, তোমার কি খবর???

—আমার আর ভাল থাকা, সেটা আর হচ্ছে কই???

—কেন তোমার আবার কী হল???

—প্রজেক্টের কথা বলে বিয়ের সময় ছুটি দিলেন না, তারপরো এত করে বললাম কোন ছুটি দিলেন না, শীত চলে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি পিঠা খেতেযেতে বলছে তাও যেতে পারছি না, কারন আপনি ছুটি দিচ্ছেন না।

নতুন শ্বশুর বাড়ি, নতুন জমায়, প্রথম শীত, না গেলে বউতো রাগ করবেই…..

আপনি তো কদিন আগেই ঘুরে এলেন, আপনি কী আমাদের কষ্ট টা বুঝেন…..

নিজেকেই নিয়ে আছেন…..

আর এই নিয়ে তো বউয়ের সাথে তুমুল ঝগরা, তাই বউ বাপের বাড়ি গেছে কিছু দিন হল। এখন বলেন এত কিছুর পরেও ভাল থাকি কি করে????

—হুম, এত কিছু হয়ে গেছে??? আর তুমি আজ বলছ….

—তাহলে আর বলছি কি??? সেদিনও তো বললাম, আপনিই প্রজেক্টের কথা বলে এরিয়ে গেলেন…..

—কিন্তু প্রজেক্টের শেষ না হলে ছুটি দিই কিভাবে??? একটা কাজ করো দুদিনের ছুটি আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি তুমি শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে আস।

—হবে না স্যার, নতুন শ্বশুর বাড়ি এভাবে যাওয়া যাবে না। এক সপ্তা ছুটি লাগবে আমার।

—এত দিন কিভাবে সম্ভব???? আর প্রজেক্টের চলছে এখন মাঝপথে……

—অনেক প্রজেক্টে সম্পুর্ন করে দিয়েছি, এবার আমার ছুটি চাই, না হলে আজই আমি চাকরিটাই ছেড়ে দিব দিব। আমার কাছে আপন মানুষগুলোর খুশি সবার আগে। এখন আপনি ভাবেন কি করবেন। আমি ছুটি পর্যন্ত আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করব। আসছি স্যার।

কিছুই করার নাই, এখন একটা রিজাইন লেটার লিখতে হবে। আমার বিশ্বাস হয়না স্যার এত দিনের ছুটি দিবেন। এর আগে খুব কম মানুষই এতটা ছুটি পাইছে যতটা আমি চেয়েছি……

অফিস ছুটির আর ১০ মিনিট আছে, স্যারের কোন খোজ নেই, এবার মনে হয় রিজাই দিতেই হল।

কেবিন থেকে বেরতে যাব তখনই স্যার ঢুকলেন আমার কেবিনে।
—শোন তোমাকে যে এক সপ্তার ছুটি দিলাম তা কাওকে বলবে না, বলবে অসুস্থ থাকার জন্য আসনি।
স্যারের কথাটা শুনে হাসি চলে এলো, কোন মতে আটকে রেখে বললাম
—কি বলেন না স্যার মিথ্যা বলতে যাব কোন দুঃখে???
—এছাড়া আর উপাই নেই, আর সবাইতো ধরে ধরে জিগেস করবে না, আচ্ছা ভাল থেকো....
বলেই স্যার চলে গেলেন,
মনের আনন্দে শালীকাকে ফোন দিলাম। বউ ফোন ধরছে না, যাবার পর থেকেই।
—হ্যালো দুলাভাই বলেন।
—তোমার আপু কোথাই???
—আপু ঘরে, আপনি কি করেন লোকে শ্বশুর বাড়ি পরে থাকে আর আপনি অসতেই চান না।
—তোমার আপুকে বল আমি আসছি।
—সত্যি??? (সেই লেভেলের খুশি)
—হুম.... এখন রাখছি, এসে কথা হবে....
বলেই ফোন রেখে দিলাম, বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করলাম, সকালে রান্না করছিলাম তাই খেলাম। কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে রওনা হলাম।
পথে বউয়ের পছন্দের চকলেট, আইসক্রীম নিলাম। সাথে শালীকার জন্যও গীফ্ট নিলাম.....
নতুন শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি, কিছু ফল ও মিষ্টি নিলাম.....
সন্ধার আগেই পৌছে গেলাম। বেল দিতেই শালী এসে দরজা খুলে দিল।
শালীকে তাঁর জন্য আনা গিফ্টটা দিয়ে বউয়ের ঘরের দিকে গেলাম, তাঁর আগে শ্বশুর-শ্বরির সাথে কথা বললাম। বউয়ের ঘরে গিয়ে দেখি বউ নেই ঘরে।
চকলেট ও আইক্রিমের ব্যাগটা খাটে রেখে শালীকে ডাকলাম
—জি দুলাভাই বলেন।
—তোমার গিফ্ট পছন্দ হয়ছে???
—হুম খুব। আপু ছাদে আছে।
—এই সন্ধ বেলাই ছাদে???
আর কথা না বাড়িয়ে ছাদে গেলাম, বউ পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।
সামনে ডুবন্ত রক্তিম সূর্য, পেছন থেকে বউকে একটা ছায়ার মতন লাগছে.....
কাছে গিয়ে কাশি দিলাম।
—-এখানে কেন আসছেন যান অফিসেই থাকুন।
—আরে বউ রাগ কর কেন??? বউয়ের থেকে অফিস বড় হল??? আর অফিসে কী বউ আছে নাকি যে অফিসে যাব.....
—না তা হবে কেন, তাই যদি না হত তাহলে এত ঝগরা করা লাগত না। আমাকে একা আসতে হত না.....
—কি যে বল না, বলেই পেছন থেকে জরিয়ে ধরলাম।
এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, হন হনিয়ে নিচে চলে গেলো। বোঝা যাচ্ছে বেশ রেগে আছে বউ আমার, সহজে এই রাগ যাবে না। বেশ কসরত করতে হবে.....
আমিও নিচে চলে এলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি শালা শালী এসে ভরে গেছে।
আমার শ্বশুররা সব ভাই একই পরিবারে থাকে তাই ডজন খানিক শালা শালীও আছে আমার। এতখন হয়ত পড়ছিল, যেই শুনছে দুলাভাই আসছে সেই পড়া শেষ।

ব্যাগ থেকে ক্যাডবেরি গুলো বের করে দিলাম, এবার শুরু গল্প।

কি সারাদিন কি করছে, স্কুলে কার সাথে ঝগরা করছে, কাকে ম্যাডাম কান ধরে দাঁড় করাই রাখছিল।
ইত্যাদি ইত্যাদি বলছে আর ক্যাডবেরি খাচ্ছে।
কিছুখন পরে রুমু (আপন শালির নাম) পিঠা নিয়ে ঘরে ঢুকল।
—আরে এত তারাতারি পিঠা পেলে কোথায়, তাও গরম গরম???
—আরে দুলাভাই আপনি ফোন করার পর মাকে বলতে চাচিদের নিয়ে পিঠা বানাতে লেগে গেছে।
তাইতো বলি আজ চাচিদের সাথে দেখা হল না কেন??? অন্য দিন আসার সাথে সাথে সবাই ঘিরে ধরে…..
—বাহ তুমি তো বেশ কাজের, তোমার আপু গেলো কই???
—সাতটা না পাঁচটা না এই পরিবারের একমাত্র জামায় আপনি। বিয়ের পর এই দ্বিতীয়বার আসলেন, জামায় আদর না হলে হয়??? আপুও রান্না ঘরেই আছে।
—রাগ কি কমছে???
—মনে তো হয় না।
—শালীর সাথে কথা বলিছি আর. সবাই মিলে পিঠা খাচ্ছি….
রাতে খাবার টেবিলে চাচা শ্বশুর চাচী শ্বাশুরির সবার সাথে কথা হল। খাওয়া শেষ করে এসে রুমে বসে আছি পিচ্চিদের সাথে গল্প করছি। বউয়ের আসার কোন খোজ নেই।
শালীকা এসে আরো বড় দুঃসংবাদ দিল বউ শালির ঘরে ঘুমাবে।
তাই আমিও শালীর সাথে একটা প্ল্যান করে নিলাম।
প্ল্যান মতন রাতে শালীকে কল দিলাম, সে বেরহয়ে আসল রুম থেকে। আমি বউয়ের কাছে শালির রুমে আর শালী বউয়ের রুমে ঘুমাতে গেল।
আমি যেয়ে পাশে শুয়ে পরলাম, কিছুকন পরে বউ শালীকে ভেবে আমাকে জরিয়ে ধরল। আহ কত দিন পরে বউ আমায় জরিয়ে ধরল…..
আমি আমি চুপ করে আছি জরিয়ে ধরছি না দেখে বউ বলে উঠল
—কী এখন কী হল বেশ তো শালী দুলাভাই প্ল্যান করে ঘর পাল্টা পাল্টি করলেন।
এই যা বউ কী করে জানল??? শালীকি বলে দিল।
যাই হোক বউয়ের তো রাগ ভাঙছে এতেই খুশি…..
তাই আমিও জরিয়ে ধরলাম।
—আচ্ছা তুমি জানলে কি করে আমরা প্ল্যান করেছিলাম???
—ঘুমানোর পর রুমু কখনই বাইরে যাই না। আর ওর ফোন স্যাইল্যান্ট থাকলেও আমি টের পেয়েছিলাম, কথা শুনেই শিউর হলাম।
—এত বুদ্ধি আমার বউয়ের।
—আর পাম দিতে হবে না, কালকেই তো আবার যাওয়ার জন্য বলবেন।
—আরে না এবার এক সপ্তা জামায় আদর খাব তারপর যাব।
—সত্যি???
—হুম, এক সপ্তা ছুটি।
—আমার আইসক্রীম কই?????
—আমি কী করে বলব, এনে তো তোমার ঘরেই রাখছিলাম।

—ফ্রিজে রেখে দিয়েছি যাও নিয়ে আস....

—আমি?? এত রাতে, নতুন জামায় ফ্রিজ থেকে আইসক্রীম আনতে গেলে কেও দেখলে কী ভাববে?????

—ভাববে পেটুক জামায়, এক খেয়েও পেট ভরেনি, আবার ফ্রিজ থেকে চুরি করে খাচ্ছে.....

বলেই হাঁসতে লাগল "রুপা" অন্ধকারে দেখতে না পেলেও এই হাঁসিতে যে আমাকে কুপকাত করার শক্তি আছে তা না বলে দিলেও চলে.....

যেই বিছানা থেকে নামতে যাব ওকে ছেড়ে, অমনি বলল

—তুমি বস আমি আনছি, তবে আমাকে খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু.....

আমি কিছু না বলে ওর কপালে একটা "চুমু" একে দিলাম, প্রতিউত্তরে ও আমার ঠোটে ওর দু "ঠোট" একত্রিত করে দিল.....

এর পর আমাকে ছেড়ে আইসক্রীম আনতে চলে গেলো.....

ফিরে এসে...

—এই চলো ছাদে যাব, দোলনাই বসে আমাকে খাইয়ে দিবে.....

—এত শীতে ছাদে???? আবার আইসক্রীম খাবে????

এই শীতে আইসক্রীমে যে তুমি কী মজা পাও, আমার তো ঠান্ডার ভয়ে আইসক্রীমের ধারে কাছেও ঘেসতে মন চাই না..... তোমার জন্যই ঘেসতে হয়....

কী আর করা যেতেই হবে, তেমন কুয়াশা নেই, আকাশটা বেশ পরিষ্টার, পূর্ন জোস্না না হলেও চাঁদ মামা অনেকটা আলো ছড়াচ্ছে.....

দুজনে গিয়ে দোলনাই বসলাম, পাশাপাশি বসে আছি, "রুপা" একটা চাদর নিয়ে এসেছে, সেটাই দুজনের গায়ে জরিয়ে নিলাম।

—কউ দিন আইসক্রীম..... (এই মেয়েটা কখন আপনি আর কখন যে তুমি বলে আল্লাহই জানে)

—হুম দিচ্ছি তে.....

আমি চামচে করে তুলে দিচ্ছি আর ও খাচ্ছে....

এত্ত শীতে যে কী করে আইসক্রীম খাই আল্লাহ জানে....

—আচ্ছা তোমার যদি ঠান্ডা লাগে.....

—আমার ঠান্ডা লাগবে না, কারন আমার অভ্যাস আছে, আর লাগলে আপনি তে আছেনই.....

আইসক্রীম শেষ হলোই আমার ঘারে মাথে দিল, দুজনেই সামনের দিকে তাকিয়ে আছি.....

কিছুখন গল্প করার পর আর "রুপা"র শাড়া পাচ্ছি না, তাকিয়ে দেখি ঘুমিয়ে গেছে.....

ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, অচেনা এক মায়াই জরিয়ে গেলাম, যে মায়ে আমি আজীবন আটকে থাকতে চাই, চাইনা এই মায়া কখনো কাটুক।

এজন্যই হয়ত কবি বলেছিলেন "ঘুমন্ত অবস্থাই মেয়েরা সবচেয়ে সুন্দর"

চাঁদের আলোই ওর মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে, তবুও অনেক মায়াবতি দেখাচ্ছে ওকে, মুখের উপর চুলগুলো সৌন্দর্যটা বাড়িয়ে দিচ্ছে হাজার গুন.....

ঠোট গুলো কত সতেজ..... মন চাচ্ছে আরেকটিবার ওর ঠোটে নিজেকে ডুবিয়ে দেই....

বেশ রাত হয়েছে তাই নিচে যেতে হবে....

"রুপার" ঘুম না ভাঙ্গিয়ে আলতো করে কোলে তুলে নিজাম.....

কোলে নিতেই ঘুমের ঘোরে "রুপা" আমার গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর দু হাত দিয়ে.....

ধীরে ধীরে নেমে এলাম সিঁড়ী বেয়ে.....

কোন মতে বন্ধ করে "রুপাকে" বুকের উপর নিয়েই ঘুমিয়ে পরলাম.....

কখন যে ঘুমিয়ে গেদরজাটাছি নিজেও জানি না....

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি বউ শীতের জন্য গুটি শুটি হয়ে আমার বুকের মাঝে ঘুমিয়ে আছে, কিছু চুল মুখের উপর ছড়িয়ে রয়েছে এলোমেলো হয়ে। বাইরে থেকে সকালের সূর্যের আলো এসে রুপার মুখের উপর পরছে।

তাতে ওর মায়বি মুখটা আরো মায়াবি হয়ে উঠছে। এলো মেলো চুল গুলো যেন আলো আধারির খেলাই মেতে উঠেছে……

কতদিন পরে ওকে আবার এরকম করে দেখলাম, সেই বিয়ের পরে কিছুদিন এভাবে দেখার ভাগ্য হয়ছিল।

তাঁর পর থেকে রুপাই আমার আগে উঠে পরে তাই আর দেখা হয়নি এরকম করে।

"রুপার" কপালে ছোট্ট করে ভালবাসা একে দিলাম, আমার স্পর্শ পেয়ে সে জেগে উঠল…..

এক ভাবে কিছুখন আমার দিকে তাকিয়ে রইল তাঁরপর আমাকেও ফিরিয়ে দিল ভালবাসার স্পর্শ……

একটু পরে দুজনেই বাইরে এলাম, শালীর সামনে পড়তেই শালী টিটকারি করে বলল…….

—কী দুলাভাই ঘুম হল রাতে????

—কেন ঘুন হবেনা কেন???? কালরাতে একটু বেশিই ভাল হয়ছে…….

—তাই??? তো যান, যান ফ্রেশ হয়ে আসেন। আর আমাকে কিন্তু ট্রিট দিতে হবে। প্ল্যানটাতে সাহায্য করলাম সে জন্য…..

—তা তো দিবই, কিন্তু তোমার বোনটা যে আমাদের প্ল্যানটা জেনে গেছে……

—কী ভাবে????

—আমার সাথে তোমার ফোনে কথা বলা শুনে ফেলছে সে…….

—ব্যাপার না, রাগতো করে নি….

—হুম…..

ফ্রেশ হয়ে এসে দেখি টেবিল ভর্তি নানা রকমের পিঠা, খেজুর রসের পায়েশ, খেজুর রসে ভিজানো পিঠা। কত রকমের যে পিঠা। একটা করে খাইলেও পেটে যাইগা হবে না।

মনে পড়ে গেলো মায়ের হাতে বানান পিঠার কথা। এর পর বাড়ি যাব, মায়ের হাতের পিঠা খেতে হবে।

অনেক দিন যেমন এখানে আসা হয়না তেমনি বাড়িতেও তো যাই না….. এই সুযোগে একটু ঘুরে আসি…… বউকে বলতে হবে কথাটা…..

তারপর কোন রকমে খেয়ে উঠলাম, খাওয়া টা মনে হয় একটু বেশিই হয়ে গেলো, শালিরা বলে দুলাভাই আমার তরফ থেকে এই টা, শালারা বলে আমার তরফ থেকে এইটা। চাচী শ্বাশুরিরা বলে আমার তরফ থেকে এইটা। এরকম করে খেতে খেতেই আমার অবস্থা বে সামাল।

এর পর ঘরে এসে রেষ্ট নিতে লাগলাম, দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। ছোট শালা- শালীরা সব স্কুল কলেজ থেকে ফিরল।

বিকালে সবাইকে নিয়ে বেরহলাম গ্রামটা ঘুরে দেখতে।

গ্রামের দিকে বিয়ের এই এক মজা, চারিদিকে নয়নাভিরাম সবুজ প্রকৃতির সমারোহ। নদীর পাড় সহ অনেক জাইগাই ঘুরে সন্ধায় বাড়ি ফিরলাম।

রাতে খেয়ে বউয়ের সাথে বসে গল্প করছি এমন সময় বউকে বললাম

—আচ্ছা অনেক দিন পরে তো এখানে এলাম তাই না।

—হুম বিয়ের পর এই দ্বিতীয়বার।

—বাড়ি থেকে আসার পর তো বাড়িতেও যায়নি না আমারা???

—হুম, ঠিকই তো বলছে।

—তাহলে চল ছুটি টা ভাগ করে নিই, এখানে চার দিন আর ওখানে ৩দিন। মোট সাত দিন কি বল।

—ঠিক বলছেন, অনেক দিন হল মাকে দেখি না, শুধু ফোনে কথা বলেই খালাশ…….

কিছু না বলেই গিয়ে উঠব বাড়িতে…..

এরপর দুজনে ঘুমিয়ে গেলাম। পরের দিন সকালে বাজার হতে শ্বশুর ইয়া বড় শোল মাছ নিয়ে এলেন তাই দিয়ে দুপুরে খাওয়া

হল। এই বাড়ি আসার পর থেকে যে পরিমান খাওয়া হচ্ছে তাতে ছোট খাট একটা হাতির বাচ্ছার সমান হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না। জামার আদর বলে কথা.....

তাঁর উপর পাঁচ ভায়ের আমিই একমাত্র জামায় আপাতত.....

শীতের পিঠার কথা আর কি বলব। প্রতি বেলা নতুন নতুন ধরনের পিঠা। বাপের জনমেও এত্ত পিঠা আমি খাই নি এক সাথে, এখানে এসে যা খেলাম.....

কত খাব আমি??? আমি যে পারিনা এরাও ছাড়ে না।

একেই বুঝি বলে জামায় আদর।

বউ বসে বসে এসব দেখে আর হাসে, আমিও মনে মনে বলি হাস মন খুলে হাস। আগে শ্বশুর বাড়ি যাও তখন তো আমি শুকিয়ে মরন আর তোমাকে সবাই মিলে এরকম অবস্থা করবে।

আসলে আমার এখানে আসলে যেমন হয় ঠিক তার বিপরীত ঘটে নিজের বাড়িতে, তখন সবাই "রুপাকে"নিয়ে পরে.....

বন্ধি ঘরে থেকে থেকে মেয়েটা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে.....

ইত্যাদি ইত্যাদি বলবে আর মা চাচি আর বোন গুলো মিলে ওকে খাওয়াবে, এখন আমাকে যেমন করছে এই বাড়ির মানুষ গুলে.....

আসলে ভালবাসার টানেই এসব করে.....

এই যে এক অদির্শ বন্ধন.....

আমার বাড়িতে গেলে তখন কেও আর আমার খোজ করে না, আমি খেলাম কী না খেলাম, কোথায় আছি কী না, সে সময় আর কারো থাকেনা.....

অন্য দিকে আমি এই বাড়ি আসার পর থেকেই চলছে আদর যত্ন, আর খাওয়ার কথা কি বলব।

তিন দিন কোন রকমে পার করলাম, আর একটা দিন পার করলে বাঁচি,

সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া দুপুরে ঘুম বিকালে ঘোরা। এসব ছেড়ে আর ওই ইট পাথরের শহড়ে মানুষ নামের রোবট গুলোর মাঝে যেতে মন বলছে না। কত সুন্দর সবাই মিলে মিশে আছে। আর শহড়ে একজন মরে গেলেও দেখার কেও নেই।

এই বাড়িতে আসার পর সবার ভালবাসা পেয়ে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এবার থেকে স্যার কে রিজাইনের ভয় দেখিয়ে হলেও এরকম ছুটি নিতেই হবে না হলে এসব কিছু মিস করতে হবে।

শ্বশুর বাড়ি চার দিন থেকে চাহিদার তুলনাই অনেক বেশি জামায় আদর খেয়ে বউকে নিয়ে এবার নিজের বাড়ির উদ্দশ্য সবার থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম।

তবে এখন থেকে সুযোগ পেলেই চলে আসব জামায় আদর খেতে, এই আদর মিস করা চলবেই না.....

একী মিস করার জিনিস রে ভাই....

জামায় আদর যে কত্ত মজা খালি আদর, ভালবাসা, আর খাওন